ব্রহ্মতেজ

ব্রহ্মতেজ

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

(গ্রাণ্ড ন্যাসন্যাল থিয়েটারে অভিনীত)

কলিকাতা

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত

মূল্য ১৲ এক টাকা

নাট্যানুরাগী হৃদয়বান্ বিদ্যোৎসাহী

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গোস্বামী

মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু—

ব্রাহ্মণ !

আপনি একদিন আমাকে "ব্রহ্মতেজ" নাম দিয়া পরশুরাম নাটকখানি লিখিতে বলেন ; আমি তাহা দৈববাণী সদৃশ ভাবিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম। তাই আজ আপনার সেই "ব্রহ্মতেজ" আপনার পবিত্র করে অর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম।

ব্রাহ্মণানুগত—গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত পাত্র-পাত্রীগণ

পাত্র

মহাদেব, পরশুরাম (ষষ্ঠ অবতার), চতুর্ব্বেদ, মদন, বসন্ত, ব্রহ্মপুত্র,
দেবগণ, ব্রাহ্মণগণ, কার্ত্তবীর্য্য (সম্রাট্)।

মণিমান	...	...	কার্ত্তবীর্য্যের পুত্র।
বল্লরী	...	...	জনৈক নাস্তিক ব্রাহ্মণ।
তপোদেব	...	...	রাজ-পুরোহিত।
কিষণলাল	...	...	জনৈক ব্রাহ্মণদ্বেষী ক্ষত্রিয়।
জমদগ্নি	...	...	পরশুরামের পিতা।।
খাণ্ডক্য	...	...	জনৈক কোপন-স্বভাব মুনি।

চেদিরাজ, চন্দ্রকেতু, সৌবিরাধিপতি প্রভৃতি রাজগণ, বালকগণ,
পরশুরামের ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়, ক্ষত্রিয়গণ, জনৈক বৈশ্য, জনৈক
শূদ্র, নবশাকগণ, জনৈক কুষ্ঠাক্রান্ত ব্যক্তি, জনৈক
ভিখারী, শিষ্যদ্বয়, প্রহরীগণ ইত্যাদি।

পাত্রী

মহাশক্তি, গৌরী, দশভুজা।

মঞ্জুষা	...	...	ব্রাহ্মণ-কন্যাবেশিনী আদ্যাশক্তি।
	গায়ত্রী, অষ্টাদশ বিদ্যা, রতি, বাসন্তী।		
সুমুখা	...	...	জনৈক বিধবা ক্ষত্রিয়ানী।
মনোরমা	...	...	কার্ত্তবীর্য্যরাজার মহিষী।
মধুমতী	...	...	জনৈক পিতৃমাতৃহীনা বালিকা—তপোদেবের পালিতা কন্যা।
রেণুকা	...	...	পরশুরামের মাতা।
গুণমণি	...	...	রাজপরিচারিকা।

ঋষিকন্যাগণ, বালিকাগণ, নন্দিনীগণ, ক্ষত্রিয় রমণীগণ,
জনৈক ভিখারিণী ইত্যাদি।

ব্রহ্মতেজ

প্রস্তাবনা

ব্রহ্মলোক

বেদমাতা গায়ত্রী আসীনা,

পার্শ্বে চতুর্ব্বেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যা দণ্ডায়মান।

গীত

চতুর্ব্বেদ। নমস্তে গায়ত্রীমাতঃ ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।

অষ্টাদশবিদ্যা। সাধকাভীষ্টদে শক্তি সর্ব্বপাপবিনাশিনি,

সকলে। নমঃ নমঃ দেবি! নমস্তে ব্রহ্মস্তুতিকে॥

চতুর্ব্বেদ। অমেয় ভাবকূটস্থে ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবার্চ্চিতে,

অষ্টাদশবিদ্যা। জয়দে জগদানন্দে জগদেক প্রপূজিতে।

সকলে। নমস্তুভ্যং নমঃ দেবি, চতুর্ব্বর্গফলপ্রদে॥

চতুর্ব্বেদ। প্রসীদ বরদে মাতঃ সত্যং সত্যং মহেশ্বরি,

অষ্টাদশবিদ্যা। ব্রহ্মাদয়োঃ নমস্তুভ্যং রক্ষ মে শরণাগতম্,

সকলে। নমস্তুভ্যং ব্রহ্মযোনি নমস্তুভ্যং নমোনমঃ॥

গায়ত্রী। শোন শোন বেদরূপী পুত্র চতুষ্টয়,
অষ্টাদশ মহাবিদ্যা তনয়ারূপিণী,
মহোল্লাসে কর জয়ধ্বনি,
বৈকুণ্ঠের মণি, আজ মহামুনি জমদগ্নি-ঘরে,
রাম অবতারে হইলেন অবতীর্ণ—
ব্রহ্মতেজ রক্ষিবার হেতু।

চতুর্ব্বেদ। কহ মাতঃ! সেই ব্রহ্মতেজ বিবরণ—
অদ্ভুত ঘটন, নারায়ণ যে কারণ—
নরাকারে ধরা'পরে হলেন উদয়।

গায়ত্রী। বাছা, অতি পূর্ব্বের ঘটনা;
শোন না কি জমদগ্নি-পিতা—
মহাতপা ঋচিকের কথা?
মহাযোগে ত্রিকালজ্ঞ ঋষি করিল দর্শন,—
কালে ক্ষত্র লভিয়ে বিক্রম—
হইবে অধর্ম্মাচারী,
বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে বিঘ্ন দিবে,
ব্রহ্মোপাসনায় ব্যাঘাত ঘটাবে,
ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্য নাশিবে।
ভেবে তাই বিশ্বহিতার্থী ব্রাহ্মণ,
সমাজের মঙ্গল কারণ
দর্পী ক্ষত্র করিতে নিধন,—
রাজসিক তেজস্বী নন্দন ক্ষত্রক্ষেত্রে উৎপাদিতে—

করিলেন পরিণয় গাধির নন্দিনী।
যথাকালে মুনি যজ্ঞ অনুষ্ঠিল ;
বাহিরিল ক্ষাত্র-ব্রাহ্ম-চরু সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে।
শ্বশ্রূ আর আপন নারীরে মহাভাগ,
দিল দুই চরু করি দুই ভাগ পর্য্যায় ক্রমেতে।
ঋচিক-রমণী মায়াক্রমে—
ব্রাহ্ম চরু ভ্রমে, ক্ষাত্র চরু ভোজন করিল।
জননীরে দিল শেষে ব্রাহ্ম চরু করিতে আহার।
ব্রহ্মতেজ অব্যর্থরে বাছা,
তাই হ'য়ে গাধির নন্দন, হইল ব্রাহ্মণ,
ব্রাহ্মণ ঋচিক-পৌত্র হ'ল ক্ষত্রিয়-আচারী।

চতুর্ব্বেদ। একি মাতঃ! শুনি অসম্ভব বাণি,
ব্রহ্মতেজ কেন পুত্রে না প্রকাশি পৌত্রে প্রকাশিল ?

গায়ত্রী। শোন বাছা,
হইলে প্রচার সে রহস্যগাথা—
অমনি সে মাতা—পতি ঋচিকের পদ করিয়ে ধারণ,
কহে বিনয় বচন, 'দেহ বর তপোধন!
পুত্র বিনিময়ে হোক পৌত্র ক্ষত্রিয়-আচারী।'
তথাস্তু কহিলা ঋষি, ক্ষত্রধ্বংসে বিলম্ব হেরিয়া—
মনে মনে হাসিলেন হৃষীকেশ।
শেষ ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য বুঝিয়া,
এতদিনে নররূপ ধরি—

অবতরি রাখিলেন ব্রহ্মতেজ মান।
জয় জয় কলাব্রহ্ম ক্ষত্রধ্বংসী রাম!
আয় ওমা মহারুদ্রে চণ্ডিকে কৌশিকে—
শক্তিপ্রকাশিকে! ব্রহ্মরামে করিয়ে আশ্রয়,
ধ্রুব ব্রহ্মতেজ কর মা প্রকাশ।

(সহসা জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে মহাশক্তির আবির্ভাব)

মহাশক্তি। জয় ব্রহ্মযোনি ব্রহ্মশক্তি গায়ত্রীজননি!
আসিল নন্দিনী ওমা আজ্ঞা পালিবারে,
যাব মর্ত্ত্যপুরে ব্রহ্মরামে করিব আশ্রয়—
ব্রাহ্মণনন্দিনী-বেশে।
জয় জয় সত্যব্রহ্ম ধ্রুব ব্রহ্মতেজ!
(জ্যোতিবিকাশ)

——()——

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মন্ত্রণা-কক্ষ

(কার্ত্তবীর্য্যের প্রবেশ)

কার্ত্ত। বিচিত্র স্বপন !
অকস্মাৎ সমগ্র ভুবন ব্রহ্মতেজে আচ্ছন্ন করিল,
জ্বলিয়া উঠিল প্রলয়-অনল,
যেন কোন মহাশক্তি তাহে হইল সংযোগ !
ধূ ধূ অগ্নি নীল শিখা তার,
ছার ক্ষত্র, বিশ্ব হয় ছারখার,
অদ্ভুত ব্যাপার, ধন্য বটে নিদ্রার বিকার !
না সংস্কার ? কুসংস্কারে পূর্ণ ক্ষত্রিয়-হৃদয়,
চিরদিন হায়, ভাল মন্দ না করি গ্রহণ,
ব্রাহ্মণের সেবিয়া চরণ,
গিয়েছে উৎসন্ন, হয়েছে পতন !
চিন্তি অনুক্ষণ সে সব বিষয়,
এ নিশ্চয়—হেরি এই অদ্ভুত স্বপন !
ব্রহ্মতেজ ! ক্ষত্রতেজ নাহি কি ধরায় ?
করি বিনিময় যে শোণিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড শাসন,
তুচ্ছ ত ব্রাহ্মণ, স্বর্গে দেবগণ হন ম্রিয়মাণ,

তাহার সম্মান কোন্ গুণে ব্রাহ্মণের হেয় নীচ ?
যাক্—আজ শেষ মীমাংসা করিব।

(চেদিরাজ, সৌরাষ্ট্রাধিপতি, সৌবিরাধিপতি প্রভৃতি ক্ষত্রিয়রাজগণের প্রবেশ)

রাজগণ। জয় জয় ধরণী-সম্রাট্ !

কার্ত্ত। গণ্য মান্য প্রতাপ-আধার,
শুনুন সকলে বক্তব্য আমার,
মৃত মিত্র মম কলিঙ্গ রাজন্, পুত্র তার চারিজন,
জ্যেষ্ঠ নিরক্ষর সমাজ অধম,
মধ্যম পণ্ডিত জ্ঞানী,
তাই আমি চাই তারে করিবারে রাজা।

চেদি। সম্রাটের মতে অসম্মতি কার ?

কার্ত্ত। অসম্মতি দেয় শাস্ত্রবিধি,
বিরোধী ব্রাহ্মণ তাহে।
তাই দূতরূপে বল্লরী ঠাকুরে প্রেরিয়াছি জাবালি-আশ্রমে।
বিপ্রগণে দিয়েছি সংবাদ, কর ত্বরা শাস্ত্রের সংস্কার,
নয় রাজার প্রকৃত কার্য্য করিবে রাজায়।
এই যে বল্লরি ! কহ কি সংবাদ ?

(বল্লরীর প্রবেশ)

বল্লরী। মহারাজের যেমন কাজ, বল্লুম, টিকিওয়ালা, অপদার্থ, পঞ্জিকার সংক্রান্তি পুরুষগুলোর কাছে গিয়ে-কোন ফল নেই।

তাদের কি কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান আছে? আমার কথা ছেড়ে দিন, রাজরাজড়াকেও তাঁরা একটা নগণ্য তৃণের মত তুচ্ছ মনে করে। বামুনগুলোকে বল্লুম যে, আমাদের মহারাজ ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের অসম্মান কর্‌তে চান না, আপনাদেরই শাস্ত্র-বিধি, আপনারাই একটা সংস্কার করুন। তা না হ'লে আজ কালের লোক বড় অজ্ঞ নয় যে, আপনাদের যা তা কথা—অর্থাৎ অসঙ্গত, যা বিচারে সাধারণের সমীচীন নয়—এমন যে—যা তা বিধি, তা নীরবে শুন্‌বে। ও বাবারে—এই না যেই বলা—অমনি একটা তালপাতার শিপাই বামুন তিড়িং বিড়িং ক'রে উঠে দুরাচার, দুরাশয়, দুষ্ট, দুর্নিবার, দুরিতভোগী, দুর্ভাগ্য, দুর্মতি আদি 'দু'এর আদ্যশ্রাদ্ধ করে ফেল্লে। চোখ দুটো যেন রাঙ্গা দাড়িম ফলের মত হ'য়ে উঠ্‌ল! শেষ রায় প্রকাশ কর্‌লেন—রাজার ধনৈশ্বর্য্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্রাহ্মণেরা কখন শাস্ত্রবিধি প্রণয়ন করেন না। জ্যেষ্ঠই রাজ্য প্রাপ্ত হবে, এ অভ্রান্ত ঋষিবাক্য কার সাধ্য লঙ্ঘন করে?

কার্ত্ত। শুনিলেন নৃপগণ! গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ-বাণী?
কোন্ গুণে শুনি বিপ্র শ্রেষ্ঠ হয়?
কর্ম্মে নর দেবত্ব লভয়,
কর্ম্মে পুনঃ পশুর অধম।
কর্ম্মে শূদ্র বৈশ্য ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ,
জাতির গঠন কর্ম্মভেদে।

চন্দ্র। মহাভাগ!
শুনি আদি হ'তে জাতিভাগ,—

প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃজন ।
গুণকর্ম্মে পরে জন্ম-জন্মান্তরে
করে নীচ হ'তে উচ্চ পদ লাভ ।

কার্ত্ত। অসম্ভব, এ অতি ধীমান্,
লঘুচিত্ত নহে ভগবান্,
যিনি করুণানিদান,
এ নহে বিধান তাঁর ।
এক জাতিমাঝে উচ্চ নীচ না করেন তিনি,
অনুমানি ব্রাহ্মণই ছিল সমাজের নেতা—
তাহারাই শাস্ত্র রচয়িতা, ইহাই সম্ভবে ।

চেদি। সেই শাস্ত্র এখন' হইতে পারে ।
কালভেদে লোক-রুচি ভিন্ন ভিন্ন হয়,
স্বভাবের নীতি ক্রমে উচ্চে ধায়,
এক শাস্ত্র তাহে নাহি পারে করিতে শাসন ।

বল্লরী। আজ্ঞে হাঁ, আজ্ঞে হাঁ, আমারও মশায় ঐ মত। শাস্ত্রটা আর কি, এই আপনাদের মত পাঁচ সাতটা বড় বড় ধনী বিদ্বান্ রাজা মহারাজা এক জায়গায় বসে, যখন যে রকম দেশের হালচাল হয়, তখনকার সেই ভাবের একটা নিয়ম শ্লোকে তৈরি করে ফেলে, শেষে সেইটে বলেই হোক আর কৌশলেই হোক্, দেশের মধ্যে চালিয়ে দেওয়া হয়, তখন সেইটে হয় শাস্ত্র। কিন্তু গোড়ায় জান্‌বেন, এই যে শাস্ত্র, এ সব বড় লোক আর রাজরাজাড়ার হাত। আরে বাবা টাকা, অমন দেশ ক্ষেপাতে আর মন টলাতে দ্বিতীয়

বস্তুটী কি আর আছে? তা—এই ত আপনারা সবই উপস্থিত হয়েছেন, তখন সেই নেংটী-পরা, ঝোপ্‌সা-চুলো, লম্ব-কেশী, অসভ্য-বামুনগুলোর কাছে যাবার দরকার কি? দেখুন না, আপনাদের তৈরি শাস্ত্র চলে কি না?

চন্দ্র। অবয়বে হেরি দ্বিজ,
বাক্যে বুঝি নাস্তিক অধম।
কহহে ব্রাহ্মণ! করেছ কি বেদ অধ্যয়ন?

বল্লরী। বেদ টেদ ও ত আমার ঠোঁটস্থ! গুরু গৃহ হ'তে রীতি-মত গুরুদক্ষিণা দিয়েই মহা-মহারাজ রাজচক্রবর্ত্তী সার্ব্বভৌম মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। করেছি কেন শুন্‌বেন? কেবল স্বজাতি ব্রাহ্মণের অনাচার দমনের জন্য। বুঝতে পার্‌চেন না? আমি নিজে ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণের নিন্দা কর্‌ছি কেন? ছিঃ ছিঃ, নীচমনা কৌশলী ব্রাহ্মণগণের ঘোর স্বার্থপরতায় এখন নিজেকে ব্রাহ্মণ ব'লে পরিচয় দিতেও লজ্জা আর ঘৃণা বোধ হচ্চে।

(নেপথ্যে) সুমুখা। আমি ভিখারিণী ক্ষত্রিয়ের বিধবা-রমণী,
যাব রাজচক্রবর্ত্তী নরমণি-পাশ—
দেখাও না ত্রাস—

(দ্রুতপদে সম্মুখে প্রবেশ)

অভিলাষ পূরাও নরেশ!
বিচারপ্রার্থিনী আমি।

চেদি। অভাগিনি! আবেদন জানাও সম্রাটে!

সুমুখা। ব্রাহ্মণের ঘোর অত্যাচারে—
যমপুরে গেছে প্রাণেশ আমার,
কর রাজা, করহ বিচার।
পতি মোর আছিল নির্দ্দোষ,
বৃথা রোষ খাণ্ডুকা করিল,
সেই রোষে হ'ল দগ্ধীভূত স্বামী।
শুনি, রাজা ইহলোকে হর্ত্তা-কর্ত্তা-পাতা—
অদৃষ্ট-বিধাতা, পাপী ও সাধুর দণ্ড-পুরস্কারদাতা,
সেই রাজা তুমি যদি নৃপ, তবে করহ বিচার!
স্বামী যদি অন্যায় করিল,
কেন নাহি দিল ঋষি রাজার শাসনে?
ভাবি মনে, রাজা বুঝি ব্রাহ্মণের হেয়!
রাজা কিছু নয়, নাম মাত্র হয়,—
ব্রাহ্মণই রাজ্যের রাজা।
রাজ-নামধারী রাজা কাষ্ঠপুত্তলিকা।

কার্ত্ত। শোন শোন ক্ষত্ররাজগণ!
ব্রাহ্মণের অত্যাচার বিবরণ,
সামান্যা ক্ষত্রিয়বালা কিবা বলে?

সুমুখা। ধিক্ ধিক্ ক্ষত্র—ব্রহ্মচাটুকার,
ব্রাহ্মণের সহবাসে হয়েছ বিকারহীন
উচ্চ প্রাণ ক্ষীণ হয়ে গেছে,

চৈতন্য টুটেছে দাসত্বের অঙ্কুশ পীড়নে,
নির্জীবতা প্রাণে করিয়াছে অধিকার ;
নয় কেন গাধির কুমার হইল ব্রাহ্মণ সেধে ?

কার্ত্ত। শোন ক্ষত্র, সামান্যা নারীর বাণী।

চন্দ্র। নরমণি ! বার বার ক্ষত্র সহে টিট্‌কারী,
বলুন বিচারি—ব্রাহ্মণের কোন কার্য্যে—
পারে কোন্ ক্ষত্র করিতে বিরোধ ?

কার্ত্ত। আমি ক্ষত্র পারি বাহুদর্পে দমিতে ব্রাহ্মণে,
পারি এইক্ষণে বেদবিধি নিতে করে,
পারি খেদাইতে ব্রাহ্মণেরে দূরে,
পারি ধরাপ'রে ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য স্থাপিতে,
পারি ছেদিবারে ব্রাহ্মণের স্বার্থরজ্জু নিজ অতুল প্রতাপে।
কহ অভিমত তাহে কিবা রাজগণ !

চন্দ্র। ক্ষত্রিয়ের ধ্বংস হেতু—
হেন প্রস্তাবনা কেন করিছ রাজন্ !

বল্লরী। দেখ্‌লেন মহারাজ ! আপনাদের ঘরের ভাই হ'য়ে কি বল্‌ছেন ? এতেই ত দেশের অধঃপতন !

কার্ত্ত। নাহি ডরি কারে, প্রভু দত্তাত্রেয় বরে,
বাহুবলে দমিব সবারে, ক্ষত্রিয়-মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিব।
কহ করদ বা মিত্র রাজগণ
আপন আপন মনোভাব ?

রাজগণ। সম্রাটের মতে সম্মতি সবার।

কার্ত্ত। তবে এস ভিখারিণি!
হৃদয়-কাহিনী শুনিব নির্জ্জনে বসি।
দেখি পতিহন্তা ঋষি তব,
হয় কি না ক্ষত্রিয়-শাসিত?
কেন ক্ষত্র আর হও ভীত,
কার্য্যে হও আগুয়ান,
গরীয়ান্ বাহুবলে—
ব্রাহ্মণের হোম যজ্ঞ কর নষ্ট আজ হ'তে,
ব্রাহ্মণের বেদবিধি পুড়াও অগ্নিতে,
ক্ষত্রবিধি দাও, ব্রাহ্মণের পৌরহিত্যে ক্ষত্রিয় বসাও,
বিপ্রকন্যা বিবাহ করাও,
স্বার্থপর দ্বিজেরে বুঝাও,
সম অধিকার প্রতি নরে নরে।

(বল্লরী ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

বল্লরী। এই ত সমাজ সংস্করণের পন্থা, অপগণ্ড স্বার্থপর বামুন ধর আর খেদাও, এক চেটে বামুনের দল সব পণ্ড করলে, সব পণ্ড করলে।

(প্রস্থান)

———0———

দ্বিতীয় র্ভগাঙ্ক

উপবন

(সাজি হস্তে মণিমান, মধুমতি ও বালক-বালিকাগণের প্রবেশ ও গীত)

মণিমান ও বালকগণ। ফুলের সেরা ধুতরো ফুল পাতার সেরা বেল,
মা আমাদের ভালবাসে আয় তুলি ভাই।

বালিকাগণ ও মধু। ওরে ধুতুরো বেল পাতা, রাজার ছেলের শুন্‌লি কথা, বাবাও বলেন তোদের কথা তবে বল্‌ আমরা কোথা যাই॥

মণি ও বালকগণ। ভোরে উঠেছি আগে এসেছি, আগপথ আগ্‌লে আছি, রাগের কথা নয়,

বালিকাগণ ও মধু। আমরা কাঁকে কল্‌সী ভ'রে, জল ঢেলেছি গাছের প'রে, সত্যি কথা বল্লেই গো বন্ধু বিচ্ছেদ হয়॥

বালকগণ ও মণি। রাগ করো না মধুমতি, তোমারই দিলুম জয়,

বালিকাগণ ও মধু। তবে এস মিলি মিশি ফুল তুলি সব রাশি রাশি,
আর বিবাদে কাজ নাই॥

(সকলের পুষ্পচয়ন)

(স্তব করিতে করিতে সাজি হস্তে স্নাত
তপোদেবের প্রবেশ)

(সকলের প্রণাম)

তপোদেব। প্রাতঃ স্মরামি ভবভীতিহরং সুরেশং
গঙ্গাধরং বৃষভবাহনমম্বিকেশং।
খট্টাঙ্গশূলবরদাভয়হস্তমীশং
সংসাররোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্॥

বাবা শিব শম্ভু, বড় আনন্দেই আছি বাবা! মহারাজ কার্ত্ত-বীর্য্যের কল্যাণে তোমার সেবা ক'রে বড় সুখেই দিন কেটে যাচ্ছে। আরে বা, বা, এই যে মণি ভাই, এই যে আমার মধু মা! আরে হাঃ হাঃ, তোরাও সব এত ভোরে ফুল তুল্‌তে এসেছিস? বা, বা, বা, বাবার আমার তবে আর ভাবনা কি? বাবাকে আজ ফুলে ঢেকে ফেল্‌ব, বেলপাতায় বাবার মন্দির আজ ছেয়ে দোব! চল্, চল্। আমারও ফুল তোলা হয়েছে। জয় বাবা শিব শম্ভু, জয় বাবা শিব শম্ভু।

গীত

ভাবের গাঙে ঢেউ উঠেছে বাবা আমার ঐত চায়।
ভাবের ভোলা ভাবের কাঙ্গাল (কভু) ধনের কাঙ্গাল নয়ত হায়॥

মণি। তপোদাদা থাম্‌লে কেন? আবার গাও।

গীত

তপো। সে ভাবের তরে ঘর ছেড়েছে, ভাবে মজে সব দিয়েছে,

ভাব যেখানে প্রাণ ঢেলেছে, চায় না কিছু তায়,
সে যে ভাবের ঠাকুর ভাবেই থাকে, ভাবেই হাসে কাঁদে গায়॥

মণি। তপোদাদা, আমিও একটা গান শিখেছি।

মধু। বেশ গান, বাবা! রাজকুমার, তোমারই মত গান কর্‌তে কর্‌তে কেঁদে ফেলে।

মণি। তোমার মধুমতিও তেমনি গান কর্‌তে পারে দাদা।

তপো। বটে, বটে, আনন্দে রহো, আনন্দে রহো, তাই আমিও একটা ঠিক ক'রে রেখেছি, তো দুটোর সঙ্গে জোড় ক'রে দোব যে, আমার অবর্ত্তমানে বাবাকে আমার তোরা ভাবের তালে নাচাতে পার্‌বি। তা মণি ভাই, কি গানটা শিখেছিস, তা আমায় শুনাবি না?

মণি। শুননা—

গীত

আমার ঠাকুর পূজ্‌ব আমি তোমার ঠাকুর পূজব্‌ না।
আমার ঠাকুর তোমার গুরুর গুরু ভেবে কেন দেখ না॥
লোকের ঠাকুর কয় না কথা, আমার ঠাকুর তা ত নয়,
সে আমার হিতে সব ছেড়েছে, সদাই হেসে কথা কয়,
দেখ্‌লে তারে রয় না ক্ষুধা পাইনে যে তার তুলনা॥

তপো। হাঁরে, হাঁরে, সে ঠাকুর তোর কেরে দুষ্টু?

মণি। সে ঠাকুর? তপোদাদা আমার তুমি! মা বলেন, আমাদের ঠাকুর দেবতা ব্রাহ্মণ।

মধু। বাবা, তুমি কি সেই বামুন ? তবে তুমি যে বল আমি ক্ষত্রিয়ের মেয়ে ?

তপো। আরে বেটি, তুই সত্যি ক্ষত্রিয়ের মেয়ে আর আমিও সত্যি বামুনের ছেলে। তোর বাপ আমার ভক্ত ছিল, তুই পিতা-মাতা বিহীনা হ'লে আমি তোকে নিয়ে এসে মানুষ করেছি। এত দিনের পর আজ সব কথা বলে ফেল্লুম। আনন্দে রহো, আনন্দে রহো।

মধু। বাবা, আমার মা নেই জানতুম, কিন্তু বাপও নেই ?

তপো। আমি যে তোর বাপরে বেটি, যেই বল্লুম, অমনি বুঝি আর আমাকে বাপ বলে পছন্দ হল না।

মধু। না, বাবা, জানি না আমার বাপ কেমন ছিলেন, কিন্তু জন্ম-জন্ম যেন তোমার মত বাপের কোলে মানুষ হ'তে পারি।

তপো। আনন্দে রহো, আনন্দে রহো! কে কার বাপ, কে কার মারে বেটি! আনন্দ করে যা। আনন্দ করে যা! আনন্দেই সব, আনন্দেই আনন্দময় বাবা আমার। আনন্দেই শান্তি, আনন্দেই সুখ।

(মনোরমার প্রবেশ)

মনো। আনন্দময় যে আপনি, পিতা! আপনি যেখা- সেইখানেই আনন্দ। তাই আপনি দুধের ছেলেদের নিয়েও আ-- করছেন। (প্রণাম)

তপো। আনন্দ না নিয়ে আর কি নিয়ে থাকব রাণী মা ? তোরাই আমার আনন্দ। তাই মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যকে আশীর্ব্বাদ

করি, তাঁর রাজ্যে যেন শান্তি অচলা হ'য়ে থাকে। আনন্দ যেন নিত্যানন্দ হ'য়ে বিরাজ করে। আর আমি যেন মা, তাঁর পৌর-হিত্যে ব্রতী থেকে বাবা অনাথনাথের সেবা কর্‌তে কর্‌তে মর্‌তে পারি। আনন্দে রহো, আনন্দে রহো। এস মা, ছেলেদের নিয়ে বাবার মন্দিরে গিয়ে আনন্দ করবে এস। জয় বাবা শিব শম্ভু!

(প্রস্থান)

পুনঃ গীত

মণি। আমার ঠাকুর পূজব্‌ আমি তোমার ঠাকুর পূজব্‌ না।
আমার ঠাকুর তোমার গুরুর গুরু ভেবে কেন দেখ না॥

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শিব-মন্দির

(বল্লরী, কিষণলাল ও দুইজন সৈনিকের প্রবেশ)

বল্লরী। হাঁ—হাঁকিয়ে দিবে, তপোদেব ঠাকুর কিছুতেই যেন এই মন্দিরের দোরে আর উঠ্‌তে না পারে। এ কার্ত্তবীর্য্যের রাজত্বে বামুনের বুজরুকি আর চল্‌ছে না বাবা! বামুন আবার কি রে? গাছ কতক সুতো ঝুলোলেইত বামুন। নে কিষণলাল, মন্দিরে ঢোক, আজ থেকে তুই অনাথনাথের পূজোরি হলি, বামুনের মত পৈতে পরেছিস্‌ তো?

কিষণ। হাঁ দাদাঠাকুর, তা এক রকম সব ক'রে নিয়েছি। তবে কথা হচ্চে কি জান, বাবা অনাথনাথকে চিরদিন বামুনেই পূজো করে আস্‌ছিল!

বল্লরী। নে, নে, সে বুজরুকি আর করতে হবে না, এই করেই ত বামুনগুলোর স্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে। বেটারা বলে, যাগ-যজ্ঞ-দেবতাপূজো এ সব বামুনেরই কাজ। কেন বাবা, তুমিও মানুষ আর অন্যান্য জাতও মানুষ। মানুষ হ'য়ে মানুষের দেবতা পূজো কর্‌তে পার্ব্বে না কেন? বোধ হয় কোন সময় এরূপ কোন তর্ক বিতণ্ডা উঠেছিল, আর সেই সময় চতুর বামুন বিধান দিলেন কি না— 'বামুন ছাড়া অপর তিন জাত সকল পূজোরই অধিকার পাবে, কিন্তু কেবল বিষ্ণু অর্থাৎ শালগ্রাম পূজা কর্‌তে পারবে না।' ওরে বেটা চোখ বুজোনা টিকিওয়ালা শয়তান, এ সব বুজরুকি কার কাছে র‍্যা! এটা করতে পারবে, ওটা কর্‌তে পারবে না। কেন হে বাপু বিশ্বকর্ম্মার পুত্তুর, তোমার কথা শুনে কে? আমি মশায়, একদিন কোন অব্রাহ্মণ বন্ধুর বাটীতে কিছু অভক্ষ্য ভোজন করেছিলাম, তাতে কিনা সমাজখুড়ো চোখ রাঙ্গিয়ে অর্ব্বাচীন প্রভৃতি ব'লে নানা তিরস্কারের বুলি ঝাড়্‌তে লাগ্‌লেন বটে, আমি কি একটা কেউ কেটা বাবা! আমি কি ব্যাকরণ পড়িনি, না কাব্য, সাংখ্য, দর্শন, বেদ পড়িনি? তুমি চোখ রাঙ্গাতে কে হে বাপু! তাই আমারও প্রতিজ্ঞা—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম একেবারে উৎসন্ন দোব, তারপর বল্লরী শর্ম্মার কথা। নে কিষণলাল, ভপোঠাকুর আস্‌তে না আস্‌তে অনাথনাথের পূজো লাগা। তারপর আমাদের

অনেক কাজ আছে। খাণ্ডক্য মুনিকে গিয়ে ধরে আন্‌তে হবে। শুন্‌ছি মহারাজ যত সৈন্য পাঠাচ্ছেন, তত সৈন্যকেই সে ভস্ম ক'রে ফেল্‌ছে। তাই রাজা নাকি সেখানে যাবেন, আমাকেও সঙ্গে নেবেন। শিগ্‌গির শিগ্‌গির এদিককার কাজ সেরে নে ভাই!

কিষণ। তুমি গিয়ে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিবে না দাদাঠাকুর!

বল্লরী। এই রে—অভাগার বেটা বলে কি রে? ক্ষত্রিয়ের ছেলে হ'য়ে মহাদেবের পূজো জানিস্‌নি? তাহ'লে এরপর শাল-গ্রামের পূজো কেমন ক'রে কর্‌বি? বামুনে যা অধিকার দিয়েছিল, সেটাও তুই অধিকারেই আনিস্‌নে।

কিষণ। তা আবার আনিনি, আমি সব এনেছি। দেখনা, বামুনের মত তিলক কেটেছি, গলায় মালা পরেছি, বামুনগুলোত সব ফুক্কুড়ি ক'রে সারে। তুমি কি বল্‌ছ দাদা! আমি নিজে শাল-গ্রাম পূজোও করে থাকি।

বল্লরী। কর্‌বি বৈকি, কর্‌বি না কেন? নুড়িকে জল তুলসী দেওয়া বৈত নয়? ঠাকুর ঠুকুর আমি বিশ্বাস করিনে বাবা! ও সব যেমন বামুন, তেমনি তার দেবতা। কেবল ফাঁকা আওয়াজে মারছে। এখন নাও, লোক দেখান কাজ সার। নমঃ নমঃ ক'রে দুটো বেলপাতা, গঙ্গাজল আর ফুল ছড়িয়ে দাও, শিবলিঙ্গে চন্দনের ফোঁটা লাগাও, নিজেও দু'চারটা পর। হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ ক'রে খুব জমিয়ে দাও। তারপর বুঝ্‌লে, পঞ্চ-প্রদীপ নিয়ে ঘণ্টা নেড়ে খুব আরতি লাগিয়ে দাও। বাস, কাজ ফরসা হ'য়ে যাক্। আমি একবার আগিয়ে দেখি, বেটা তপোদেব

ঠাকুরকে আজই তাড়াতে হবে। বেটা রাজ্যি ছেড়ে চলে যাক্। আয় আয়, তোরা আমার সঙ্গে আয়, পথ আগলে থাকি চল্। বামুন দেখবি, আর খেদাবি। (কিয়দ্দূরে গমন)

কিষণ। তাইত রে, এযে মন্দিরে ঢুকতেই গাটা ছম্ ছম্ করে। এ সব মনের দুর্ব্বলতা। আঃ, বেটা বামুনরা আমাদের কি সর্ব্বনাশই না ক'রেছে। একটা কুসংস্কার লাগিয়ে দিয়ে ঠাকুর ঘরে ঢোকারও পথ বন্ধ ক'রে দিয়েছে। যাই হোক, এখন এক রকম ক'রে পূজো সেরে আরতিটা সেরে নিই। তারপর অভ্যাস কর্‌লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। (উপবেশন) গঙ্গেচ যমুনা চৈব গোদাবরী সরস্বতী—সময় সংক্ষেপ, এখনি যদি তপোদেব ঠাকুর এসে পড়ে, তাহ'লে তাইত কি হবে? পূজো সেরেনি, হরায় নমঃ, হরায় নমঃ, না হলো না, ঠাকুর বুঝি এসে পড়্‌লো! দেখলেই ত বামুন তেলে বেগুনে জ্বলে যাবে! আরতিটা করে নি। হর হর ব্যোম্ ব্যোম্। (আরতি করণ)

বল্লরী। খবরদার, বামুন যেন এ মন্দিরের দিকে না ঘেঁসে। নিকাল দেবে, নিকাল দেবে। খাড়া রহ, খুব হুঁসিয়ার। বেটার বামুন চালাকি কর্‌বে? কি কিষণলাল, পূজো হ'য়ে গেছে?

কিষণ। ও তোমায় দেখ্‌তে হবে না, সেরে নিয়েছি, সেরে নিয়েছি। (আরতি করণ)

বল্লরী। ওকি হচ্চে রে! ওযে তোর ঘণ্টা নাড়তে পঞ্চ প্রদীপ নড়ে না, আবার পঞ্চ প্রদীপ নাড়তে যে ঘণ্টা নড়্‌ছে না, দূর আহাম্মুখ!

কিষণ। তাই ত গো দাদাঠাকুর, এত বিষম বিপদ দেখ্‌ছি, এত' নড়্‌ছে না। অভ্যাসের কাজ দাদাঠাকুর, এ সব অভ্যাসের কাজ।

(তপোদেবের প্রবেশ)

তপো। জয় শঙ্কর পার্ব্বতীপতে মৃড়শম্ভো শশিখণ্ডমণ্ডন।

বল্লরী। ভাল যদি চাও, তবে পথ দেখ ঠাকুর। এ মন্দিরের সাম্‌নে আর আস্‌তে পাবে না।

তপো। কেন বাবা, কি হয়েছে ?

বল্লরী। রাজার হুকুম।

তপো। রাজার হুকুম ? বাবা অনাথনাথের এখনও যে পূজো হয়নি বাবা !

বল্লরী। তা আর হচ্চে না চাঁদ। আজ হ'তে আর বাম্‌নাকি ফলাতে পাচ্চ না। এখন ক্ষত্রিয়েরা নিজে নিজেই সব কর্‌বে, তুমি সরে পড়।

তপো। একি কথা বাবা, বাবা অনাথনাথের ক্ষত্রিয় পূজারি হ'য়েছে ? একি মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যের আদেশ ?

বল্লরী। কেন, বিশ্বাস হচ্চে না নাকি ? তবে রে টিকিওয়ালা বুজরুক বামুন, আবি ভাগ যাও, আবি ভাগ যাও। (গলায় ধাক্কা)

(দ্রুতপদে মণিমান ও মধুমতির প্রবেশ)

মণি। আমার তপোদাদাকে মারছে, তপোদাদা কাঁদছে। তপোদাদা, তপোদাদা !   (ধারণ)

মধু। মা, মা, আমার বাবাকে বল্লরী ঠাকুর মার্‌ছে দেখ। বাবা, বাবা ! (ধারণ)

বল্লরী। ছেড়ে দাও বল্‌ছি কুমার !

(মনোরমার প্রবেশ)

মনো। একি—একি—ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ !
কি সাহসে তাঁর গাত্রে কর করার্পণ।
ভেক হয়ে ভুজঙ্গ ধারণে কেন সাধ ?
পরমাদ ঘটিবে নিশ্চয়।
পেয়েছ প্রশ্রয় কার বলে ?
জান নাই নিকট শমন,
ব্যাদানি বদন রয়েছে ব্রাহ্মণ-অরি।

বল্লরী। কে, মহারাণি ! চলে যান, চলে যান, কোন কথা বল্‌বেন না। রাজার হুকুম, রাজ্যে আর বামুন থাক্‌বে না। যে ব্রাহ্মণকে প্রশ্রয় দিবে, সে রাজদ্রোহী বলে গণ্য হবে। শুন্‌লেন মা মহারাণি ! পূজা কর্‌তে চান—মন্দিরে যান, মহারাজের আজ্ঞানুসারে ক্ষত্রিয় জয়কেতু কিষণলাল অনাথনাথের পূজারি হয়েছে ! সে রয়েছে, যা কিছু সেখানে সব মিল্‌বে।

মনো। একি শুনি, হানে মস্তকে অশনি,
বাবা অনাথনাথের ক্ষত্রিয়পূজক।
হায় হায়, একি শুনি আজ, মহারাজ—
বুদ্ধি যার সুরগুরু সম, জ্ঞান অনুপম,

প্রাণ যাঁর দেবদ্বিজপদে
এ বৈষম্য-হ্রদে তিনি নিমগন ?
নরকের রুদ্ধ প্রস্রবণ-দ্বার উন্মুক্ত করেন আপনি ?

বল্লরী। কি করব মা মহারাণি ! মহারাজের হুকুম, আপনি কিছু বল্‌বেন না, আমরা বামুন তাড়িয়ে তবে জল গ্রহণ কর্‌ব। যা বেটা বামুন, এখনও ভাল চাস্‌ত পালা।

মনো। কি এতদূর।

তপো। বাবা শিব শম্ভো, আমি কি এতই নরাধম বাবা ! তাই আজ তোমার চরণ ছাড়া হ'তে হচ্ছে। দয়াময় ! কি অপরাধ করেছি বাবা ! বল্লরি, বল্লরি, তোর হাতে ধরি, তুই একবার আমায় বাবার ঘরে ঢুক্‌তে দে, তারপর আমি সন্তুষ্টচিত্তে মহারাজের আদেশ পালন করছি। একবার যাবার সময় বাবার পায়ে প্রণাম ক'রে যাব। একবার এক ফোঁটা চোখের জল—তাঁর পায়ে পাদ্য নিবেদন ক'রে যাব। বাবা, বাবা, একবার দেখা দাও, তার পর আমি চলে যাচ্ছি।

মনো। হেন অপমান হয়নি জীবনে।
মনোরমে ! ধিক্ ধিক্ তোর রাণী নামে !
পড় বাজ, মাথায় আমার,
জড়ের আকার ধর সংজ্ঞা তুমি,
চক্ষু কর্ণ হও শক্তিহীন,
কিংবা লীন হও বিশ্ব-অণুর সহিত ;
সহিও না, সহিও না, ব্রহ্ম-অপমান।

দাও প্রাণ রাণি, ব্রাহ্মণের করে,
প্রাণ নিয়ে ফিরিও না ঘরে।
হে ব্রাহ্মণ, ছাড় পথ মনোরথ পূরাও দ্বিজের,
ফের তুমি দিও না তাহায়, কহিও রাজায়—
করিয়াছি হেন কার্য্য রাণীর আদেশে।

বল্লরী। না রাণি মা, তা হবার যো নেই। মহারাজ সব জানেন, তিনি আপনার নাম উল্লেখ ক'রেই বলেছেন, রাণীও ব্রাহ্মণের জন্য কোন বিষয় অনুরোধ ক'ল্লে তাকে রাজদ্রোহী বলে গণ্য ক'রে কারাগারে প্রেরণ কর্‌বে।

মনো। এতদূর? আমি যাব কারাগারে?
কোথা মহারাজ, চল সেথা লইবে আমারে!

বল্লরী। সে হুকুম নেই। কুমার তুমি ছেড়ে দাও, তা না হলে—সৈনিকেরা জোর ক'রে আপনাকে সরিয়ে নেবে। এই ছুঁড়ি, তুইও সরে দাঁড়া। (সৈনিকের প্রতি ইঙ্গিত)

(সৈনিক কর্ত্তৃক গলা ধাক্কা)

মণি। কিছুতেই ছাড়্‌বো না, তপোদাদা যেখানে যাবে, আমরাও সেখানে যাব।

মধু। আমি বাবার সঙ্গে যাব, বাবা, বাবা!

তপো। যাও দাদা, যাও মা, মহাপাতকীকে আশ্রয় করো না। বাবা শিব শম্ভুকে ডাক, দর্পহারী মধুসূদনকে ডাক।

সৈনিকদ্বয়। ভাগ যাও—শির জুদা কর্‌দেঙ্গে।

বল্লরী। দেতো বেটার পৈতে ছিঁড়ে, বেটা আবার বাম্‌নাকী

ফলাচ্চে। মার বেটাকে। ভাগ যাও, ভাগ যাও। কুমার সরে এস। (মণিমানকে ও তপোদেবকে ধারণ)

দৈববাণী। তপোদেব দুঃখিত হয়ো না। পরশুরাম জমদগ্নি গৃহে জন্মগ্রহণ করেছেন। ম্রিয়মাণ ব্রহ্মশক্তির পুনরুদ্ভ্যুদয় হবে।

তপো। এঁ্যা দৈববাণী নয়! তবে যাচ্চি, যাচ্চি বাবা, অশ্রু পতিত হয়ো না, তোমার প্রতিপালক মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যের অকল্যাণ হবে। বাবা শিব শম্ভু, দাস চল্লো, যেন পদে স্থান পাই।

(প্রস্থান)

মনো। উঃ—উঃ অসহ্য ঘটন,—
বাবা ত্রিলোচন, পদে স্থান দাও তনয়ায়।

(মন্দিরদ্বারে গমন ও পতন)

মণি। মা, মা,—তপোদাদা—তপোদাদা।

———()———

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কুটীর সম্মুখস্থ পথ

(মঞ্জুষার প্রবেশ)

গীত

সাধে কি গো ভিখারিণী হই।
পরের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে আপনা পাসরি রই॥

শুনি রাজা বাপ মোর বড়ই পাষাণ,
দিল ভাঙ্গখোরের হাতে না ভেবে মানামান,
কপালগুণে স্বামী করেন সতীনে প্রধান,
আমি বলে নারী এত সই ॥
আমার ভাবনা কেউ তো ভাবে না,
আমি কেন ভাবি তাও তো জানি না,
কোথা হ'তে কোথা এসেছি দেখ না,
মরম বেদনা কারে কই ॥

(খাণ্ডক্যের প্রবেশ)

খাণ্ডক্য। দিন রাত্রি কেন কাঁদিস্ মা ? কে তুই মা ! সত্য পরিচয় দে। তুই যেখানে শান্তি পাস, সেইখানেই পাঠিয়ে দোব। তোর পদ্মমুখখানিতে আর যে মলিনতা দেখ্‌তে পারি না জননি !

মঞ্জুষা। সবই সত্য পরিচয় দিয়েছি বাবা। আমি বড় খণ্ড-কপালিনী গো, তাই আমার জগতে শান্তি নেই।

খাণ্ডক্য। শান্তি স্বর্গের দুর্ল্লভ পদার্থ, তাকে মর্ত্ত্যে কল্পনা করা ভ্রান্তি মাত্র মা !

মঞ্জুষা। সংসারে শান্তি থাকবে না কেন বাবা, আমার পোড়া-কপাল ব'লে আমারই নেই। দেখনি গা, লোকে কেমন সোণার সংসার সাজিয়ে মনের সুখে ঘরকন্না কচ্চে।

খাণ্ডক্য। সকলই কর্ম্মের ফলাফল মা ! এই দেখ না, কর্ম্মে বর্ত্তমানে ক্ষত্রিয় প্রবল, ব্রাহ্মণ নিস্তেজ—তাই মাঝে মাঝে মনে হয়

মা, এমন উন্নত জাতিরও অধঃপতন হ'লো ! এক মধুসূদন বই ব্রাহ্মণজাতির দ্বিতীয় উপায় নাই।

মঞ্জুষা। সত্যই বাবা, অনাথের নাথ তিনি, দীনহীনের বন্ধু তিনি, তিনিই ব্রাহ্মণের উপায় ক'র্‌বেন। তিনি কি তাতে নিশ্চিন্ত আছেন? বিশেষতঃ ব্রাহ্মণজাতির আবার অধঃপতন কি? যে জাতির ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ, যে জাতি সত্য সনাতন, যে জাতি ধর্ম্মের শিরোমণি, সে জাতির কখন পতন হয়, না সম্মান লোপ পায় বাবা! আর যে শক্তির কথা বল্‌ছ, সে শক্তিই যে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের ইচ্ছা-শক্তি প্রবল হইলেই ক্ষত্রিয়প্রাধান্য লোপ পাবে। এক কথা বাবা, যে ধর্ম্মের মস্তক ব্রাহ্মণ, হস্ত ক্ষত্রিয়, উরু বৈশ্য, পদ শূদ্র, সে ধর্ম্মরূপী মানবাকৃতির হস্ত, উরু, পদ কখনও মস্তক হ'তে পারে না, যেমন—যে অবস্থায় যেখানেই থাকুক, সোণা কখনও সীসে হয় না, সীসে কখনও সোণা হয় না।

(দুইজন শিষ্যের প্রবেশ)

১ম শিষ্য। প্রভু, দুইজন সশস্ত্র অতিথি সমাগত।

২য় শিষ্য। তাঁরা মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যের নিকট হতে প্রভুর আশ্রমে উপস্থিত হয়েছেন।

খাণ্ডক্য। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যের নিকট হ'তে? অতিথি সৎকার ও স্বাগত সম্বোধন—আহ্বানাদি করেছ তো?

১ম শিষ্য। তাঁরা তা গ্রহণে ও প্রদানে অসম্মত। কেবল আশ্রমপীড়ন ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছেন্। আপনার সহিত সাক্ষাৎই তাঁদের আবশ্যক।

খাণ্ডক্য। উত্তম, অগ্রসর হ'য়ে আশ্রমবাসীর কর্ত্তব্য প্রতি-পালন করগে। চল আমিও যাচ্চি।

(শিষ্যদ্বয়ের প্রস্থান)

এখন কুটীরে যাও মা, শক্তিময়ি। আমি আসি, জানি না কোন্ পুণ্যে তোকে আমরা কন্যাভাবে লাভ কোরেছি।

(প্রস্থান)

মঞ্জুষা। খাণ্ডক্য, তুমি মহাযোগী, তাই তোমাকে ভুলিয়ে রাখ্‌তে আমায় অনেক আয়াস স্বীকার কর্‌তে হচ্চে। কিন্তু কি কর্‌বো, তুমিই যে ব্রাহ্মণ অভ্যুদয়ের মূল কারণ হবে বাছা। আমরি, যথার্থই আজ ব্রাহ্মণসমাজ ভীত হ'য়েছে। ভয় নেই, আমি মহাশক্তি থাক্‌তে ভয় কি বাছারা! এইত,মহাশক্তি জাগরণের ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত উপস্থিত। মুহূর্ত্তেই প্রভাত হ'বে। এখন আমি একবার জমদগ্নি-আশ্রমে ভগবানের নরাবতার রামমূর্ত্তির দর্শন ক'রে আসি। ব্রহ্মানুরাগী বৃদ্ধ ঋষি জমদগ্নিকেও উদ্বুদ্ধ কর্‌তে হ'বে। পিতৃ-ভক্ত রাম মাতৃ-অনুজ্ঞায় কার্য্য কর্‌বে না, সুতরাং রাম-পিতা জমদগ্নির সাহায্য চাই। দয়াময় কলাব্রহ্ম রাম, আর মুগ্ধ থেক'না দয়াময়! যার জন্য মানব-শরীর পরিগ্রহ ক'রেছেন প্রভু, সেই মহাকার্য্যের ভার গ্রহণ করুন।

(প্রস্থান)

---()---

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

জমদগ্ন্যাশ্রম

(উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে জমদগ্নির প্রবেশ)

জমদগ্নি।　কেবা তুমি জ্যোতির্ম্ময়ী চকিতা হরিণি,
দেখা দিয়ে কোথায় লুকালে ?
কি কহিলে সজলনয়নে পুত্র সম্বোধনে—
"ওরে বাছা করহ স্মরণ ;
পিতা ঋচিকের তব অন্তিম বচন।
কালে পরাক্রম লাভ ক্ষত্রিয় করিবে,
লাঘবিবে সে প্রতাপ কনিষ্ঠ নন্দন তোর,
রাম নামে যেবা খ্যাত হইবে ভুবনে।
সেই রামে শস্ত্র শিক্ষা দিস্ বাছাধন !"
সত্য সত্য সেই ব্রহ্মবাণী।

(পুঁথিহস্তে রামের প্রবেশ)

রাম।　পিতা, পিতা, মম ব্রহ্ম বিরাট পুরুষ,
সাক্ষাৎ সাকার দেব অব্যক্ত অব্যয়,
করুন সংশয় ভেদ শ্রুতির লিখন
"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্চিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্ম নি দৃষ্ট এবাত্মনাশ্বরে।"
একি পিতঃ ! নীরব মলিন কেন ?

জমদগ্নি। বাছা রাম, মহাচিন্তাভার এসেছে আমার,
পিতার অন্তিম বাণী হতেছে স্মরণ,
কনিষ্ঠ নন্দন তুই, তোর প্রতি পিতৃ-আজ্ঞা মম,
শাস্ত্র ত্যজি অস্ত্রশিক্ষা প্রদানিতে।
ছিলেন জনক মোর ব্রহ্মপরায়ণ,
ধ্যানে দরশন করিলেন ভবিষ্যৎ—
ব্রাহ্মণের দুরবস্থা ক্ষাত্রনিপীড়নে।
তাই বাছা কন পিতা, পড়ে মনে,
তাদের শাসনে হবে রামের জনম।

রাম। পতিতপাবন পিতা ব্রহ্মসনাতন,
তোমা বিনে না জানি গো মনে কা'র,
তুমি ধর্ম্ম, তুমি অর্থ, উপাস্য আমার,
বেদ হতে সার তব মহাবাক্য মানি।
কিন্তু মহাজ্ঞানি, না জানি ধরার কথা,
থাকি তপোবনে, নিরন্তর শাস্ত্র-অধ্যয়নে—
তন্ময় পরাণে, ক্ষত্রিয় কি হয়েছে প্রবল?
এ মহীমণ্ডল তাহে কি গো কাঁপে?
ব্রাহ্মণপীড়িত কি গো তাহাদের দাপে,
সহে যাতনা দুঃসহ!
দূরদর্শী পিতামহ যাহা ধ্যানে নিরখেছে।
পিতা, যার লাগি শাস্ত্র ছাড়ি,
শস্ত্রবিদ্যা মোরে চাও দানিবারে।

(রেণুকা ও তপোদেবের প্রবেশ)

রেণুকা। ত্যজ শাস্ত্র, ধর শস্ত্র ব্রাহ্মণকুমার,
যদি নিজ জাতি নিজমান, চাও রক্ষিবারে।
তপ ছেড়ে দেখ ফিরে স্বজাতি তোমার,
নয় ব্রাহ্মণের চির মান যাবে রসাতলে।
কোন্ ভুলে নাহি কর সমাজ রক্ষণ ?
হে ব্রাহ্মণ, সমাজ-শৃঙ্খলা যদি নাহি রয়,
তবে জানিও নিশ্চয়,—
ক্রমে পাবে ক্ষয় যাগ যজ্ঞ সাধনা তোমার,
হবে একাকার, হাহাকার ছুটিবে চৌদিকে।

জমদগ্নি। রে রেণুকে, কেন ক্ষুব্ধা ভুজঙ্গিনি ?
কে ব্রাহ্মণ ইনি অশ্রুভারে কেন ভাসিছে বদন ?

রেণুকা। হের তপোধন, নিরীহ ব্রাহ্মণ এই,
ছিল সেই ক্ষত্ররাজ কার্ত্তবীর্য্য রাজার আশ্রয়ে,
পৌরহিত্যে ব্রতী হ'য়ে মহাত্মন।
পরিণাম নিদর্শন হের গলদেশে।
শোন মতিমান, দ্বিজমুখে আর আর ক্ষত্র-অত্যাচার
ঋষি বাক্য হেলি—কলিঙ্গরাজার—
জ্যেষ্ঠে ত্যজি মধ্যম পুত্রেরে—
রাজ্যভার দেছে নাকি কার্ত্তবীর্য্য রাজা।
মহামুনি খাণ্ডক্যরে করিতে শাসন,

রাজসৈন্যগণ ক’রেছে গমন আশ্রমে তাঁহার।
কহ দ্বিজ, আরও কি শুনেছ ?

তপোদেব। না মা, তিনি রাজা, তাঁর কথা বল্‌তে নেই। আমারই দূরদৃষ্ট মা, তাই আমি বাবা অনাথনাথের সেবায় বঞ্চিত হ’য়ে এসেছি। তপোধন! আমি মূর্খ, অজ্ঞ, আচারহীন। বাবা অনাথনাথ আমার প্রতি বাম। আমায় আশ্রয় দিন, আমি আপনার আশ্রম মার্জ্জনা ক’র্‌ব, আপনাদের সেবা ক’র্‌ব। শুনেছি, আপনার আশ্রম ক্ষত্ররাজগণের শাসনের বাহির! তাই আমি আপনাদের শরণাগত হ’য়েছি। (রোদন)

জমদগ্নি। শান্ত হও ভূদেব ব্রাহ্মণ।
এ আশ্রম ভাবহ আপন ;
সম্বরণ কর অশ্রুরাশি,
নিজের আশ্রম ভাবি কর বিভু উপাসনা।
নাহিক ভাবনা ক্ষত্রদর্প বিদলনে।
দিব রামে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা আমি।
ওহো পিতৃবাণী হতেছে স্মরণ!
ভুলেছিনু এতদিন, দেব-ঋণ শুধিব এবার।
যাও সাধ্বি, ব্রাহ্মণে লইয়ে—
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে কর সমাদরে পূজা।
আসি আমি পিতামহ ভৃগুদত্ত ধনুলয়ে—
আজি দিব অস্ত্র দীক্ষা রামেরে আমার।

(প্রস্থান)

রেণুকা। বৎস রাম, শস্ত্রদীক্ষা লহ জনকসমীপে
কর পণ, করিবে অচিরে ব্রাহ্মণের এ অশ্রু মোচন।
ব্রহ্মবীর্য্যে জন্ম তব, ব্রহ্মতেজ করিবে প্রকাশ।

তপোদেব। রক্ষ রাম, শান্ত দেব-দ্বিজে।

(রেণুকা সহ প্রস্থান)

রাম। আসে মনে যেন কত স্মৃতি,
ব্রাহ্মণ-দুর্গতি নাশিবারে আমার জনম।
শাস্ত্রশিক্ষা নহেক আমার,
অস্ত্রজ্ঞানে হবে হতে পরম পণ্ডিত।
বাহুদর্পে দর্পিত ক্ষত্রিয়ে—
দেখাইতে হবে শস্ত্রে ব্রাহ্মণ-প্রতাপ।
একি পাপ, ক্রমে উষ্ণ হ'তেছে শরীর,
ধীর স্থির রহিবারে নাহি পারি আর,
কি হলো আমার, জ্যোতিঃপুঞ্জ কোথা হতে আসে!
আকাশে তড়িতঘটা,
পুঞ্জীকৃত আলোকের ছটা নয়নে বিকাশে।

(নয়ন মুদ্রিতকরণ)

(সহসা শূন্য হইতে দশভুজা মহাশক্তির আবির্ভাব)

মহাশক্তি। রাম, রাম, কর চক্ষু উন্মীলন বাছা,
দশভুজা দশ অস্ত্র লয়ে সম্মুখে তোমার ;
ধর, লও, মহাশক্তি আত্মাশক্তিপাশ,

দীক্ষা লও পিতার সকাশ !
যদি ক্ষত্রদর্প চাও করিতে বিনাশ,
তবে তপে তুষ্ট কর গিয়া শূলী ব্যোমকেশে ।

অস্ত্রদান ও অন্তর্দ্ধান)

(ধনুহস্তে জমদগ্নির প্রবেশ)

জমদগ্নি । কে বামা, কে বামা, দেখেছি প্রভাতে,
আবার চকিতে শূন্যে পলকে মিশাল !
গেল যেন নয়ন ধাঁদিয়া !
রাম, রাম, দেখেছ কি রমণীরে তুমি ?

রাম । দশভুজা আদ্যাশক্তি হৈল অন্তর্দ্ধান,
দশ অস্ত্র মোরে করি দান ক্ষত্রিয় বিনাশে ।
কন শেষে—'যাও বাছা, দীক্ষা লয়ে পিতার সকাশে—'
তপে ব্যোমকেশে কর তুষ্ট গিয়া ।

জমদগ্নি । বুঝিলাম রাম, যথাকাল উপস্থিত ।
এস বৎস ! সরোবর-তীরে—
হ'য়ে স্নাত শস্ত্রশিক্ষা লয়ে,
মহেশে করিতে তুষ্ট যাবে তপস্যায় ।

(উভয়ের প্রস্থান)

——০——

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কুটীর প্রাঙ্গণ

বৃক্ষান্তরালে সৈন্যগণ সহ বল্লরী দণ্ডায়মান।

(খাণ্ডক্য ও সৈন্যদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম সৈন্য। চল ঋষি, রাজার সমীপে,
নহে লয়ে যাব বন্দী করি।

খাণ্ডক্য। কি কহিলি নীচ ঘৃণ্য চণ্ডাল অধম!
এত পরাক্রম বাড়িয়াছে নগণ্য তৃণের,
বন্দী করি লইবি আমারে?

১ম সৈনিক। রাজাদেশ ঋষি।

খাণ্ডক্য। রাজাদেশ করিতে বন্ধন?

২য় সৈনিক। হে ব্রাহ্মণ, তার চেয়ে আরও দণ্ড গুরু,
ইচ্ছায় না গেলে শিলা বেঁধে গলে,
যাব ল'য়ে রাজার নিকটে।

(বল্লরীর সৈনিকদ্বয়ের প্রতি সঙ্কেত ও প্রস্থান)

খাণ্ডক্য। বটে, বটে!
সাধ্য হয় আয়রে তুচ্ছ পতঙ্গ,
বহ্নি সনে রঙ্গ ফল দেখ্,
পলে দগ্ধ হবি, ভস্ম হ'য়ে যাবি,
ভাবী জন্ম নরকে রহিবি সবে।

(ক্রোধে দৃষ্টি ও অনলপাত)

সৈন্যদ্বয়। যাই, যাই, মলুম মলুম।

(ভস্ম হওন)

(দ্রুতপদে মঞ্জুষার প্রবেশ)

মঞ্জুষা। হায় হায় বাবা!
কি করিলে ক্রোধে ভুলে?
তপোবলে কৈলে অসম্মান?
হ'য়ে জ্ঞানবান্—হইলে অজ্ঞান,
কি বলিব বল নিয়তির বিধি বিনা?

খাণ্ডক্য। ওহো ক্ষত্র বড় অত্যাচারী!
দুরাচারী চায় মোরে করিতে বন্ধন।
নীচ হেয় জন সম বন্দী হ'তে বলে।
যা মা চ'লে, যাক্ তপ, যাক্ জপ,
যাক্ ধর্ম্ম, যাক্ পুণ্য কর্ম্ম মম,
তবু ক্ষত্রদর্প এ খাণ্ডক্য করিবেক চূর।

মঞ্জুষা। এখনও কর পিতা, রোষ দূর,
ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয়, পায় তপ ক্ষয়,
তেজহীন হয় গো ব্রাহ্মণ,
ঘটে পরিণতি শূদ্রত্ব তাহার?

খাণ্ডক্য। ক্ষত্রদর্প নাশহেতু শূদ্রত্ব কি কথা,
চণ্ডাল হইব, নরকে ডুবিব,
প্রাণ দিব হেলায় নন্দিনি,

বুঝি আমি, যাও তুমি,—
নাহি দিও কার্য্যে বাধা।

মঞ্জুষা। হায় পিতা, ক্রোধে কিছু না ভাবিছ,
দিতেছ পুণ্যেতে কালি।
শান্তি পাব বলি এসেছিনু তব পাশে,
হায় সব আশা দিতে হ'ল জলাঞ্জলি।

(প্রস্থান)

(বল্লরীর পুনঃ প্রবেশ)

বল্লরী। বা বা ছুঁড়ীটা কেরে? ঐ বেটারই মেয়ে হবে। দেখ্ পাকড়াতে হবে। দেখি বেটার তপোবল কত? ভয় কি, আমি আছি, সঞ্জীবনী মন্ত্রে সব বাঁচিয়ে দোব।

খাণ্ডক্য। ওহো এত অহঙ্কার।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। রাজদ্রোহী তুমি মুনি,
হত্যা আমি করিব তোমায়।

খাণ্ডক্য। আয়, আয় পশু,
ক্ষত্রমেধযজ্ঞে দিব পূর্ণাহুতি।
আশুগতি সম যারে ক্রোধানলে ভস্ম হয়ে।

(ক্রোধে দৃষ্টি, অনলপাত ও ব্যর্থ হওন)

হায় হায়, মহাক্রোধে, হারালেম সব,
নীরব ব্রহ্মণ্যশক্তি নির্জীব সমান।

গেল মান, ক্রোধ-অরি করিলরে মোরে—
শূদ্রে পরিণত ব্রাহ্মণ হইতে।
হায় হায়, ক্রোধে কি করিনু,
ভক্ষিনু গরল আপনি আপন করে।

সৈনিক। চল্ নরাধম, যমালয়!

(খাণ্ডক্যকে লইয়া প্রস্থান)

বল্লরী। চল্ চল্, পাপিষ্ঠের কাটা মুণ্ড নিতে যেন ভুলিস নি।

(প্রস্থান)

ঐকতান বাদন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুর

মণিমান আসীন।

গীত

মণিমান। আমায় একলা ফেলে তপোদাদা কোথায় গেলে দয়াময়।
আমি কোথায় যাব, কোথায় পাব, তোমার দেখা এ সময়॥
আমি দাদা বল্‌তাম বলে, তাই কি দাদা গেলে চলে,
(নিদয় হ'য়ে দাদা গো)
তুমি দাদা বলা শিখিয়ে ছিলে, নয় ঠাকুর কোথা দাদা হয়॥

তপোদাদা তপোদাদা, আর এক দিনের জন্যও কি আস্‌বে না? একটীবারও কি দেখা পাব না? (রোদন)

(মনোরমার প্রবেশ)

মনোরমা। সারা দিনরাত কেঁদে কেঁদে মণি,
অনর্থ করিবি তুই।
চুপ কর বাছা, নয় রাজা বিরক্ত হইবে,
কটুকথা বলি কত কুবচন কবে।

মণিমান। চুপ কর্‌তে পারিনি যে মা! দপ্‌ দপ্‌ ক'রে তপোদাদার মুখখানা আমার মনে পড়ে যাচ্চে।

মনোরমা। কি করিবে বাছা, কর্ম্মফল অভাগীর সব ;
তা না হ'লে রাজ্য-সুখ, অতুল বৈভব, তুচ্ছ কেন হয় ?
যে ব্রাহ্মণ হায়!
নিশিদিন থাকিতেন ধ্যানে—রাজার কল্যাণে,
আজ সেই হিতাকাঙ্ক্ষী মহাজন, কোন্ চক্রে
রাজ্য-বিতাড়িত ? শুনি, প্রাণভীত দ্বিজকুল—
আকুল পরাণে—কাঁদে সদা। হায় মহারাজ!
কি করিলে ? কুলটার রূপে সব দিলে জলাঞ্জলি ?

(সুমুখার প্রবেশ)

সুমুখা। রাণি!
কোন্ কার্য্যে মোরে ক'রেছ আহ্বান ?

মনোরমা। অভিপ্রায় কহিতে ডরাই,
সদাই বাসি গো ভয়,
যদি হয় এ সত্য ঘটনা,
তবে ওমা, তনয়ার মুখপানে চাও,
রাজ্য ত্যজি যাও—শান্তি দাও রাজার পরাণে।
বাছা মণিমানে দিনু তব পায়ে ফেলে।

(মণিমানকে পদে প্রদান)

নিজ পুত্র ব'লে রাজবংশে রেখো দিতে বাতি।

মন্দ মতি করো না জননি !
এই স্বর্ণভূমি নাহি মাগো, করিও শ্মশান !
রাখো মাগো কন্যার সম্মান।
ক্ষত্রকন্যা হয়োনাগো বিপ্রবিদ্বেষিণী।
রে রমণি, ভাগ্যে তব গেছে পতিসুখ,
বিধাতা বৈমুখ—ব্রাহ্মণের কিবা অপরাধ ?
প্রমাদ নিয়ত সাধে, তাই ভস্ম তব স্বামী
ব্রহ্ম-কোপানলে।

মণিমান। মনটা কেমন কর্‌ছে মা, মধুমতির সঙ্গে একটু খেলা করিগে।

(প্রস্থান)

সুমুখা। বড় কথা কহিলে গো রাণি,
নাহি জানি নীচ ব্রাহ্মণ-কাহিনী,
দোষ তুমি অযথা অন্যায়ভাবে।
কি বুঝিবে বৈধব্যযাতনা !
পায়নি যে ভবে পতির বিচ্ছেদ-জ্বালা।

মনোরমা। ছিঃ ছিঃ ব্রহ্মনিন্দা মহাপাপ—আর মা ক'রনা।
জানি মা, অবলা—পতিবিনা আশ্রয়বিহীনা,
পতিহীনা নারী অভাগিনী।
জানি মা, সতীর পতিই পরম গতি,
কিন্তু সতি ! তবে শুনি কেন মন্দ কথা লোকমুখে ?

সুমুখা। কি শুনেছ রাণি ?

(স্বগতঃ) অহো বুঝি সব কথা হ'য়েছে প্রকাশ !

মনোরমা। শুনি ওমা, তুমি নাকি প্রতিহিংসা তরে—

অকাতরে রাজায় সতীত্ব দানি—

করিবারে চাও ক্রোধে পূজা ?

হাঁ মা, এই কি গো সতীর লক্ষণ ?

নারীর কি ধর্ম্ম মাতঃ ?

কোন্ পতিভক্তি দেখাতে জগতে—

চাও বিলাইতে নারীর সর্ব্বস্ব ধন ?

বল মাতঃ, কোন্ গুণে নারী গরবিণী ?

মানিনী গো কার মানে ?

এ ভুবনে যে রমণী হয় হেয় ছার—

কি সম্মানে তার বল রয় গো সম্মান সতীত্ব বিহনে ?

গণে সাধারণে পিশাচীসদৃশা নারী সতীত্ব হারালে।

সুমুখা। কি কহিলে গর্ব্বিতা মহিষি !

সর্ব্বনাশি ! সতীত্বের তেজে বল পিশাচী আমায় ?

এত গর্ব্ব কভু শ্রেয় নয়,

নিশ্চয়—নিশ্চয় আমি হ'য়েছি পিশাচী !

পিশাচীর দেখ আচরণ,

সতীত্ব কেমন দেখিব গো রাজরাজেশ্বরি !

তবে রাজপুরী হ'তে এ পিশাচী হবে দূর।

(বেগে প্রস্থান)

মনোরমা। হায় নারি, তুমি দেবী ও রাক্ষসী!
গরল অমৃত খনি, তোমায় সম্ভবে সব।

(ক্রুদ্ধ কার্ত্তবীর্য্যের প্রবেশ)

কার্ত্তবীর্য্য। কই, কই, সতিরাণি! ছিঃ ছিঃ কলঙ্কিনি--
এ কি ব্যবহার, মানামান না রহিল আর।
রাজ্যে থাকা ভার হ'ল তোমা হ'তে,
ভরিল কলঙ্কে দেশ।
শেষরূপা কালভুজঙ্গিনি,
এত স্পর্দ্ধা কিসে বল শুনি?
অহঙ্কারে অভ্যাগত মম প্রেয়সীরে কর অপমান?
নাহি তার ভাব প্রতিদান?
হতমান মম শত্রু হইল ব্রাহ্মণ,
আমারে অগ্রাহ্য করে,—
তুমি তারে সমাদরে কর গুপ্ত পূজা।
জান রাণি কোন্ সাজা রাজদ্রোহী পাতকীর?

মনোরমা। রাজা, রাজা, পায়ে ধরি জানাই মিনতি,
অধিনীর প্রতি নাহি কর রোষ।
ত্যজি রোষ, শুনহ কাহিনী,
পরনারী মাতৃস্বরূপিণী,
বর্ণমণি শিরোমণি ব্রাহ্মণ মোদের।

কার্ত্তবীর্য্য। রাখ রাণি, হিত উপদেশ।

বহু নীতি জানা আছে তোমা হ'তে।
মরিব আপনি—তবু ত্যাগ না করিব—
অভ্যাগত রমণীরে, তারি তরে খাণ্ডক্য নিধনে—
নিয়োগেছি সেনা, প্রেরিয়াছি বল্লরী ঠাকুরে।
এখনও তারা হয় নাই প্রত্যাগত,
বিলম্ব হ'তেছে তাই যুগল মিলনে।
আরও কি শুনিবে রাণি, সেই ব্রাহ্মণের ছিন্ন মুণ্ডে—
আমি, সে রমণী—উভে বসি করিব গো
পদ প্রক্ষালন।

(বেগে প্রস্থান)

মনোরমা। হায় নাথ! কি শুনি, কি শুনি,
মজিলে আপনি আর মজালে আমায়।
ওগো কি হবে উপায়!

(নেপথ্যে) কার্ত্তবীর্য্য।
আরে কুলাঙ্গার!
মম পুরে রহি কর মম অরিনাম।

(নেপথ্যে) মণিমান।
ওমা—ওমা—যাই—যাই!

মনোরমা। কি হল! কি হল!
মা, মা, ব'লে মণি কেন মোর কাঁদিয়ে উঠিল?
রাজা কিগো প্রহার করিল তারে?

(কাঁদিতে কাঁদিতে মণিমানের প্রবেশ)

মণিমান। বল মা আমায়,
হয় কি না হয় ব্রাহ্মণ সবার গুরু ?

মনোরমা। সন্দিহান তায়, কেন ধন,
জগৎ বরেণ্য শরেণ্য ব্রাহ্মণ,
নারায়ণ নিজে ধরেছেন—
ব্রাহ্মণ-চরণ বুকে।

গীত

মণিমান। তবে বাবা না বুঝতে পেরে আমায় মেরেছে।
এমনি ক'রে কাণে ধ'রে ওমা ব্যথা দিয়েছে॥
ব্রাহ্মণ হন জগৎগুরু বলেছিনু তায়,
তাই গো রোষে বিনাদোষে মার্‌লে মা আমায়,
এখন শুনব না আর কারো মানা, বাঁধা রব রাঙ্গা পায়,
যে চরণ মা শমনদমন নারায়ণ বুকে নিয়েছে॥

মনোরমা। মরি মরি এতদূর ঘটেছে ঘটনা !
পিতা হয়ে পুত্রগাত্রে তুলিলেন কর ?
নরবর ! অন্তরে কি লাগিল না ব্যথা ?
হা কঠিন, এত নির্ম্মমতা কোথায় পাইলে ?
আয় বাপ কোলে, যাব চলে নয় রাজ্যান্তর,
নাহি যথা ব্রহ্ম-অরি-ডর,

ভিক্ষা মাগি খাব, কুটীর বাঁধিব বনে,
রাজঐশ্বর্য্য ভূষণে কাজ নাহি আর।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অন্ধকারময় বনপথ

(মঞ্জুষার প্রবেশ)

গীত

মঞ্জুষা। হে ব্রাহ্মণ, আপন গৌরব আপন মান ভুল না।
থেক না ঘুমায়ে, চেতনা জাগায়ে, কর বেদমাতা গায়ত্রী-
আরাধনা ॥

আদি হ'তে তুমি আর্য্যভূমে তুলিয়াছ কীর্ত্তিপতাকা,
তব জ্যোতিঃ সমগ্র জগতে এখন' রহিয়াছে আঁকা
সভ্যতা ভদ্রতা, নীতি উদারতা, তোমারই দেখা—
শিখায়াছ তুমি গুরু সর্ব্বনরে মায়াখিল ধরা কল্পনা ॥

রূপ মোহে মম ধাইছে পতঙ্গ
আতঙ্কবিহীন হ'য়ে হায়!
নাহি ভাবে তায়—নিকটে মরণ।
আয় আয়রে মরণশীল!
দেখে যারে মায়া-প্রলোভন!

(জ্যোতি-প্রকাশ ও প্রস্থান)

(দ্রুতপদে সৈনিকদ্বয় ও বল্লরীর প্রবেশ)

বল্লরী। ঐ, ঐরে রূপের ডালা, হীরের থালা, গোলাপ ফুল, গোলাপ ফুল, সৌন্দর্য্যের ঢেউ, খাবি খাচ্চি বাবা! চলে চল্, চলে চল্, আজি ভোরপুর সিদ্ধি মিলেগা বল্লরী শর্ম্মার বাৎ, কভি ঝুটা-বাৎ নেহি হোগা। তোরা খুব জল্‌দি চল্।

(সৈন্যদ্বয়ের দ্রুত প্রস্থান)

বল্লরী। গাছটার উপর চড়ে দেখ্‌ব নাকি? ছাড়া হবে না। আহা, কি রূপ! যেন দুধে আল্‌তায় গোলা। এ বেটা আবার কে আসেরে! বেটা কাণা নাকি? হাতড়ে হাতড়ে আসছে নয়? যে ঘোর অন্ধকারময় জঙ্গল বাবা, সহজেই কাণা হয়ে যেতে হয়—দেখতে হ'ল এ ব্যাটা কে?

(তপোদেবের প্রবেশ)

তপোদেব। পতিত ব্রাহ্মণকে দেখা দাও বাবা অনাথনাথ! অনেকদিন যে বাবা, হিমকুন্দধবলগিরি দেখিনি আশুতোষ!

বল্লরী। (স্বগতঃ) আ মর! ও বাবা, এযে সেই পুরাণ আমচুর—আমাদের তপোদেব ঠাকুর! দেখেছো বেটা বামুনের বুজরুকি! এখনও ধুয়ো ছাড়েনি। বাবা ঐ বিট্‌লেমিতেই ত বামুন জেতের সর্ব্বনাশ ক'রেছে। ঐ যে হর হর, ধ্যায়েন্নিত্যং—ঐ বাবা বদ-মায়েসি চালাকি ফন্দির কুটিল বর্ত্ম্যং। যাক্, এখন এক কাজ করি, বেটার বুজরুকিটা ইতি করে যাই। এই ঝোপ্‌টার আড়ালে দাঁড়িয়ে মজা মার্‌তে হ'বে।

তপোদেব। দেখা দাও, দেখা দাও দয়াময়, শিবশম্ভু! তোমার অদর্শনে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হ'য়েছি বাবা। এখনও কি এ বৃদ্ধের মর্ম্মাশ্রু তোমার বিল্বমূলে গিয়ে উপস্থিত হয় না! শূলপাণি! কত দৈত্যদানবকে তোমার অপার কৃপার কণিকা দিয়ে ধন্য করেছ, আর আমি কি ক'র্‌লাম মহেশ!

বল্লরী। (স্বগতঃ) আর কেন? প্রভু হ'য়ে এবার উদয় হই। (প্রকাশ্যে) নভেতব্যং, নভেতব্যং, ভয় নাই, ভয় নাই, ভক্ত।

তপোদেব। একি! একি! কি শুনি, কি শুনি! বাবা, এসেছ? বাবা এসেছ?

বল্লরী। হাঁ ভক্ত, আমি এঁসেছি।

তপোদেব। ধন্য, ধন্য, ধন্য হয়েছি প্রভু! দেখা দাও, দেখা দাও, নয়ন পবিত্র কর দয়াময়!

বল্লরী। (স্বগতঃ) বেটার দেবতা একেবারে হাতধরা দেখ্‌ছি যে। (প্রকাশ্যে) না ভক্ত, তুমি অগ্রে বর গ্রহণ কর, কার্ত্তবীর্য্য-রাজার বংশ নিধন ক'রব। ভক্তরে! তোমার অপমান করায় আমি তার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছি।

তপোদেব। না বাবা দীনবন্ধু, আমি রাজার প্রতি ক্রুদ্ধ হইনি। তিনি রাজা, আমি ব্রাহ্মণ, তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হ'লে তাঁর যে অকল্যাণ হবে! বরং তুমি আমায় এই বর দাও, রাজার মঙ্গল হোক্, রাজার সুমতি হো'ক, রাজা আমার কুশলে থাকুন। আর ক্ষমা গুণেই ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব।

বল্লরী। (স্বগতঃ) আঃ, বেটা কি চালাক, অমনি আবার রাজ-ভক্তির ফোয়ারা দেখ না।

তপোদেব। তবে বাবা, আমায় দিব্যচক্ষু দান কর, যেন তোমায় দেখ্‌তে পাই।

বল্লরী। (স্বগতঃ) এই রে! এইবার বেটা সেরেছে। আর ত' বচন চল্‌বে না, আর কেন এবার তবে উদয় হই। (প্রকাশ্যে) ও ঠাকুর দিব্যচক্ষু দান কর্‌ব কার? এর মধ্যে এসেই চোখের মাথা খেয়েছ? কেন, ঘৃত, দুগ্ধের যজ্ঞ বুঝি আর পাওনি? তাই শুকিয়ে আসছ বাবা।

তপোদেব। আঁ! আঁ! কে তুই, বল্লরি! হা ব্রাহ্মণকুলের ভস্ম, আমার মত দুর্ব্বল হতভাগ্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত ব্যঙ্গ করতেও তোর প্রবৃত্তি হ'ল? হা ধিক্‌ তোকে, কেন তুই ব্রাহ্মণকুলে জন্ম-গ্রহণ করেছিলি? হায় হায়, বাবা শিব শঙ্কর, এত লোকের সুমতি দাও বাবা, আর এ ব্রাহ্মণ-সন্তানকে এত অকৃপা কেন প্রভু!

বল্লরী। কি ভণ্ড, শঠ, বুজরুক তপোদেব! এখনও তোর বিষ দাঁত ভাঙ্গে নি? মূর্খ ব্রাহ্মণ! তুই এখনও বল্লরী শর্ম্মাকে চিনিস নি? (বংশীধ্বনি করণ)

(সৈনিক চতুষ্টয়ের প্রবেশ)

এই পাপিষ্ঠ শয়তান বুজরুককে বেঁধে হৈহয় রাজ্যে নিয়ে চল্‌। আর রাজধানী প্রান্তে সেই অন্ধকারময় কূপে রাখ্‌বি। দেখ্‌ মূর্খ, তোর বুজরুকি ঘোচাতে পারি কি না? ঐ হর হর বোম্‌ বোম্‌

বলা ছাড়াব, তবে আমার নাম বল্লরীঠাকুর। (স্বগতঃ) যাই, এথন একবার ছুঁড়িটার সন্ধান ভাল ক'রে করিগে।

(প্রস্থান)

(সৈন্যগণ কর্ত্তৃক তপোদেবের বন্ধন)

তপোদেব। দুর্ব্বলের বল বাবা শিবশঙ্কর! তোমার ত্রিনয়নের অগ্নি কোথা বাবা! দুর্বৃত্ত মদনকে ভস্ম করতে পেরেছিলে, আর এই ভক্তিহীন নরাধম তপোদেবের অনুতপ্ত দেহকে কি দগ্ধ করতে পারছ না বাবা! ইচ্ছাময়! তোমার ইচ্ছা তুমিই পূর্ণ কর।

(সৈনিকগণ সহ প্রস্থান)

——0——

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

গন্ধমাদন পর্ব্বত

জ্বলমান অগ্নিমধ্যে ধ্যানমগ্ন রাম।

(মঞ্জুষার প্রবেশ)

মঞ্জুষা। এই যে আমার নব নাটে নটনারায়ণ,
উগ্র মহাতপে যুগান্ত মগন, নাই জ্ঞান ভাবতে তন্ময়!
কেন হেন শক্তি নাথ! দানিলে আমায়,—
ভুলায় যে মহাশক্তি অব্যক্ত চিন্ময়ে।

আহা মরি নরাকার ধরি, বহু ক্লেশ সহিছ মুরারি—
ভুলিয়া আপনি কেবা!
তাই আমি তব হৃদিস্থিতা আত্মা মহামায়া,—
ভ্রান্তস্মৃতিমাঝে শক্তিমান করিতে তোমায় শক্তিধর!—
কৈলাস হইতে আসি ভূভারতে,
ভোলায় তুষিতে নিয়োগিনু ভোলার আরাধ্যধন।
জানি তপ, অতি কষ্ট-কর,
এতদিনে সেই তপে সিদ্ধ হ'লে রাম,
হ'লে সহিষ্ণুতাশালী। বনমালি!
এবে মহাক্লেশ সহিবারে হইবে সক্ষম, দুষ্ট ক্ষত্রিয়-সংহারে।

রাম। হে শঙ্কর চন্দ্রমৌলি, হে গিরিজাপতি,
গতিহীন রামে চাহ করুণা-নয়নে!
কত কাল এই ভাবে যাবে মহাকাল,
যত গত কাল তত বাড়িছে জঞ্জাল,
নিষ্ঠুরতা-মহাযজ্ঞ বাড়িছে ক্ষত্রের,
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণের তাহে ঘটিছে আহুতি।
পশুপতি! অচিরায় ব্রহ্মরক্তে ভাসিবে মেদিনী।

মঞ্জুষা। বুঝিব বুঝিব রাম—তুমি ব্রহ্ম, ব্রহ্ম-ভাব জেগেছে হৃদয়ে!
পারিবে কি মাতারে ছেদিতে? পারিবে,—পারিবে,—
সাজ সাজ নাথ, পিতৃভক্ত আদর্শ মানব,
পিতৃ-আজ্ঞামতে কর মাতারে ছেদন!
সারাৎসার! তাই আমি সতী সাধ্বী রেণুকার মন,

রতি ও মদন দিয়ে করিছি চঞ্চল ক্ষণে—
পর পুরুষের পানে। হায় হরি, হৈনু কলঙ্কিনী—
মহাশক্তি আমি, তব রত্নগর্ভা জননীর—
চরিত্রে কলঙ্ক দানি—
আহা শুদ্ধময়! যাহার পবিত্র গর্ভে তোমার জনম!
সাধ্বী সতী হইয়ে বিকল—
কহিবে সকল মনোকথা স্বামীপাশে,
ঋষি রোষে তব মাতৃহত্যা আজ্ঞা দিবে—
তোমায় হে রাম! মনস্কাম পূরাও মুরারি—
পিতামহ মুনি ঋচিকের তব- আর আকুল বিপ্রের।
মেলহ কমল আঁখি।

রাম। কৈ এলো না ত এখন মহেশ!
বুঝি ভাবোন্মেষ, এ বিশ্বের শেষ ভাবচয়ে,
আত্মাশক্তি লয়ে—উদ্দীপ্ত তেজস নেত্রে—
করিছ ঈক্ষণ!
বুঝি বসি বিশ্বমূলে হে বিবর্ত্তবুদ্ধি!
ঋদ্ধি-সিদ্ধি, আগম-নিগম, ক্রম-ব্যতিক্রম,
উদয়-বিলয়—পঞ্চভূত যায়,
হেন তত্ত্বে আছ নিমগন!
থাক থাক পার্ব্বতীমোহন,
থাক ওমা মহাবিদ্যা, ভুলিয়া মায়ায়,
তপস্যায় ক্ষান্ত নাহি হবে রাম,

ঘোর তপে জলধি শুকাবে, ভূধর উড়াবে,
মহাকালে লয়ে অঙ্কে শিলাখণ্ডে চূর্ণিবে মস্তক,
হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ মৃত্যুঞ্জয় ভুবন-অন্তক।

(শিলাখণ্ড গ্রহণোদ্যত)

মঞ্জুষা। (হস্তধারণপূর্ব্বক) মায়াময়! মায়ায় ভুলিছ কেন প্রভু!

রাম। (চক্ষু রুন্মীলন পূর্ব্বক) আরে আরে কুহকিনি!
কেবা তুমি কাহার কামিনী? ব্রাহ্মণ-নন্দিনী বেশে,
কাহার সাহসে এত হলো অহঙ্কার,
তপোভঙ্গ করিলি আমার—
নারী-অঙ্গ গাত্রে স্পর্শ করি!
না জানিস নারি, নাহি হেরি—
এক মাতৃমুখ বিনা অন্য নারীর বদন।

মঞ্জুষা। নারায়ণ! ক্ষম দোষ, পরিহর রোষ—
অবলারে ঘৃণা ক'র না শ্রীপতি!
ত্বরা ব্রাহ্মণ-দুর্গতি করহ মোচন।
নারী-মূর্ত্তি অনন্ত প্রকৃতি, নারী শক্তিরূপা ভবে।
দেখ ভেবে মাতৃমূর্ত্তি নারী তব,
লয়েছ জনম নারীর জঠরে,
জনমিয়া হেরেছ নারীর মুখ,
নারীস্তন্যে হয়েছ বর্দ্ধিত,
নারী-ক্রোড়ে হয়েছ পালিত,

নারী বিনা রহে না সংসার—
সংহারিণী নহে নারী, শক্তির আধার,
সোণার সংসার নারী বিনা হয় হে শ্মশান,
হেন নারী ঘৃণ্য কভু নহে মতিমান্ !

(সহসা মঞ্জুষার জ্যোতির্বিকাশ ও অন্তর্দ্ধান)

(অগ্নিহইতে পরশু-হস্তে হরগৌরী-মূর্ত্তির আবির্ভাব)

রাম। একি ! মা, মা, তুই কোন্ মায়াবিনী ?
গৌরী। আব্রহ্মস্তম্ভ কাঁদিয়াছে রাম,
টলেছে কৈলাস, কেঁদেছে ঈশান,—
কাঁদিয়াছে পাষাণী ঈশানী,
তাই যাদুমণি, তব কাতরা জননী ধরে কর,
লহ বর দিগম্বর ঠাঁই।
রাম। মা, মা, তুই কিগো এসেছিলি ছলাময়ী হ'য়ে ?
মহাদেব। (স্বগতঃ) আত্মহারা আজ বৈকুণ্ঠের নাথ নারায়ণ,—
কলারূপে আসি ভূভারতে,
নমঃ নমঃ দেব জগৎপতে !
(প্রকাশ্যে) সিদ্ধ তপ, সিদ্ধ তপ—
ধরি রাম, পরশু তোমার,
ধরহ পরশুরাম নাম।

তপোদর্পি ! মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মতেজ !
হও বাহুদর্পে দর্পিত ব্রাহ্মণ,
হবে ক্ষত্রিয়-শাসন তাহে।

পরশুরাম। নমঃ নমঃ সর্ব্বাভীষ্টদাতা !
মা—মা, ক্ষম অপরাধ, না বুঝে করেছি দোষ।
নমঃ নমঃ মঙ্গলদায়িনি।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কানন-বাটিকা

(মধুমতি ও মণিমানের প্রবেশ)

মণিমান। কি বল মধু, আর তপোদাদা আসবে না, আর তপোদাদাকে দেখ্‌তে পাব না।

মধুমতি। সত্যি মণি, বাবা সত্যি সত্যি আমাদের ভুল্‌লেন, সত্যি সত্যি তাঁর আর আমাদের মনে নেই।

মণিমান। আমরা ত তাঁকে ভুলতে পারছি না মধু! আমি দিনরাত্রি যেন দাদাকে চোখে চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছি। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম, তিনি আমাকে কত মিষ্টি কথায় কাঁদতে বারণ করছেন। দাদাগো, আমি যে তোমায় ভুল্‌তে পারিনি।

(রোদন)

মধুমতি। কেঁদ না ভাই, আমার বড় কান্না পায়। বাবা, তুমি তো নিষ্ঠুর নও! ও বাবাগো, পোড়ার মুখী মধুমতিকে কার কাছে দিয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছ বাবা! (রোদন)

মণিমান। আমি পালাই! আমার আবার কান্না পাচ্ছে।

মধুমতি। না ভাই যেও না, তবু তুমি থাক্‌লে আমি কতকটা ভাল থাকি।

মণিমান। আমিও ভাল থাকি, তবে তুমি কাঁদছ যে?

মধুমতি। তুমি যে কাঁদ্‌লে? তাইত আমি কেঁদে ফেল্লুম! তুমি আর কেঁদ না, আমিও আর কাঁদ্‌ব না। ও ভুলে গেছলুম, তোমার জন্যে আমি একছড়া মালা গেঁথে রেখেছি। সেটা তোমায় আজ পরিয়ে দেব। (মালা আনিয়া মণিমানের গলে অর্পণ)

(বল্লরীর প্রবেশ)

বল্লরী। তবে রে ছুঁড়ি! তোর স্পর্দ্ধা ত কম নয়। এর মধ্যে বাবা আসনাইয়ের ফুর্ত্তি জমিয়েছ? মালা বদল হচ্ছে? হাঁরে ও ছোঁড়া, এই বুঝি তোর খেলা? এইজন্যে মধুমতির আঁচল-ছাড়া হয়ে ঘরে থাকতে পারিস নি? বের ছোঁড়া, বের। আজ রাজাকে ব'লে তোর কান কেটে ছাড়বো! ওরে ধন, মেনিমুস্‌কি ডাইনি, বাবা, ছেলে খেতে শিখেছ? বের, ছোঁড়া বের।

মণিমান। না ঠাকুর মশায়, বকবেন না, মধুমতি আদর করে আমাকে ফুলের মালা পরিয়ে দিচ্ছিল।

বল্লরী। তা বোঝা গেছে মাণিক! আমরা ওসব জানিহে,

এক দিনে আর আমাদের গোঁফ দাড়ী বেরোয়নি। ও বিষ্ণুচরিত্রি সব জানা আছে। এখনও বের বল্‌ছি, বের।

(মণিমানের প্রস্থান)

তবে মাইরি নাতনি, নাতজামাইকে বড় পছন্দ হয়েছে নয়?

মধুমতি। আপনি ভারি দুষ্টু!

বল্লরী। তাই নয় হলুম, তা বেঁচে থাক্, বেঁচে থাক্! সে মাগীটা কোথায় গেল বল্ দেখি?

মধুমতি। ছোট মা? তিনি এই ছিলেন, মণি আসতে তিনি উঠে গেলেন। হাঁ দাদামশায়, আপনি কোথা গেছলেন নয়, তা আমার বাবার খবর কি কিছু জানেন না?

বল্লরী। তা জান্‌ব না কেন নাতনি! এই তিনি পটল তোলো তোলো হয়েছেন।

মধুমতি। পটল তোলো তোলো কি গা?

বল্লরী। এত বোঝ জেঠাই মা, এটা আর বোঝ না? পটল তোল অর্থাৎ কি না মৃত্যু।

মধু। আঁ, পিতার মৃত্যু! কিরূপে?

বল্লরী। ওগো জেঠাই মা, মৃত্যু কেমন করে হয় জান না? চোখ বুজিয়ে, দাঁত খিচিয়ে, দু ঠ্যাং স্বর্গের দিকে তুলে।

মধু। আপনি আমাকে রাগাচ্ছেন, আমি বড় মার কাছে চল্লুম, আপনার সব কথা বলে দোব।

(প্রস্থান)

বল্লরী। হাঁ, হাঁ যেও নি, যেও নি, যাওত বড়মাকে আর একটা খবর দিও যে, খাণ্ডক্য ঠাকুর, দু ঠ্যাং তুলেছেন। তাইত, এ সুমুখা মাগীটা কোথা গেল? যাক্, রাজাও আস্‌ছে, এখন একটু স্ফূর্ত্তি করা যাক্‌গে।

(প্রস্থান)

(সুমুখার প্রবেশ)

সুমুখা। মনে করি দগ্ধ অশ্রু রুদ্ধ থাক্ নয়নের কোণে,
মরুর ভীষণ তপ্ত দারুণ নিশ্বাস
না হোক বাহির, র'ক হিয়ার মাঝারে,
যাক্ জ্বলে পুড়ে না জানাব কারে,
তবু ছাই বাধাত মানে না—
শুনেনাক অশ্রুমালা, ধায় স্রোতস্বিনী-বেগে,
নিশ্বাসে ভূধর কাঁপে—মহাপাপে জড়িত হৃদয়!
রাণি, রাণি, সতিশিরোমণি, সত্যই বলেছ তুমি,
সত্য আমি অধমা পিশাচী,
তা না হলে ক্রোধের আবেগে কোন্ নারী বলে—
"স্বামী-অরি করিলে নিধন, আপন সতীত্বে দিব বিসর্জ্জন?"
আমিই বলেছি—আমি যে পিশাচী,
তাইতো করেছি নিজপদে নিজে কুঠার প্রহার!
অহো কি হবে আমার—
কেমনে রাজার কাছে দেখাইব মুখ—

যবে স্বামী-শত্রু ছিন্ন মুণ্ড আনি রাজা—
প্রেমোন্মত্ত হ'য়ে যাচিবে সতীত্ব মোর!
পায়ে যদি পড়ি—রাজা তিনি রাজ্যপিতা—
তাঁর কি গো না হ'বে করুণা?
কে আসে ও, ও যে মহারাজ আসে!
ওমা ওমা কি হবে শঙ্করি!

(খাণ্ডক্যের মুণ্ড হস্তে কার্ত্তবীর্য্যের প্রবেশ)

কার্ত্ত। এস লো সুন্দরি! হের হের—
তব স্বামী-অরি ছিন্ন মুণ্ড এই।
মম পণ করিনু পূরণ,
এবে তব পণ রাখলো প্রেয়সি,
এস এস প্রাণাধিকে, দেহ আলিঙ্গন।

(উন্মত্তবৎ ধাবিত)

সুমুখা। হে সম্রাট্ ধরণী-ঈশ্বর!
বিচারক করহ বিচার,
ক্রোধ তপ্ত মাদকতা,
বিকৃত মস্তিষ্ক আনে;
ভালমন্দ ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি দেয় বুঝিবারে।
নয় এ সংসারে কোন্ নারী হায়,
সতীত্বেরে চায় দিতে বিনিময়?
অসম্ভব সম্ভব কোথায় প্রভু!

কার্ত্ত। আরে নারি! ছলাময়ী বিশ্বাসঘাতিনি,
আশা দিয়ে করি স্বকার্য্য উদ্ধার,
পরে কর আশায় নিরাশ?
কোন্ ধর্ম্ম ইহা?
সতীধর্ম্ম ক্ষয় কি না হবে ইথে?
ছল ছাড় সুলোচনে!
জীবনের দীপ্ত পথপানে এসে—
হও পাশাপাশি; রে প্রেয়সি!
কত ভালবাসি বুঝিবে তখন।

(আলিঙ্গনোদ্যত)

সুমুখা। ছি—ছি—পিতা, দুরাকাঙ্ক্ষা পরিহর,
ছি—ছি—রাজা, একি তব অদ্ভুত পতন!
পারিবে না—পারিবে না কলঙ্কিতে মোরে।
তৃণসম ভস্ম হয়ে যাবে,
বুঝিবে বুঝিবে সতীত্বের কাছে তুচ্ছ রাজ্যবল,
অটল অচল টলিবে না তাহে।
নারীমাত্র বেশ্যা নাহি হয়,
হৃদয় দুর্ব্বল নয় পুরুষসমান,
নাহি দেয় স্থান প্রাণে প্রাণের মমতা!
পিতা, পিতা, কন্যা আমি এখনও স্মৃতি আন মনে।

কার্ত্ত। ভুল ক্ষত্রনারি—পণ রক্ষা করিতে হইবে।

(বল প্রকাশ)

সুমুখা। পণ রক্ষা করিতে হইবে ?
দাঁড়াও দাঁড়াও তবে ;
বল রাজা, কি সুন্দর হের কলেবরে মোর ?
এ রূপ যৌবনে—এ অঙ্গ সৌষ্ঠবে
কোন্ কোন্ অঙ্গ করহ লালসা তুমি ?

কার্ত্ত। দাও প্রিয়ে, নবনীত সম ভুজবল্লী তব
মম গলদেশে, তৃপ্ত হ'ক উন্মত্ত মাতঙ্গ !
পরে তৃপ্ত কর' অধর-অমিয় দানে। (গ্রহণোদ্যত)

সুমুখা। এই ? রাজা, ‹র তরে উন্মত্ত হয়েছ,
দিতেছ কলঙ্ক নারীকুলে ?

(হঠাৎ কার্ত্তবীর্য্যের কোষ হইতে তরবারি গ্রহণ)

ধর রাজা
পাপিনীর ভুজবল্লী কর লয়ে সুখে উপভোগ !

(হস্ত কর্ত্তন)

বল রাজা, আর কিবা চাও ?
লও, লও, সুধার আধার নধর অধর মোর।

(অধর কর্ত্তন)

যাও যাও কামাতুর, নগ্ন মৃত দেহ লয়ে—
তৃপ্ত কর বিলাস-বাসনা।
নারী নহে বিশ্বাসঘাতিনী।
উঃ, মা যাই— (পতন)

কার্ত্ত। অহো ! অহো, কিবা ভয়ঙ্কর !
কলেবর করিল ছেদন !
প্রবাহের সম বহে রক্তধারা !
কে রমণী এ—অনুমানি মত্তা বামা—
যেন সাক্ষাৎ রুদ্রাণী !
ক্ষতাঙ্গে স্ফুলিঙ্গ ছুটে,
চক্ চকে নয়নে বিজলী,
করে প্রাণ আকুলি বিকুলি,
স্থির আর রহিবারে নারি, পালাই—পালাই।

(বেগে প্রস্থান)

(সন্ন্যাসিনী-বেশে মঞ্জুষার প্রবেশ)

গীত

মঞ্জুষা। আমার সোণার লতা লতিয়ে কেন রয়েছ ধরায়।
রয়েছ, বেশ করেছ, নারীর মান সব রেখেছ,
মা নাইক খেদ তায়॥
যে মা আমার সতী মেয়ে, তার কালি মা, দিইগো ধুয়ে,
আমি রই তার মুখ চেয়ে, পাপে পোড়া এ ধরায়।
ও মা তুই যে সতীর সতী মেয়ে, আয় মা মায়ের কোলে আয়॥
স্পর্শে মম লাভ কর নূতন জীবন,
ছিন্ন অঙ্গ যথাস্থানে হউক মিলিত।

সুমুখা। মা, মা, কে মা তুই !

কেন ওমা, কাঁচা ঘুম ভাঙ্গালি জননি!
কলঙ্কিনী আমি নারীকুলে!
প্রায়শ্চিত্ত তার কাছে কিবা, তাই মাগো বল?

মঞ্জুষা। ওমা, ওমা, যদি প্রায়শ্চিত্ত চাস,
তবে তৃণ হ'তে তৃণ হ'য়ে যাস,
সেবাশ্রম করি কর পর-উপকার।
প্রতিদিন করি বিপ্রপাদোদক পান—
পূত কর অপবিত্র প্রাণ,
ব্রাহ্মণের পাদোদকে হরে সর্ব্ব ব্যাধি-পাপ।

(অন্তর্দ্ধান)

সুমুখা। ওমা, কেমা তুই?
দেখা দিয়ে কোথা লুকালি!

(প্রস্থান)

——০——

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

সরোবর-তীর

(বসন্ত ও বাসন্তীর প্রবেশ)

গীত

বসন্ত ও বাসন্তী।

উষারে শিশির জলে নাইয়েছি।
পারিজাতের পরিমলে কুন্তল তার আঁচ্ড়েছি॥

মলয় বহিছে ফুর্ ফুর্ ফুর্,
বিরহীর হিয়া করে গুর্ গুর্ গুর্,
দূর্ দূর্ দূর্ এখন আপন সরমে আপনি মর্‌তেছি ॥

বসন্ত । রে বাসন্তি !
অসময়ে আজ মহামায়ার আজ্ঞায়,
রামমাতা সাধ্বী-সতী রেণুকার তরে—
হয়েছি উদয় উভে । সখাসখী কামরতি—
রেণুকার প্রাণ করিতে চঞ্চল,
ধেয়ে গেল রেণুকার পাছে পাছে ।
নাই কাছে কোন জন, হায় তাই পাই ভয়,
কি হ'তে কি হয় প্রিয়ে !
অহো মা যে ভগবানে ধরেন জঠরে ।

(মদন ও রতির প্রবেশ)

মদন । শোন সবে অদ্ভুত কাহিনী,
জননী-আদেশে গেনু দেবী রেণুকার পাশে,
মনে হইল তখন,
যেন পুনঃ হইনু দহন, হর-কোপানলে ।
ভাগ্যে ছিল প্রাণ, তাই পেনু ত্রাণ,
হায় ভগবান, কেন কামে হেন ভাবে স্বজেছিলে ?

গীত

ছিঃ ছিঃ ছিঃ এমন কাজে আর যাব না।

রতি। তোমায় ত করলুম মানা,
শুন্‌লে না ত গুণমণি, দাসীর কথা রইল না॥

বসন্ত ও বাসন্তী। কেন সই এমন হ'ল, চোখ রাঙিয়ে মুখ বাঁকিয়ে—
সখায় দুটো বল,

মদন। আমি আর পারিনে মন যোগাতে সৈতে নারি গঞ্জনা।

রতি। আপন পর যে বাছেনা, তার ভাগ্যে ত নাথ লাঞ্ছনা॥

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কুটীর-প্রাঙ্গণ

(জমদগ্নির প্রবেশ)

জমদগ্নি। সাধ্বী রেণুকা বারি ল'য়ে এখনও প্রত্যাবৃত্ত হ'ল না! এদিকে সায়ংসন্ধ্যার কাল উত্তীর্ণ প্রায়। ভগবান্ মরিচীদেব বহুক্ষণ পূর্ব্বে অস্তমিত হয়েছেন। বিহঙ্গম নীড়াগত, একি! রেণুকা কলসীবিহীনা আলুলায়িতকুন্তলা কেন? একি প্রাণেশ্বরি!

কেন হেরি ভাব বিচঞ্চল, নেত্র ছল ছল,
ম্লান মুখ, ছিন্ন বেণী, শিথিল শরীর?

(উন্মাদিনীভাবে রেণুকার প্রবেশ)

রেণুকা। নাথ! নাথ! না, না, নাথ বলিব না আর,
আর নাথ বলিবার নাহি অধিকার,

আপনার মনে করেছি বিচার—
হৃদে যার পিশাচীর ক্রীড়া,
কুলমান ব্রীড়া যে পাপিনী দেছে জলাঞ্জলি,
পাপ কালি মিশে গেছে—
যার শিরায় শিরায়,
কোন মুখে হায়,
দেবতায় করিবে সে স্বামী-সম্ভাষণ !

জমদগ্নি। পঞ্চরত্নপ্রসবিনী সতী রামের জননী,
শুচিস্মিতা স্বর্ণ-কমলিনী,
ভৃগুকুললাবণ্যদায়িনী,—
রেণুকা রমণী কলঙ্কিনী !

রেণুকা। মহামুনি, মহাযোগী তুমি,
সকল অন্তরযামী—,
নরে করে ভয়, দেবে দেয় জয়,
হয় নয় মহাযোগে কর দরশন
অশ্রাব্য ঘটন,
সপ্তসিন্ধুজলে তার না যাবে কালিমা—
সে পাপের অন্তহীন সীমা,
হের হের ধ্যানে তপোধন !

জমদগ্নি। (ধ্যানস্থ)

রেণুকা। হের ঋষি, ধ্যানে হেরি লও
প্রগল্ভার প্রায়শ্চিত্ত দাও,

জ্বালাও জ্বালাও দীপ্ত হুতাশন !
ভস্ম কর, ভস্ম কর, চূর্ণ কর,—
তীব্র অনুতাপদগ্ধা দীনা ডাকিনীরে
জমদগ্নি । অসবর্ণ পরিণয়ে এই পরিণাম !
ভোগাসক্ত প্রাণ, রূপ-মদিরায়—
ব্রাহ্মণ-কন্যায়—না করি বিবাহ,
করি পরিগ্রহ রাজসিক ক্ষত্রিয়-বালায়,
কলঙ্কের মালা দিনু তুলে—
শুদ্ধ ভৃগুকুলে ।
মূলে ভুল করেছি আপনি!
আপনি আবার করিব শোধন ।
কোমলে কঠিন হতে হবে,
পারিজাতে গরল ভেটিবে,—
জগৎ দেখিবে জীবচক্ষে,
ভোগাসক্ত প্রাণী কত মহাত্যাগী
আরেরে অভাগি !
অদৃষ্টের চিররুদ্ধ দ্বারে—
সত্য তুই ঘোর কলঙ্কিনী ।
রেণুকা । জ্বলে মরি, গুমরি গুমরি,
নাহি জ্ঞান দিবসশর্ব্বরী,
দূর হতে পদে ধরি উদ্দেশে তোমার,
ত্বরা নাশ বিকার আমার ।

স্পর্শিবে না পাতকিনী পবিত্র চরণ,
তপোধন করুণার উচ্ছ্বল জাহ্নবী !

জমদগ্নি। বড় ভালবাসিতাম, তোরে রে রেণুকা,
ভাবিতাম প্রাণের অধিকা।
মূঢ় অকিঞ্চন, প্রণয়-মদিরা পানে,
মন্দারের অমৃত লভিত তোর সনে,
এ তপোজীবনে যেন শুনিত সে স্বরগের গান !
ভুলিবনা, অবশ্যই তার দিব প্রতিদান,
প্রায়শ্চিত্ত করিব বিধান।
কোথা মোর পুত্রচতুষ্টয় !
ত্বরায় দর্শন দাও আসি।

রেণুকা। কি গম্ভীর স্বর, কি উদাত্ত বাণী !
স্বর্গ মন্দাকিনী যেন—
হৃদয়-শ্মশান-চুল্লি করিল নির্ব্বাণ।
পারিল না পাতকিনী তার রাখিতে সম্মান,
একটুকু দিয়ে পারিল না নিতে সিন্ধু পরিমাণ।

(পুত্র চতুষ্টয়ের প্রবেশ)

পুত্রচতুষ্টয়। কিবা আজ্ঞা পিতঃ !
কোন্ কার্য্যে করিলে আহ্বান ?

জমদগ্নি। এতাবৎকাল দীক্ষা শিক্ষা দিয়েছি সবায়,
দাও পুত্র, পরীক্ষা আমায় এবে।

পুত্রচতুষ্টয়। করুন আদেশ।

জমদগ্নি। তোমাদের বিপন্না-জননী,

কার্য্যবশে পাতকিনী আজ,

প্রায়শ্চিত্ত যাচে নিজ মুখে,

প্রায়শ্চিত্ত তার পুত্র-করে শিরশ্ছেদ!

রাম নাই ঘরে, তোমরাই আছ চারিজন,

তাই কহি বাছাধন, জননীর মহাপাপ নাশে,

যে পার সে কর মোর আদেশ পালন।

কেন পুত্র, করিলে মস্তক নত?

১ম পুত্র। পিতঃ! এ যে অযথা আদেশ!

পুত্র হ'য়ে মাতৃশির কেমনে ছেদিব?

যাঁর গর্ভে লভি জন্ম দেখিনু ধরণী,

যে জননী—এক দিন, দুই দিন নয়,

দশ মাস দশ দিন হায় ধরিয়া জঠরে,

বাঁচালেন মোরে রক্ত দিয়ে তাঁর,

পরে যিনি ক্ষীরধার স্তন্য করি দান,

শিশুপ্রাণ রক্ষিল আমার—

কভু অনাহার, কভু অনিদ্রায় রোগিণীর সম—

রুগ্নশয্যাপার্শ্বে মোর করিত গো যম সহ রণ—

এ কেমন—তাঁহারে বধিব?

পিতা, কেবা বল জানিত তোমারে,

মাতা যদি নাহি চেনাত তোমায়,

সে মাতায় পুত্র হ'য়ে হায় করিব সংহার ?
কহ পিতঃ ! কার হেন বিধি ?
"জনকো জন্মদানত্বাৎ পালনাচ্চ পিতা স্মৃতঃ।
গরীয়ান্ জন্মদাতুশ্চ সোঽন্নদাতা পিতা মুনে॥
বিনাশান্নশ্বরো দেহো ন নিত্যঃ পিতুরুদ্ভবঃ।
তয়োঃ শতগুণে মাতা পূজ্যা মান্যা চ বন্দিতা।"
মাতা স্বর্গাদপি গরীয়সী।

জমদগ্নি। মাতা স্বর্গাদপি গরীয়সী
মহিয়সী পুণ্যময়ী শক্তির প্রতিমা,
সন্তানের নিরুপমা দেবী আরাধিতা,
কি আছে অন্যথা ইথে!
কিন্তু পুত্র, পুন্নাম-নরক-বারী স্বর্গের সোপান,
পায় পরিত্রাণ পুত্র হ'তে পিতামাতা,
সে পুত্র তোমরা যদি মাতৃপাপনাশে,
অনায়াসে কর হেলা পিতৃ-অনুসার।
ভাব হয় কিনা ব্যাভিচার কর্ত্তব্যের মাঝে।
কর পুত্র, কর্ত্তব্য পালন।

পুত্রগণ। পিতঃ! পারিব না পালিবারে—
হেন কঠোর আদেশ।

জমদগ্নি। আরে পুত্র, আদেশ কঠোর নহে মোর,
কর্ত্তব্য কঠোর মাত্র মানি।

পুত্রগণ। অক্ষম আমরা পিতঃ।

জমদগ্নি। অক্ষম, নীচাত্মা, যদি কর্ত্তব্য পালিতে,
তবে ব্রহ্মকুলে কেন কালিমা লেপিতে—
কর্ম্মক্ষেত্রে ভ্রম হয়ে দেহধারী ?
জড় অকর্ম্মণ্য পাষাণেতে হও পরিণত।

পুত্রগণ। যাই ! যাই !

(পতন ও পাষাণ হওন)

রেণুকা। পাপিনীর নাহি হ'ল ত্রাণ—
অযোগ্য সন্তান হ'ল কর্ত্তব্যবিমুখ !
দগ্ধ ভাগ্যে সুখ আছে কোন্ কালে ?
এ অকূলে কর ঋষি,
কর গুরু—পতিতা উদ্ধার !
হই ক্ষার জীবন্তে জ্বলিয়ে—
তীব্র অনুতাপানলে।

(পরশু-হস্তে রামের প্রবেশ)

রাম। মা,—মা, পুণ্যবতী—ভগবতী !
পশুপতি-প্রসাদ লভিয়া পরশু লইয়া—
রাম তোর ফিরে এল ঘরে।
আয় ও মা, কর আশীর্ব্বাদ,
এবে যত সাধ মিটাব জননি।

রেণুকা। আয় রাম প্রাণাধিক !
কর লাভ কীর্ত্তির কিরীট,

ব্রাহ্মণ-দুর্গতি বৎস ! করিও মোচন ।

কর গুরু, রামেরে আদেশ !

পাপ শেষ হউক আমার ।

জমদগ্নি । কর পুত্র !

পিতৃ আজ্ঞামত মুক্ত জননীরে ।

ভ্রমে পাপ-নীরে মজ্জিতা রমণী,

প্রায়শ্চিত্ত তার পুত্র-করে মস্তক-ছেদন ।

অশক্ত হইল তব ভ্রাতৃগণ,

তুমি রাম সুনিষ্ঠ কর্ত্তব্যপরায়ণ,

কর মাতৃশিরশ্ছেদি কর্ত্তব্য পালন ।

রাম । (স্বগতঃ) একি পিতা, করেন আদেশ ?

ভাল ব্যোমকেশ ! পরশু দানিলে ?

দিলে ভাল তার অগ্রে কার্য্যভার,

মাতার করিতে হবে মস্তক-ছেদন !

ভগবন্ ! এ কি বিড়ম্বনা !

পরীক্ষা না করিছ ছলনা ?

ক্ষত্রমেধ মহাযজ্ঞে যবে,

হবে পৃথ্বী লোহিতবসনা,

প্রার্থিবে করুণা লক্ষ লক্ষ নরনারী আকুলনয়নে,

চাহি মম পানে, 'দাও রাম প্রাণ ভিক্ষা' বলি,

সেই কালে রামপ্রাণ হবে করিতে পাষাণ,

তাই কিহে রাম-করে মাতৃপ্রাণ বিনাশিয়ে—

করিতেছ পরীক্ষা তাহায় ?
মা মা তোর গর্ভে লয়েছি জনম,—
কেন এল মায়া ? আরে মায়া ;
দূর হও রামহৃদি হ'তে।
কর্ত্তব্য পালিতে অশক্ত হইল মম ভ্রাতৃগণ—
মাতৃস্নেহপাশে হইয়ে বন্ধন !
মাতা শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু পিতা হ'তে মাতা শ্রেষ্ঠ নয় !
শ্রুতি কয় 'আত্মৈব জায়তে পুত্র'
পিতৃ-আত্মা—পুত্র আমি—আমার মূরতি,
সেই পিতাপুত্র অভিন্ন অভেদ।
পিতা হ'তে মাতৃগর্ভে আমার জনম,
পিতা হ'তে দেখেছি ভুবন,
পিতা যদি না করিত জন্মদান,
তবে মাতা বলি কে জানিত ধরায় ?
ভরণপোষণ পিতা করেন মাতায় ;
মাতা নমে পিতৃপায় !
মাতা হয় মম গুরু—
পিতা মাতৃগুরু,
গুরু হতে গুরু পিতা !
তাই মাতা হ'তে পিতা শ্রেষ্ঠ মানি,
বেদবাক্য হ'তে পিতৃ-আজ্ঞা মহৎ বাথানি।
তাই "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।

পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ” ॥

পিতা—পিতা, বল- বল,

এই কি গো কর্ত্তব্য আমার ?

জমদগ্নি। এই রাম কর্ত্তব্য তোমার।

রাম। তবে আয় আয় কর্ত্তব্য-জহ্লাদ !

রুদ্রশক্তি জাগায়ে হৃদয়ে,

কর্ কর্ত্তব্যের জ্যোতিদীপ্ত পরশুরে আজ।

দেখ বিশ্বলীলায়িত সংক্ষুব্ধ নয়নে,

সুরভিরমিত দূর ছায়াপথে থাকি—

হের দেবগণ, করিছে পালন রাম পিতৃ-আজ্ঞা আজ—

মাতৃরক্তে সুরঞ্জিতা করিয়া মেদিনী।

(রেণুকার মস্তক ছেদন)

জমদগ্নি। এই মহাযজ্ঞের কুণ্ডে মহাপরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হইলে রাম ! লও বর, তব পিতা জমদগ্নিপাশে !

রাম। রামকার্য্যে তুষ্ট যদি পিতা,

তবে দেহ বর মাতাসহ ভ্রাতার জীবন !

জমদগ্নি। তথাস্তু।

(রেণুকা ও পুত্র চতুষ্টয়ের পুনর্জীবন লাভ এবং

জমদগ্নিকে প্রণাম)

ঐকতান বাদন।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কার্ত্তবীর্য্য, বল্লরী, চন্দ্রকেতু, সৌবিরাধিপতি, সৌরাষ্ট্রাধিপতি, চেদিরাজ প্রভৃতি রাজগণ, শৃঙ্খলাবদ্ধ জনৈক বৈশ্যের নেতা ও জনৈক শূদ্রের নেতা আসীন।

কার্ত্তবীর্য্য। (স্বগতঃ) তেজস্বিনী বীরবালা ক্ষত্রকুলের কীর্ত্তি-ধ্বজা, না না, পিশাচী—পিশাচী! মনে ক'র্‌তেও ভয় হয়! দূর ছাই ভাব্‌ব না। (প্রকাশ্যে) কি হ'য়েছে বল্লরি!

বল্লরী। এই দেখুন না মহারাজ! সমাজ মাটি কর্‌বার কর্ত্তা কারা? আপনি ত আর ব্রাহ্মণের শাসন ছাড়া অপর কিছু দেখেন না! বেটার বৈশ্য হল চালনা ছেড়েছে, বেটার শূদ্র—তিনি আর কারো চাকরী কর্‌বেন না! আঃ, কি বল্‌ব, আমার হাতে রাজশক্তি নেই, তা না হ'লে বেটাদের মুণ্ড কেটে গায়ের জ্বালা মিটতুম।

চন্দ্রকেতু। সত্যই সম্রাট্‌, এক ব্রাহ্মণের অধোগতি করায় সমাজের এই বিষম ভাব-বিপর্য্যয় ঘটেছে।

কার্ত্তবীর্য্য। ভগবানের বিশ্বরাজ্যে সকলেই তাঁর সন্তান, আমরা সকলেই ভাই, ভাই! সব সমান, সব সমান! দ্বেষাদ্বেষ—

ভেদাভেদ কিছুমাত্র নেই। আমি সাম্যবাদী। সাম্য নীতিরই সম্পূর্ণভাবে পূজা করি। (স্বগতঃ) সুমুখা দেবী না মানবী!

বল্লরী। কি বল্‌ছেন মহারাজ! নানা ভাবনা-চিন্তায় আপনার মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে দেখ্‌ছি। এ সকল কথায় আপনি থাক্‌বেন না।

কার্ত্তবীর্য্য। কি বৈশ্য, তোমার কি বক্তব্য? কিসে তুমি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ কর্‌তে চাও?

বৈশ্যের নেতা। নরনাথ! যদি ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যরক্ষা ক'রে ব্রাহ্মণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ কর্‌তে পারে, তাহ'লে আমরা ক্ষত্রিয়াপেক্ষা কিসে হীন, কিসে নীচ, কিসে হেয়? আমরা শীতগ্রীষ্মবর্ষা উপেক্ষা ক'রে দারুণ ক্লেশে হলচালনা ক'রে থাকি এবং সেই পরিশ্রমের ফলে শস্য উৎপন্ন হয়। সেই শস্যে সমুদায় জগতস্থ জীব জীবন রক্ষা করে, সুতরাং একপক্ষে আমরাই ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণেতর জাতিগণকে সম্পূর্ণ রক্ষা ক'রে আস্‌ছি, তাই আমাদের এই দাবী।

কার্ত্তবীর্য্য। যুক্তিপূর্ণ কথা বটে।

বল্লরী। তবেই হয়েছে! 'যুক্তিপূর্ণ কথা কি মহারাজ! ও বেটারা যদি হল চালনা নাই করে, তাতে আমাদের সমাজের ক্ষতি বৃদ্ধি কি হ'তে পারে? টাকা দিন, আর রাজশক্তিটার কতক দিন, কুকি, গারো, ভিল, সাঁওতাল যত অসভ্য, এমন কি ম্লেচ্ছগণকেও সব জেতে তুলে নোব। সমাজ কোন কথা বলে, প্রথম টাকা, তাতে যদি না হয়, তার পর গুঁতোর চোটে বাবা বলাব, তবে

ছাড়ান বাবা! যা বেটারা রাজ্যি থেকে দূর হ, দূর হ, বেরও বেটারা বের। সব বেটাদের হল কেড়ে নাও, চাবুক লাগাও, রাজ্য হ'তে খেদাও।

শূদ্রের নেতা। তা মশায়! আপনারা যা ইচ্ছা তাই করুন, কিন্তু আমরা আর দাসত্ব কর্‌ব না। কেন না ক্ষত্রিয়েরা যদি মাত্র রাজ্যরক্ষা ক'রে ব্রাহ্মণের চেয়ে বড় হয়, আর বৈশ্যেরা যদি মাত্র হলচালনা ক'রে শস্যোৎপাদনের জন্য শ্রেষ্ঠ হয়, তাহ'লে আমরা নিশ্চয়ই তাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তারও কারণ দেখাচ্ছি, ক্ষত্রিয়ের একমাত্র বাহুবল, আর বৈশ্যের এক মাত্র আহার্য্য বস্তু উৎপাদনের শক্তি, তদ্ভিন্ন তাঁদের আর কার্য্য নাই। কিন্তু এই শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিন জাতিরই বিহার নিদ্রাদি বহু ভোগ্য বিষয়ে সহায়তা এবং সেবাদ্বারা জীবনক্ষয় পূরণ ক'রে আস্‌ছে। সুতরাং শূদ্রেরই শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ দাবী। মহারাজ! বিচারক, বিচার করুন।

বল্লরী। শুন্‌চেন মহারাজ! পাতের এঁটো চাটা কুকুরের কথা! বের' বেটা, বের'। রাজ্য থেকে দূর হ। হ'ল কি? হায়, হায়, হায়, হ'ল কি?

কার্ত্তবীর্য্য। যে যার শক্তিবলে প্রাধান্য লাভ করুক, এই সাম্যবাদী—ন্যায়বাদী রাজার বাক্য।

চন্দ্রকেতু। মহারাজ! এতেই সমাজ-বিভ্রাট ঘটেছে। এ সমাজ-ব্যভিচার অর্থে বা রাজশক্তিতে কিছুতেই দূর হবে না। তজ্জন্যই আমি ক্ষত্রিয়প্রাধান্যের প্রধান আপত্তি করি। দেখুন

সেই ক্ষত্রিয়প্রাধান্যের পরিণতি! এক ব্রাহ্মণকে হীন ক'রে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য বলবান কর্‌তে গিয়ে দেশের কি দুর্গতি ঘট্‌ছে। আমাদের দেশের সমাজ অধিকার-সূত্রে আবদ্ধ। সেই অধিকার-সূত্র ছেদনেরই এই ফল।

কার্ত্তবীর্য্য। কখনও স্বীকার করি না। ব্রাহ্মণ যে গুণে শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা অন্য কোন জাতি তদ্‌গুণশালী বা তদপেক্ষা অধিক গুণশালী হ'লে সে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হবে কেন? ভগবান এক জাতির মধ্যে গুণ সন্নিবেশ করেন নাই, তাহ'লে তাঁকে পক্ষপাতী বিধাতা বলা হয়।

বল্লরী। আমি মহারাজ, ও বিধাতা টিধাতার ধার ধারি না, আমি বুঝি অর্থ আর সামর্থ্য। এক অর্থে শ্রেষ্ঠ—না হয়, সামর্থ্যে শ্রেষ্ঠ। তা রাজা দুই দিকেই শ্রেষ্ঠ। কারণ রাজার অর্থ ও সামর্থ্য দুইই অধিক। সুতরাং জগতে রাজা যা কর্‌বেন, তাই হবে। আর রাজার জাতি সর্ব্ব জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি যান মহারাজ, আমি ও সকল কথা ভাল করে মাথায় নিয়েছি।

চন্দ্রকেতু। ব্রাহ্মণ! এখনও সমগ্রজাতিকে আপনাদের স্বস্ব অধিকারভুক্ত থাক্‌তে পরামর্শ দান করুন। এখনও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য দান করুন! তাঁদের অধিকারে সহায়তা করুন! নিজেরা আপনার অধিকার-গণ্ডীর মধবর্ত্তী হ'ন! তখন দেখ্‌বেন, সব শিথিল হ'য়ে আস্‌বে। কোন কার্য্যে আর বিশৃঙ্খলা থাকবে না। কেউ আর মস্তকোত্তোলন কর্‌তে পার্‌বে না! নতুবা সব যাবে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে ব্যভিচার ঘটালে আর্য্যধর্ম্মের আসন টল্‌বে! শেষে

আর আপনারাও স্থান পাবেন না। সকলকেই ধ্বংসের অভিমুখে যাত্রা কর্‌তে হবে।

কার্ত্তবীর্য্য। ধ্বংস হই হব, তথাপি কার্ত্তবীর্য্যের রাজত্বে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য থাক্‌বে না। বল্লরি, তুমি যা বোঝ, তাই কর, আমি ক্রমেই বিরক্ত হচ্চি। এ সব গোলযোগ কেন? চেদিরাজ, সৌবিরাধিপতি, সৌরাষ্ট্রাধিপতি, সকলেই আছেন, যা ভাল বুঝেন, সেই কার্য্য করুন। আমাকে ঐ সকল কার্য্যে জড়িত রাখ্‌বেন না। আমি চাই শক্তিপূজা! যার শক্তি অধিক, সেই জগতে সম্মানীয় হবে, তাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র নাই।

(কতিপয় শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্রাহ্মণকে লইয়া কিষণলালের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণগণ। মধুসূদন! রক্ষা কর। মধুসূদন! রক্ষা কর।

১ম ব্রাহ্মণ। মহারাজ! নিরপরাধ ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করুন।

চন্দ্রকেতু। মহারাজ, মহারাজ, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ, বর্ণমণি। ক্ষত্রিয়-রাজসভায় তাঁদের বন্ধন ক'রে আনয়ন—ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ। ঠাকুর, পদধূলি দিন, মহারাজের প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন না।

(পদধূলি গ্রহণোদ্যত)

কার্ত্তবীর্য্য। কি দুর্ব্বৃত্ত ব্রাহ্মণদাস চন্দ্রকেতু! আমার সম্মুখে ব্রাহ্মণের সম্মান! নরাধম! এত স্পর্দ্ধা তোমার! (পদাঘাত) দূর হও, দূর হও, আমার রাজ্য হ'তে দূর হও। বল্লরি! দুরাত্মা

ব্রাহ্মণগণের উপবীত আর শিখা ছেদন ক'রে রাজ্য হ'তে এই মুহূর্ত্তে দূর করে দাও।

চন্দ্রকেতু। ব্রাহ্মণ, ভয় নাই! এ অপমানে ভগবানেরও বুকে আঘাত লেগেছে। মহারাজ, এ জীবনে এর চেয়ে কখন অপমানিত হইনি, রাজ্য হ'তে বিদূরিত হচ্চি, তবু আপনার মঙ্গলের জন্য বল্‌ছি, ব্রাহ্মণ-অপমান ধ্বংসের লক্ষণ! এখনও এঁদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

(দ্রুতপদে প্রস্থান)

বল্লরী। ঐ ত রোগ দাঁড়িয়েছে! ঠিক হয়েছে! যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল হয়েছে। কিষণলাল, দাঁড়িয়ে কেন? বেটাদের সব পৈতে ছিঁড়ে, টিকি কেটে ছেড়ে দে। নে কিষণলাল, কাঁচি নে।

১ম ব্রাহ্মণ। দয়াময় মধুসূদন! ব্রাহ্মণদুর্গতি দর্শন কর প্রভু!

বল্লরী। দর্শন কর্‌ছেন! নারায়ণ তোদের ঘরের বাবা কি না? কিষণলাল, দাঁড়িয়ে রৈলি যে?

কিষণলাল। দাঁড়িয়ে থাক্‌ব না ত কি কর্‌ব দাদাঠাকুর! স্বয়ং মা মহারাণী আর রাজপুত্র ত এই সব বামুনেরই পায়ের ধূলো নিয়ে কত কাকুতি মিনতি কর্‌লেন।

কার্ত্তবীর্য্য। কি, কি বল্‌লে কিষণলাল? রাজ্ঞী আর পুত্র আমার বিরুদ্ধবাদী? উত্তম, আমি এই ক্ষণেই তার প্রতিকার কর্‌ছি। বল্লরি! আমি আজ হ'তে এ সম্বন্ধে তোমায় সম্পূর্ণ রাজশক্তি প্রদান কর্‌লুম। তুমি যা ভাল বোঝ, তাই কর। আমার অসহ্য যন্ত্রণা হচ্চে। আমি চল্লুম, সাক্ষাৎ কর'। ব্রাহ্মণের

আধিপত্য নষ্ট করা চাই। দেখি রাণি! দেখি কুলাঙ্গার পুত্র, তোমরা কিরূপে আমার সম্মান নষ্ট করতে সাহসী হ'য়েছ?

(প্রস্থান)

বল্লরী। তবে আর কি কিষণলাল! লাগাও, বেটাদের সব চাবুক লাগাতে লাগাতে বিদেয় কর। সব বেটার ঘরে দোরে আগুন লাগিয়ে দাও! রাজশক্তিই শ্রেষ্ঠ!

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ

(মণিমান ও মধুমতির প্রবেশ)

মণিমান ও মধুমতি। গীত

ভূদেব ব্রাহ্মণ তোমায় কোটী নমস্কার।
পাই না খুঁজে ভবের মাঝে তোমার সমান একটী আর॥
তুমি অমরার শান্তি ধরায় এনেছ, স্বরগের সুধা কথায় ঢেলেছ,
উদারতা তৃপ্তি নরে শিখায়েছ, মূর্ত্তিমান দেব ক্ষমা-অবতার।
তোমার পদের রেণু মাখ্‌লে গায়ে, ঘুচে যায় সব মনের বিকার॥

(কার্ত্তবীর্য্য ও মনোরমার প্রবেশ)

কার্ত্তবীর্য্য। কেন রাণি! দীক্ষা শিক্ষা তুমি—
দাও নাই পুত্রে কুলাঙ্গারে?

অশিষ্ট সন্তান নাশে মম মান,
ব্রাহ্মণ-সম্মান করি যথা তথা।
তুমি তার মাতা দেখনাক তারে।
যাক্, প্রচার সংসারে মহাসতী তুমি,
ভাল সতি, পতিবাক্য রাখ,
লও, ধর লৌহের শলাকা,—
পাপাত্মার চক্ষুতারা কর উৎপাটন।

মনোরমা। এযে প্রভু, অযথা আদেশ!
হে প্রাণেশ, রোষ পরিহর,
পিতৃধর্ম্ম পুত্রে ক্ষমা।

কার্ত্তবীর্য্য। ভাল সতি, পতির অন্যায় ধর!
সতীত্বের এই কি গরিমা?
পারিবে না? পতিভক্তি হ'তে পুত্র স্নেহ সমধিক?
কিন্তু কর্ত্তব্য অধিক প্রিয় মোর,
তুচ্ছ তাহে পত্নীপুত্র-ভালবাসা!
যে ব্রাহ্মণে আমি কীটসম গণি,
পুত্রসহ তুমি তারে করহ সম্মান?
মোরে কর অপমান, গৃহপোষা কালভুজঙ্গিনী?
রাণি! রাণি! প্রায়শ্চিত্ত হোক্ তার!
আরে কুলাঙ্গার, বংশজীর্ণ কীট,
কে শেখাল তোরে ব্রাহ্মণ দেবতা ব'লে?
কেবা দিল ব'লে পদধূলি লইতে বিপ্রের?

মণিমান। যে শেখাল পিতা,—আরাধ্যা জননী,
পূজনীয় তুমি আর আর গুরু মহাত্মন্!
সেই মহাজন শিখাল আমায়,
এ সংসারে ব্রাহ্মণ পরম গুরু।
ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণে নহে ভিন্ন কভু।

গীত

পিতা গো সে যে তোমার আমার তরে।
সর্ব্বত্যাগী মহাযোগী রাখে না ভোগবাসনা অন্তরে॥
লোকালয় ত্যাগ করি, ফলমূলে প্রাণ ধরি,
নিভৃত কুটিরে ব্রাহ্মণে কিনা করেছে পিতা,
ন্যায়-দর্শন, কাহার দর্শন, ভুবনে কে বল দেখালে পিতা,
অবিদ্যার মোহে সবে অন্ধ ছিনু, নয়ন বল কে ফুটাল পিতা,
এমন ব্রাহ্মণ প্রতি, না করিলে ভক্তি-মতি,
কিবা গতি হবে গো বল না,
পিতা ব্রহ্মভক্তি কৃতজ্ঞতা তাও কি জান না,
তাই ব্রাহ্মণ-পদধূলি রাখি শিরে ধ'রে॥

কার্ত্তবীর্য্য। পাপমতি, ব্রাহ্মণে যদ্যপি,—
অপার্থিব অবিদ্যার তরে দানিল নয়ন,
তবে কৈনু উৎপাটন এই তোর আঁখি,
দেখি আসুক ব্রাহ্মণ,
পার্থিব নয়ন করুক প্রদান তোর।

(মণিমানের চক্ষু উৎপাটন)

মনোরমা। হায় হায় রাজা, কি করিলে?
স্নেহ-ধর্ম্ম সব বিসরিলে,
পুত্রঘাতী হ'লে, না দেখিলে সন্তানের মুখ!
হা কঠিন! কি কঠোর অন্তর তোমার,
হা কুমার, হা কুমার! (ধারণ)

কার্ত্তবীর্য্য। দূর হও দুশ্চারিণি।

মধুমতি। ওমা কোথা যাব,
ওমা, ওমা, দেখ, দেখ,
মণির কি হইল তোমার!
হায় মণি, কত না যাতনা পাও?

কার্ত্তবীর্য্য। তুমি নয় লও কতক যন্ত্রণা!
পারিবে না ভাবী পুত্রবধূ?

মধুমতি। রাজা, রাজা, দিওনাক আর টিটকারি,
পারি পারি, সব পারি মণিতরে।
মণি যে আমারে ভালবাসে,
আমি যে মণিরে ভালবাসি।
ভাই মণি, অন্ধ হইয়াছ তুমি,
আমি হব তোমার সঙ্গিনী!
দেখ নরমণি,
হ'তে পারি কিনা আমি মণির সমান।
(নিজ চক্ষু উৎপাটন)

মনোরমা। কি করিলি, কি করিলি, অবোধ বালিকে!

কার্ত্তবীর্য্য। দূর হও রাণি! এখনও ভাল যদি চাও,
চক্ষু অন্তরালে যাও,
নয় পুত্রপত্নীহত্যা আজ—
সব আমায় সম্ভবে।

মনোরমা। না, না নৃপ, হত্যা কর মোরে।
না বলো পুত্রেরে কিছু আর।
হায় হায় কি হইল আমার।
সোণার স্বামীরে মোর কে করিল পর?
হায় বিধি, একি বিধি লিখেছিলে ভালে?
আয় ওমা কোলে, আয় মণি, আয় ধীরি ধীরি।

(মধুমতিকে ক্রোড়ে গ্রহণ ও মণির হস্তধারণপূর্ব্বক প্রস্থান)

কার্ত্তবীর্য্য। আমি যার অরি,
পুত্র হ'য়ে তারি করিছে সাধনা!
হেন পুত্র থাকা চেয়ে অপুত্রক শতগুণে শ্রেয়।

(দ্রুতপদে প্রস্থান)

(বল্লরীর প্রবেশ)

বল্লরী। না, রাজাটা একেবারে গেছে। সেই সুমুখা ছুঁড়িটা না হ'লে রাজা পাগল হয়ে যাবে দেখ্‌ছি। এ বাবা প্রেম-বিকারের পূর্ব্ব লক্ষণ। তাইত মাগী গেল কোথা? শুনেছি মাগী মায়াবিনী। রাজাকে হাত ঠোঁট কেটে দিয়ে আবার সেই হাত ঠোঁট জুড়ে

রাজার কাছ থেকে সরেছে। যা কর, কিন্তু আমি বল্লরী ঠাকুর, আমি তোমায় ধর্‌বই আর আন্‌বই। বাবা মেয়েমানুষ, তোমাকে আমি বেমালুম বুঝে ফেলেছি। তুমিই পুরুষ নিপাতের ব্রহ্ম অস্ত্র। তোমার সব যাদু, সব যাদু! তা না হ'লে কাটা হাত আবার জোড়া লাগে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

গিরি-শিখরস্থ ব্রহ্মকুণ্ডের সম্মুখস্থ পথ

(উন্মত্তভাবে পরশুরামের প্রবেশ)

রাম। কি করি, কোথায় যাই, কোথায় পাই স্থান,
মাতৃঘাতী আমি রাম।
অহো মাতৃহত্যা পাপ কি ভীষণ!
পিতৃ-আজ্ঞামতে করিলাম মাতারে নিধন,
পুনঃ পিতৃবরে,
লভিলাম ভ্রাতাগণসহ মাতার জীবন।
করিলেন মাতা সন্তানে মার্জ্জনা,
তবু কিনা হায় মাতৃহত্যা মহাপাপে পরশু আমার,
স্খলিত না হয় কর হ'তে!
বুঝিলাম এ জগতে মাতৃহত্যা হ'তে—

নাই গুরুতম পাপ আর।
প্রায়শ্চিত্তে—তীর্থে সর্ব্ব পাপ হয় ক্ষয়,
কিন্তু হায় দুর্ম্মোচ্য অক্ষয় মাতৃহত্যা মহাপাপ!
কিসে মুক্ত হই মাতৃহত্যা পাপে?
গেনু ব্রহ্মলোকে স্রষ্টার গোঁসাই পাশ,
পাইলেন ত্রাস, কহিলেন ভয়ে ভয়ে তিনি,
"নাহি জানি মাতৃহত্যার প্রায়শ্চিত্ত-বিধি।"
যাইনু কৈলাসে উমাপাশে বসিয়া ত্র্যম্বক
পাপীর অন্তকরূপী, কহিলেন সঞ্চারি ভ্রুকুটি,
"যাও রাম মাতৃহন্তা, কৈলাসে না পায় কভু স্থান।"
যাই কোথা, কেবা বলিবে সন্ধান? মাতৃহত্যা—
পাপে কিসে পাব ত্রাণ? কে দিবে বিধান—
প্রায়শ্চিত্ত কিবা তার?
চমৎকার! গিরির উপরে,
বিহরে কে ব্যাধিগ্রস্ত নর?

(গিরিশিখরে জনৈক কুষ্ঠাক্রান্ত ব্যক্তির প্রবেশ)

কুষ্ঠগ্রস্ত ব্যক্তি। এই তুমি ব্রহ্মকুণ্ড ব্রহ্মার নন্দন!
নির্জ্জন গহ্বরমাঝে? পুণ্যতোয়, বিরাজ এখানে?
নরাধমে এতদিনে দিলে দরশন?
দয়াময়—সনাতন, মহাব্যাধি কুষ্ঠরোগে ঘেরেছে আমায়,
যন্ত্রণায় প্রাণ ফেটে যায় কর দেব মুক্ত মোরে।

(জলে অবতরণ, স্নান ও পুনরুত্থান—নবদেহধারণ)

অহো হের হের কুণ্ডের মহিমা !
মরি মরি স্পর্শি বারি ধরি নব কলেবর।
নিরাময় হইনু সত্বর—ঘুচে গেল সব ক্লেশ।
অশেষ করুণাধর, নমঃ নমঃ শ্রীচরণে।

(প্রণাম ও প্রস্থান)

(মঞ্জুষার প্রবেশ)

মঞ্জুষা। ভগবান্ রোদন সম্বর,
পরিহর মায়ার ছলনা,
এখনও বোঝ না কেবা তুমি রাম !
কোন্ হেতু জন্ম তব ?
পুণ্যময়, তোমারও মাতৃহত্যা-পাপ !
না না—হরি, তুমি যে হে মানব সেজেছ,
তাই কি কাঁদিছ মাতৃভক্তি শিখাতে মানবে ?
কিন্তু প্রভু, এ ত শিক্ষা নয়,
কর্ত্তব্যতা হয় সর্ব্বোচ্চ মহান্,
পাপপুণ্য তাতে কিবা ? আপনার প্রাণ—
নয় তাহার সমান কভু।
বুঝিবে না ? তবু বুঝিবে না ?
ত্যজিবে না এখন ছলনা,
তবে এসনা এসনা প্রভু, হ'বে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নাত,

মনোমত আশা পূরিবে এখনি।

রাম। এসেছিস্ ওমা! অতি ভীত হয়েছি জননি!

মহাপাপী আমি মাতৃহত্যাকারী,

ধরা'পরি নাহি স্থান গো আমার!

অপার করুণাময়ি! চল্ চল্ চল্।

দেখি মাতঃ, কত পূত ব্রহ্মকুণ্ডজল।

(গমন, স্নান, পরশু উন্মুক্ত হওন ও পুনরুত্থান)

ধন্য ধন্য ব্রহ্মকুণ্ড তুমি!

পুণ্যময়, তব পূত জলে—

মাতৃহত্যাকারী মহাপাপী রাম—

মুক্ত হ'ল আজ ঘোর মহাপাপে।

পুণ্যময় ওহে কুণ্ড, দাও পরিচয়।

(কুণ্ড হইতে ব্রহ্মপুত্রের আবির্ভাব)

ব্রহ্মপুত্র। ব্রহ্মার নন্দন আমি খ্যাত হই ব্রহ্মপুত্র নামে,

পাপ-বিনাশনে আমার জনম নারায়ণ!

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ আমি,

কিন্তু ভাগ্যদোষে মর্ত্ত্য হতে—

বহু দূরে রয়েছি পতিত।

রাম। পতিত-তারক! পতিত উদ্ধারে—

যদি এ সংসারে উৎপত্তি তোমার,

তবে এ নিভৃত গহ্বরে কেন সংগোপনে,

চল মর্ত্ত্যধামে তারিতে ধরার জীব।

ব্রহ্মপুত্র। হায় প্রভু বদ্ধ আছি ভীষণ পাষাণে।
মুক্ত হ'তে নারি, হে মুরারি, যাইব কেমনে?

মঞ্জুষা। শক্তিহীন কভু কি ব্রাহ্মণ!
ব্রহ্মার নন্দন তুমি, ভুল কেন আপন মহিমা!
ভাবিও না নিজশক্তি ক্ষুদ্র বলি,
নাহি ভয়—বনমালী আপনি দাঁড়ায়ে।
পূর রাম ব্রাহ্মণ-বাসনা,
তব ইচ্ছা প্রভু, করহ পূরণ,
পূর্ণশক্তি মহামায়া অধীনা তোমার।

রাম। তবে আয় ওমা মহাশক্তি, আয় মা হৃদয়ে,
তোর কৃপাবলে শক্তিহীন নাহি হবে রাম,
কাটিবে পাষাণ সুতীক্ষ্ণ পরশু দিয়া,
যাইব লইয়া মর্ত্ত্যধামে অনায়াসে।
এস প্রভু, এই আমি গিরি কাটি।

(গিরি বিদীর্ণ করণ, গিরিগাত্র হইতে কল কল রবে বারি পতন)

ব্রহ্মপুত্র। জয় জয় রাম ব্রহ্ম সনাতন!
এত দিনে বাঞ্ছাপূর্ণ করিলে ভক্তের।

(অন্তর্দ্ধান)

রাম। চল পুণ্যময় তীর্থরাজ।

মঞ্জুষা। চল ব্রহ্মপুত্র পূততোয় পবিত্র আধার।
আজ হ'তে প্রবাহিত হইবে মরতে।
তব স্পর্শনে দর্শনে পাপী-পাপ যাবে,

রোগমুক্ত হবে, মহিমা যে গাবে—
স্থান পাবে সেই স্বর্গলোকে। (প্রস্থান)

(ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হওন)

(পর্ব্বতবাসিনী ঋষিকন্যাগণের প্রবেশ)

গীত

শ্বেতবারি কে তুমি নির্ঝর।
চলিছ ভঙ্গে বিবিধ রঙ্গে তরঙ্গ সঙ্গে—
ধন্য করিতে কত মরু-গিরি-গ্রাম-নগর॥
তর তর তর গতি মন্থর, ঝর ঝর উদাস স্বর,
যেন স্বর্গের শান্তি আনিছ বাহি—
বিতরিতে দীনহীনে নামিয়ে ধরার 'পর॥
কে তুমি শুভ্রসলিল অমৃতস্রাবি!
বরষি অমৃত কৃতার্থ করিছ পরাৎপর॥

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বনপথ

(তপোদেব ও সুমুখার প্রবেশ)

তপোদেব। আমায় অন্ধকারময় কূপ হ'তে নিয়ে এসে কাজ বড় ভাল করনি মা; রাজার বিরুদ্ধে কাজ করা হয়েছে।

যিনি রাজ্যের রাজা, যাঁর বুদ্ধিতে এই সমগ্র রাজ্য পরিচালিত হচ্ছে, অবশ্যই তিনি কোন মঙ্গল উদ্দেশ্যে আমাকে সেইরূপ শাস্তি প্রদান ক'রেছিলেন। সুতরাং রাজার বিরুদ্ধে কেন এমন কাজ ক'র্‌লে মা।

সুমুখী। ঠাকুর, আমিই যে রাজাকে এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি দেবার একমাত্র কারণ হ'য়েছিলুম। আপনি যে আমা পোড়ামুখী হ'তেই রাজার কোপদৃষ্টিতে পড়ে সেই সকল নিদারুণ দুর্দ্দশা ভোগ কর-ছিলেন। তাই আমি এই কাজ করেছি বাবা!

(বল্লরীর প্রবেশ)

বল্লরী। (স্বগতঃ) আরে মর, এ তপোদেব বেটা আবার কেমন ক'রে এখানে এসে জুটল! এ বেটাও কি যাদু জানে নাকি? ঠিক্ ঠিক্, নৈলে এ ছুঁড়ীটার সঙ্গে পীরিত হল কি ক'রে। (প্রকাশ্যে) আরে বেটা ভূঁইফোড়, বুঝি মরণকাল ঘুনিয়ে এসেছে; বেটা রাজদ্রোহীর শাস্তি জানিস না? ওরে, কে কোথায় আছিস, শীগ্‌গির বাঁধ। কয়েদী পালিয়ে এসেছে, কয়েদী পালিয়ে এসেছে, বাঁধ, বাঁধ।

তপোদেব। কেন ব্রাহ্মণ, পরিশ্রম কর্‌ছ? আমি পালিয়ে আসিনি। তোমারা আমার উপর অত্যাচার কর্‌ছিলে, তাই আমার বাবা শম্ভু এইখানে টেনে নিয়ে ফেলেছেন। এই আবার যাচ্ছি। স্বেচ্ছায় যাচ্ছি, আমি রাজানুগত; রাজার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করব না। ব্রাহ্মণ, তুমি ব্রাহ্মণ হ'য়ে ব্রাহ্মণকে এত হীন ভাব? তোমার চীৎকারেরই আবশ্যক কি? চল তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

আমাকে তোমরা যে বাসস্থান প্রদান করেছিলে, আমি সেইখানেই সাধের কৈলাস বিবেচনা ক'রে অবস্থান করব। এস, তোমরা সঙ্গে এস।

(প্রস্থান)

বল্লরী। (স্বগতঃ) ও বাবা, এ বেটা বলে কি ; ফাঁকির কথা নয় ত ? সঙ্গেও ত যেতে পাচ্ছি না ; ছুঁড়িটাকে যে আবার নিয়ে যেতে হবে। বাবা, ও ছাড়া যায় তো এ ছাড়া যায় না, যাক্ বেটা যাবে কোথা ? সহজে না যায়, চূঁড়ে বার কর্‌ব। নিষ্ঠা ছাড়াব, তবে বল্লরীর অপর কার্য্য (প্রকাশ্যে) বলি সুন্দরি, তেমন সব সুখ ছেড়ে বনে এসে কর্‌ছ কি !

সুমুখা। পরোপকার—আর্ত্তসেবাই এখন আমার ঐহিকের সুখ, আর জীবনের ব্রত। আমার এই অপবিত্র দেহের প্রায়শ্চিত্ত-বিধি।

(প্রণাম)

বল্লরী। (স্বগতঃ) বা, বা, এ যে তপস্বিনী হ'য়েছে দেখছি ! পায়ে লুটিপুটি। (প্রকাশ্যে) তা সুন্দরি, তোমার এই কাজ ?

সুমুখা। কি অন্যায় করেছি ঠাকুর !

বল্লরী। সে কথায় আর কাজ কি, আরে ছি !

সুমুখা। আমি তো কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

বল্লরী। বুঝতে পারছ না ? এমন সর্ব্বনাশ মানুষ হ'য়ে মানুষের ক'রে থাকে ? বিশেষতঃ রাজার সঙ্গে।

সুমুখা। কেন ব্রাহ্মণ, আমি মহারাজের কি করেছি ?

বল্লরী। করেছ কি বুঝতে পারছ না? রাজাটীকে একেবারে পাগলটী ক'রে ছেড়ে এসেছ।

সুমুখা। তিনি আমার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে আমার নিকট যা চেয়েছিলেন, আমি তো তাই তাঁকে দিয়ে এসেছি, তবু কি তাঁর বাসনা পূর্ণ হয় নি?

বল্লরী। ও কথা ছাড় না, দুধের স্বাদ কি ঘোলে মিটে চাঁদ! সবই ত বুঝ ধন! এমন কাজ ক'রলে কেন? দুলাক্ কি চার লাক্ চাই বল্লেই তো মিটে যেত। এখন চল, সব হবে। আর যা পরোপকার-ব্রত ধরেছ, তা সেখান হ'তে সব মিট্‌বে। আরও ভেবে দেখ সুন্দরি! যদি তোমার পরোপকার করাই ধর্ম্ম হয়, তাহ'লে রাজাকে এ অবস্থা হ'তে মুক্ত করাও তোমার প্রধান ধর্ম্ম।

সুমুখা। আমার ধর্ম্ম, রমণীর ধর্ম্ম কি সতীত্ব দান?

বল্লরী। (স্বগতঃ) না এতে বাবা, রাগ থামান যাবে না। ছুঁড়িকে কিন্তু কায়দা করতেই হবে। অন্য ফিকির দেখতে হ'ল! (প্রকাশ্যে) তা, তা—সুন্দরি, তুমি যাই বল, তোমার কিন্তু এ কাজটা করা ভাল হয় নি; তিনি রাজা—

সুমুখা। তিনি রাজা, আমরা তাঁর প্রজা। এক সতীত্ব ভিন্ন তাঁর জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারি।

বল্লরী। এই ত কথা; কিন্তু সুন্দরি—এও ত ভাবা উচিত—যার জন্য তিনি পাগল, তাঁর রাজ্য বিশৃঙ্খল, এমন কি আপনার সোণার চাঁদ পুত্রের চোখ দুটোকে পর্য্যন্ত উপ্‌ড়ে ফেল্‌লেন, সে বিষয়েও একটু ভাবা উচিত।

সুমুখা। কি বল্লে ব্রাহ্মণ, রাজা পুত্রের চক্ষু উৎপাটন করেছেন? কারণ—

বল্লরী। কারণ তার তুমিই। তোমার শোকে তিনি কি আর তিনি আছেন? একেবারে মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে। পাগল, পাগল! হায় হায় ছেলেটার কোন অপরাধ ছিলনি, কেবল বামুণকে ভক্তি কর্‌ত। রাজার তোমার জন্যে মাথা খারাপ, এক কর্‌তে আর ক'রে ফেল্লেন।

সুমুখা। হা হতভাগিনী সুমুখা, দুর্ভাগিনি, তুই কি জগতে পরের সর্ব্বনাশ কর্‌তেই জন্মগ্রহণ করেছিলি? হায়! দুধের ছেলে কুমার মণিমানও আজ আমার জন্য অন্ধ।

বল্লরী। (স্বগতঃ) এই রে ওষুদ এবার ধরেছে। আর এক মাত্রায় ঠিক কাজ কর্‌বে। ছুঁড়ীকে রাজবাড়ীতে নিয়ে গিয়ে—ফেল্‌তেই হবে। (প্রকাশ্যে) হায় সুন্দরি? সে দুঃখের কথা তোমায় জানাবার জন্যই ত এসেছিলাম। ছেলেটা তোমার কথাও মাঝে মাঝে বলে।

সুমুখা। বাছা মণি আমায় কি বলে ব্রাহ্মণ!

বল্লরী। বল্‌বে আর কি, বলে—ছোট মা হতেই আমার চোখ দুটী গেল। তিনি না আসবেন, আর বাবার আমার মাথা খারাপ হবে।

সুমুখা। বাবা মণি, সত্যই ব'লেছিস্, আমি রাক্ষসীই তোদের সর্ব্বনাশের কারণ হয়েছিলুম। ব্রাহ্মণ! আমি একবার রাজ-পুরীতে যাব, আমার মণিকে দেখ্‌তে যাব, বাছা আমার কি অবস্থায় রয়েছে, তাই একবার দেখে আস্‌ব। জীবের সেবাই

আমার ধর্ম্ম, গিয়ে তার সেবা-শুশ্রূষা কর্‌ব, আর রাজাকে একটী কথা ব'লে আস্‌ব। এস ব্রাহ্মণ! চল, দেখি রাজার চিত্ত-বিকার দূর কর্‌তে পারি কি না ?

(প্রস্থান)

বল্লরী। আর মাণিক যাবে কোথা ? তোমায় এখন খাঁচায় পূরেছি! এবার দাঁড়ে বসাব, দুধ ছাতু খাওয়াব, তবে ছাড়্‌ব। বাবা বল্লরীর চালাকিতে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খায়, তুমি ত কোন ছার!

(প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রুগ্নশয্যা
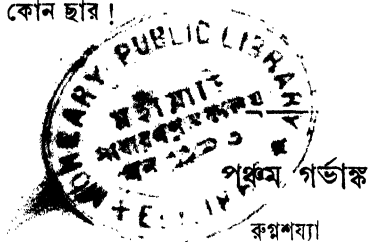
(শয্যায় শায়িত মণিমান ও মধুমতি, পার্শ্বে শুশ্রূষা-রত মনোরমা, বিষণ্ণমুখে কার্ত্তবীর্য্য উপবিষ্ট)

মণি। মা, বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি।

মনো। বল বল কি কর্‌লে একটু সুস্থ থাক, তাই কর্‌ছি।

মধু। মা, জল দাও, আমার বড় তেষ্টা পাচ্ছে।

মনো। (গাত্রে হস্ত দিয়া) ওমা তোরও যে গায়ে আঙ্গার্ ঢেলে দিয়েছে! হায় মা! কেন তুই কিরাতিনীর কাছে এসেছিলি ?

(মনোরমা কর্ত্তৃক জলদান)

মণি। আঃ, বাবাকে ডাক না মা, আমি বাবার কোলে একবার বস্‌ব।

(হস্ত প্রসারণ)

কার্ত্ত। (গাত্রে হস্ত দিয়া) ব্যস্ত হয়োনা মণি, নৃশংস রাক্ষস আমি, আমার কোলে বস্‌তে নেই বাবা!

(রোদন)

মণি। আমার বাবা রাক্ষস হবে কেন গা, দেবতা! তুমি অমন কথা বল্লে, আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌ব।

কার্ত্ত। (স্বগতঃ) শুন্‌ছিস্‌ প্রস্তর! তুই মমতাশূন্য হৃদয়হীন ইন্দ্রিয়ের দাস—তোর আর হিতাহিত জ্ঞান কি? তা না হ'লে কে কোথায় নিজ অজ্ঞান শিশু পুত্রের চক্ষুরুত্তোলন কর্‌তে পেরেছে? এত নির্দ্দয় চণ্ডালের কাজ করেছি, তবু বাছার আমার পিতৃভক্তি অটুট। খর্জ্জুরের শির কর্ত্তনেও খর্জ্জুর সুস্বাদু রস প্রদান কর্‌ছে। এত কি হতজ্ঞান হ'য়েছিলুম? দুরাত্মা কার্ত্তবীর্য্য তুই সব কর্ত্তে পারিস্‌।　　(রোদন)

(সন্ন্যাসিনীবেশে সুমুখা ও বল্লরীর প্রবেশ)

সুমুখা। কৈ আমার মণি ধন! কোথা বাবা তুমি! আহা হা, এই যে আমার সতী মা ব'সে? মা, কোথা তোমার মণি?

(প্রণাম)

মনো। তুমি আবার এসেছ মা! দেখ গো জননি! একবার

এসে আমার সর্ব্বনাশ ক'রে গেছ, এবার আবার কি মনে ক'রে এলে ? এই দেখ, আমার মণির কি অবস্থা হ'য়েছে দেখ।

(রোদন)

(সুমুখার মণির নিকট গমন ও শুশ্রূষাকরণ)

মণি। তোমার হাতটি কি ঠাণ্ডা মা !

কার্ত্ত। কে কোথায় আছ, আমাকে রক্ষা কর, মায়াবিনীকে সংহার কর। সত্যই মায়াবিনী, প্রেতাত্মারূপিণী হ'য়ে আবার আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে এসেছে। নতুবা মৃত প্রাণী পুনর্জীবন পেলে কিরূপে !

সুমুখা। বিস্মিত হ'চ্ছ কেন রাজা ! রমণী একমাত্র সতীত্বের বলে সব পারে। তাই তারা কামময় পুরুষের নিকট মায়াবিনী।

বল্লরী। আর কেন বাবা, সতীত্বের কথা তুল্‌ছ ? ও সব অমন ঢের দেখেছি। মহারাজ ! আপনি ও সবে ভয় ডর পাবেন না, আপনার প্রাণ কি চায়, তাই বলুন, এখন ছুঁড়ী আমাদের কায়দায়।

সুমুখা। কি ব্রাহ্মণ ! আপনি আমার হৃদয় হ'তে ব্রাহ্মণ-শ্রদ্ধা বিদূরিত কর্‌তে চান্ ? তা পারবেন না, দিন্ দিন্ পদ- দিন। (প্রণাম) আশীর্ব্বাদ করুন, তাহ'লে সুমুখা সব পার্‌বে। পাষাণ বুকে রাখ্‌বে, বজ্র মাথায় ধর্‌বে, তবু অভাগিনীর ব্রাহ্মণ-ভক্তি দূর কর্‌তে পারবেন না।

বল্লরী। এ কেমন হ'ল ! মহারাজ, ছুঁড়ীর দিকে যে আর চাওয়া যায় না।

কার্ত্ত। বল্লরী! তুমিই এই সর্ব্বনাশ করেছ, মায়াবিনীকে তুমিই আনয়ন করেছ।

সুমুখা। না রাজা, আমায় ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন নাই। আমি নিজেই কয়েকটি দুর্লভ রত্ন দেখ্‌তে তোমার পুরীতে এসেছি।

মণি। ছোট মা, আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দাও। মা, কেমন ক'রে আমাদের ভুলেছিলে মা!

মধু। আমি তোমার জন্য বড় ভাবি মা!

মনো। মা, তোমার চরিত্র দেখে আমি যে স্তম্ভিত হ'য়ে যাচ্ছি। যদি অভাগিনীর প্রতি শ্রদ্ধা ক'রে এসেছ, তাহলে যে শক্তি-বলে তুমি আজ দেবী হ'য়েছ, সেই শক্তিতে আমার এই দুঃখিনী মেয়ে মধুমতির আর এই অঞ্চলের মাণিক মণিধনের চক্ষুটী যাতে ভাল হয়, তাই কর মা! এর ওষধ দাও মা।

সুমুখা। তার জন্য ভাব্‌না কেন মা, ঐত ব্রাহ্মণ আছেন, ওঁর পাদোদক লও, বৈদ্যের অসাধ্য ব্যাধি নিরাময়ের পরমৌষধি, ঐ বিপ্র-পাদোদক, তাই নিয়ে বাছাদের চক্ষু ধুয়ে দাও। তা হ'লেই চক্ষু হবে। বাবা মণি, কেমন আছ?

মনো। মহারাজ! শুন্‌ছেন? ঠাকুর, আপনি আমার বাছাদের উপর কৃপা করুন।

বল্লরী। বামুন কে, বামুন কে? আমি ত বামুন নই। ছিঃ ছিঃ মহারাজ, শুন্‌ছেন? সেটা পারব না মা মহারাণি, ও কুসংস্কার ঘুচিয়ে ফেলুন। ব্রাহ্মণের পা-ধোয়া জলে আবার যাওয়া চোক ফিরে আসে? ও ছুঁড়ী সত্যই মায়াবিনী, আপনাকে ছল্‌তে এসেছে।

মনো। মহারাজ!

কার্ত্ত। রাণি, ক্ষমা কর, কুসংস্কার দূর কর, যদি সত্য সত্যই বিপ্রপাদোদকে বাছা মণির আমার নষ্ট চক্ষু লাভ হয়, তাহ'লে তাও আমার প্রার্থনীয় নয়। আমি কিছুতেই সংসারে কারেও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য দেখ্‌তে দোব না।

মনো। হায়, রাজা, একবার মণির মুখের দিকেও চেয়ে দেখ্‌লেন না! মা, আর কি কোন ঔষধ নেই? আমার বাছাদের একটা উপায় দেখ মা।

সুমুখা। মহারাজ! এখনও আত্মগরিমায় ক্রোধের উপাসন --ত্যাগ কর্‌তে পারনি! কিন্তু সত্যের আলোকে একদিন ত্যাগ কর্‌তে হবে। ঐরাবতের গতি কিছুতেই রোধ কর্‌তে পার্‌বে না। চিরসম্মানীয় ব্রাহ্মণের প্রাধান্য লোপ করা কারো সাধ্য নেই। তোমার রাজশক্তি ব্যর্থ হবে। নির্ম্মম ব্রাহ্মণ দ্বেষি! যদি ব্রাহ্মণের পাদোদকে বাছা মণির চক্ষু ভাল কর্‌তে না চাও, তাহ'লে মহর্ষি জমদগ্নির আশ্রমে গিয়ে সুরভির অমৃতময় দুগ্ধ এনে বাছাদের চক্ষে দাও, তাহ'লেই বাছারা পূর্ণদৃষ্টি লাভ কর্‌বে। রাজা, পুত্রের দৃষ্টি লোপ করনি, নিজের চক্ষু নষ্ট করেছ। যদি সে অন্ধত্ব দূর কর্‌তে চাও তাহ'লে ভূদেব ব্রাহ্মণের শরণাগত হও। নতুবা সব ধ্বংস হবে।

(বেগে প্রস্থান)

কার্ত্ত। ধ্বংস হই হব, পুত্রের চক্ষু হোক বা না হোক, তথাপি আমি সুরভি-দুগ্ধের জন্য ব্রাহ্মণ জমদগ্নির নিকট যাচ্ঞা

কর্‌তে পারব না। ধিক্ ধিক্ আমায়, অপদার্থ ভণ্ড ব্রাহ্মণের নিকট আবার ভিক্ষা ?

মনো। প্রিয়তম! বাছা মণির তুমি না উপায় কর্‌লে, আর কে কর্‌বে ?

কার্ত্ত। রাণি, রাণি, তুমিও মায়াবিনী! আমায় পুত্রস্নেহে অন্ধ করাচ্ছ! ধিক পুত্র, যে স্নেহে নিজের প্রাণে সঙ্কীর্ণতা আনয়ন করে। তাইত কি করি! হা ভগবান, কেন তুমি আমায় অপুত্রক করলে না? একবার মনে হচ্ছে—এখনই সেই জমদগ্ন্যাশ্রমে ছুটে যাই। আবার আমার চির উদ্দেশ্য তার মধ্যস্থলে গিয়ে গতি রুদ্ধ ক'র্‌ছে।

বল্লরী। কিসের গতি রুদ্ধ মহারাজ! একটা মতলব করি আসুন না। আপনি মৃগয়া-ছলে সেই জমদগ্ন্যাশ্রমে চলুন, তার পর খুটীনুটী বার ক'রে বেটার সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে বলপূর্ব্বক সুরভিকে নিয়ে আসলেই হবে। তাতে আর ব্রাহ্মণের কাছেত যাচ্ঞা করা হবে না।

কার্ত্ত। তাহ'লে এখনই মৃগয়া যাত্রা করব, তুমি তার আয়োজন করগে। হা পুত্রস্নেহ, তুমি সব কর্‌তে পার। রাণি, স্নেহ-কাতরা, তুমি মণিকে দেখ, আমি শীঘ্রই সুরভি-দুগ্ধ ল'য়ে প্রত্যাবৃত্ত হবো, এস বল্লরি।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

(কিষণলালের প্রবেশ)

কিষণ। আরে রাজা যাদের আসকারা দিবে, তাদের কায়দা-করা কি আমাদের বাপের সাধ্যি আছে। এরি নাম গোড়া কেটে আগায় জল। রাজা বলছেন—যার গুণ আছে, সে যে কোন জাত হোক না, সেই বড়, তার আবার জাতাজাত কি? নাও ঠেলা! এখন যে বাবা, একটা মুটে পাওয়া যায় না। সব বেটা বড় হ'য়ে গেছে—কোন বেটা মোট বইতে চায় না। মৃগয়ার আয়োজন করা দুঃসাধ্যি হ'য়ে উঠ্‌ল দেখছি! এদিকে রাজা ত রথ চড়ে মৃগয়ায় এগিয়ে চলেছেন, তার পর উপায়।

(বল্লরীর প্রবেশ)

বল্লরী। আরে মর বেটারা কম্‌নে কে কোথায় পালাল, কি কিষণলাল, কতদূর কি করলে?

কিষণ। বহুৎ দূরে গিয়ে পড়েছি ভায়া! একটাও মিল্‌ল না।

বল্লরী। একটাও মিল্‌ল না কি রকম? প্রহরীদের কড়া হুকুম দাও না—যে বেটা মোট বৈতে অসম্মত হবে, তাদের ধন অর্থ সব রাজকোষে নিয়ে আসবে। হল কি! দেশে একটা মুটে পাওয়াও ভার হ'য়ে উঠলো।

কিষণ। আরে মাশায়, তাকি না করা হচ্ছে; সহরের চারিদিকে হুলুস্থুল লেগে গেছে। কোন বেটাই সম্মত হয় না। প্রহরীরা ত গণ্ডায় গণ্ডায় লোক পাক্‌ড়াও ক'রে আন্‌ছে, কিন্তু তারা সব এক জোট। তাইত ভায়া, হলো কি? রাজা কর্‌লেন কি? এই ত সাম্যনীতির ফল! এখন কামার, কলু, হাড়ি, বামুন সব এক, কোন বেটাকে আর চোখ রাঙাবার যো নেই।

বল্লরী। (স্বগতঃ) হ'ল কি বাবা! বামুনের প্রাধান্য ঘুচোতে গিয়ে যে এখন নিজেদের দানাপানি উঠ্‌বার যোগাড় হ'ল! তাই ত কিষণলাল, এখনও মুটে পাওয়া গেল না, তখন আর কি কর্‌বি? চল্‌—এখন বামুন বেটাদের ধ'রে মোটগুলো চালান দেওয়া যাক্ গে।

(সকলের প্রস্থান)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

তপোবন

(জমদগ্নি, রেণুকা ও কার্ত্তবীর্য্যের প্রবেশ)

কার্ত্ত। ঋষি! তুষ্ট আমি তব অতিথি সৎকারে,
কিন্তু সুধাই তোমারে বিজ্ঞান কৌশলে—
কিম্বা কামধেনু-বলে সাধিলে এ অসাধ্য সাধন।
চাহিতে নয়ন—হয় অগণন ইন্দ্রালয়—
সুরভোগ্য আহার্য্যনিচয়।

জমদগ্নি। হে রাজন্! ঋষিবল—তপোবল!
বিজ্ঞান-কৌশল—তার অতি নিম্নস্তরে।
অজ্ঞনরে করে বিজ্ঞানের সেবা।
ঋষি কেবা তপ ত্যজি করিয়াছে বিজ্ঞান সেবন?
ভিখারী ব্রাহ্মণ কোথা যাবে রাজা, বিজ্ঞান সেবিতে?
সেই তপোবল সম্বল আমার,
সেই বলে লভি পিতামহ ভৃগুর নিকট—
নন্দা গাভী মাতা—সাক্ষাৎ ঈশ্বরী দেবী ভগবতী।
তাঁহারি প্রসাদে নৃপ, করি আতিথ্য-সৎকার।

কার্ত্ত। শ্রেষ্ঠ গাভী—শ্রেষ্ঠ ধন রবে রাজগৃহে।

রেণুকা। নরমণি, হেন প্রস্তাবনা রাজযোগ্য নয়।
কেমনে তোমায় প্রদানিব দেবগাভী?
হন মাতা তপস্যার লব্ধ ধন দুর্লভ রতন।

কার্ত্ত। শ্রেষ্ঠ ধন রাজযোগ্য হয়।

জমদগ্নি। শত অনুরোধে রাজা, তব বাঞ্ছা নারিব মিটাতে।

কার্ত্ত। ইহা ঋষি, সম্পূর্ণ অন্যায়।
অনুরোধ কে করে তোমায়,
দুর্লভ রতন ভিখারী ব্রাহ্মণযোগ্য নয়।
পুনঃ কহি, হয় স্থান তার রাজবাসে।

রেণুকা। রাজা, ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার ইহা।

কার্ত্ত। নিশ্চয়, নিশ্চয়, কহি শতবার—
ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার ইহা মম,

চাই নন্দাগাভী।

রেণুকা। বাহুবল দেখাও রাজন্!

দরিদ্র ব্রাহ্মণ নাহি তার সৈন্যবল বলি।

কার্ত্ত। সুনিশ্চয়, তাই নন্দা নিব বাহুবলে।

দেখি কোন্ বলে রক্ষহ ব্রাহ্মণ!

রেণুকা। সাবধান হও নরমণি!

কার্ত্ত। এত দাম্ভিকতা!

রাজদণ্ড—ভাগো তোর পদাঘাত একবিংশবার।

(পদাঘাত)

জমদগ্নি। হে রাজন্!

ক্ষম দোষ অবলা রমণী।

রেণুকা। ক্ষমা ভিক্ষা করিও না ঋষি,

এই—এক—দুই—তিন—চারি—

গণে করে চরণ প্রহার—একবিংশবার।

কার্ত্ত। মুনি, প্রাণ যদি চাও, গাভী তবে দাও

নয় এই ক্ষণে হারাবে জীবন।

জমদগ্নি। ধর্ম্ম সাক্ষী, আশ্রম-অতিথি—

করিতেছ ক্রমে গণ্ডী অতিক্রম।

হইব না রাজদ্রোহী অভাজন,

আত্মরক্ষা হেতু আজ ধরিব ধনুকবাণ।

(বেগে প্রস্থান)

রেণুকা। ক্ষত্রিয়নন্দিনী আমি হই ব্রাহ্মণ-রমণী,

দিতে জানি অস্ত্র পরিচয়,—
চল ঋষি, সাজাব তোমায় রণবেশে।

(বেগে প্রস্থান)

কার্ত্ত। ক্ষত্রিয় রাজন্য আর সৈন্যগণ,
দুরাচারী ব্রাহ্মণে বধহ ত্বরা।

(সৈন্যগণ ও ক্ষত্রিয়রাজগণের বেগে প্রবেশ)

সকলে। যথা আজ্ঞা মহারাজ!
জয় মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যের জয়!
কর অন্বেষণ!

চেদিরাজ। কোথা গেল দুরাচারী সে ব্রাহ্মণ ?

(ধনুর্ব্বাণ-হস্তে জমদগ্নির পুনঃ প্রবেশ)

জমদগ্নি। সাগর তরঙ্গ সম ক্ষত্রিয়বাহিনী—
শ্যাম অরণ্যানী করিল দলিত পলে!
কোন্ বলে রোধিব তাহার গতি ? -
ওমা ভাগ্যবতী নন্দা, একি মা দুর্গতি!
রাজশক্তি হ'তে কেমনে রক্ষিব তোরে ?
বলে রাজা লইবে তোমায়,
নিরখিবে তোমার তনয়,
একি গো সহে মা প্রাণে ?
দিব প্রাণ আপনি রাজায়, আয় আয় দুরাশয়!

(যুদ্ধোদ্যত, সহসা সুরভিস্মৃষ্ট সৈন্যগণের প্রবেশ, সকলের যুদ্ধ ও প্রস্থান—পুনঃ যুদ্ধ করিতে করিতে কার্ত্তবীর্য্য ও জমদগ্নির প্রবেশ)

কার্ত্ত। বিপ্রদাপে ভগ্নরথ—বহু সৈন্য হত,
রণস্থলে কেহ আর তিষ্ঠিতে না পারে,
দিব প্রাণ ব্রাহ্মণ-সমরে।
ধাও সৈন্যগণ, সুরভি-গ্রহণে।

জমদগ্নি। বৃথা হেন আশা!
গাভীর লালসা পরিহর, রাজা,
একদিকে জমদগ্নি-প্রাণ,
আর দিকে নন্দমাতা মোর,
সাধ্য কিবা তোর মাতৃগাত্রে করিবি পরশ কর?

কার্ত্ত। তবে রে পামর,
যাও যম ঘর ত্বরা।

(অস্ত্রাঘাত)

জমদগ্নি। যায় প্রাণ, কোথা—ওমা নন্দা তুই?

(কার্ত্তবীর্য্যসহ বেগে প্রস্থান)

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

কুটীর-প্রাঙ্গণ

নন্দিনীগণ-বেষ্টিতা অশ্রুমুখী নন্দাগাভী আসীনা ।

গীত

নন্দিনীগণ ।

চল মা চল্, তোর যেখানে জনম সেখানে চল্ ।
যার যে দেশ, তার সে ভাল, পরের দেশে কি আছে বল্ ?
পর কি বুঝিবে মর্য্যাদা তোর, অভিমানে ভোর আছে যারা,
যাদের বুকের ভিতর কালনাগিনীর ব'য়ে যাচ্ছে বিষের ধারা,
যাদের উদয় অস্ত সদাই স্বার্থ—আপন কেবল পুত্র দারা,
তারা কোথায় পাবে তোমায় দিবে নিম্ববৃক্ষে মিষ্ট ফল ॥
যারা তেলা মাথায় তেল দেয় মা, রুক্ষ মাথায় লাগায় চড়,
যারা অট্টালিকায় ক'রে শয়ন নেয় দরিদ্রের চালের খড়,
যাদের সোণায় মোড়া গৃহলক্ষ্মী হিংসে দেখে পরের কড়,
তাদের সুখ-শান্তি কোথায় আছে, যাদের নিত্য বহে অশ্রুজল ।

(বেগে রেণুকার প্রবেশ)

রেণুকা । ওমা নন্দা, তোর লাগি মরিল সন্তান তোর ।
হা ঋষি, হা ঋষি, গেলে চলে ? নিজ প্রাণে—
নাহি করিলে মমতা ?
যাও প্রেমদাতা প্রভু, উচ্চ স্বর্গলোকে,

দেখ তথা হ'তে ভূলোকে নয়ন মেলি,
দেব-মাতা রক্ষিবে রেণুকা। (গাভী রক্ষা)

(কার্ত্তবীর্য্য, ক্ষত্রিয়রাজগণ ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

কার্ত্ত। আরে নারি,
পদাঘাতে হও না শাসিত,
নহ ভীত তবু রাজ-পরাক্রমে!
এই বাণে থাক সংজ্ঞাহীন।

(বাণে বিদ্ধকরণ)

রেণুকা। ওমা নন্দা—হ'লি বাম,
নারিলে মা সন্তানে রক্ষিতে? (মূর্চ্ছা)

কার্ত্ত। চল নন্দা মমালয়, রহিবে পরম সুখে।

নন্দিনীগণ। রাজা, দেবমাতা নহে সংসারবাসিনী,
স্বরগনন্দিনী মোরা, করি সেবা—
মুনি-পুণ্য তপোবনে।

কার্ত্ত। না শুনিতে চাহি কোন কথা,—
অন্যথা না হবে মম বাণী,
বলে নিয়ে যাব ঘরে। (আকর্ষণোদ্যত)

(নন্দিনীগণের অন্তর্দ্ধান, নন্দার দিব্যমূর্ত্তি ধারণ ও
ঊর্দ্ধলোকে গমন)

কার্ত্ত। পলকে বিজলী হেসে চলে গেল,
জ্বলে গেল সর্ব্ব কলেবর!

ধর্ ধর্ ভস্মরেণু—বিশ্ব প্রদাহিকা !

(প্রস্থান)

(সুমুখার প্রবেশ)

সুমুখা । কি হতে কি হয়ে গেল, পাপ-অগ্নি জ্বলিল এবার,
ধ্বংস হবে সব—নিনাদে চৌদিকে কালের গর্জ্জন ;
উঠ গো জননি ! করিতেছে অপেক্ষা ব্রাহ্মণ—
স্বামীদেহ তোর করিতে সৎকার ।

রেণুকা । সব অন্ধকার—সব অন্ধকার—
চল চল কেবা তুমি—চল অন্ধকারে ।

(সুমুখাসহ প্রস্থান)

——0——

নবম গর্ভাঙ্ক

শ্মশান

জমদগ্নির জ্বলচ্চিতা

ব্রাহ্মণগণ । বল হরি হরিবোল ! আগুণ জমকে উঠ্‌ছে !

১ম ব্রাহ্মণ । এস গো রামের মা, শিগ্‌গির্ শিগ্‌গির্ এস বাছা, এদিকে সূয্যিদেব পাটে বস্‌তে যাচ্চেন ! কাঠ সব ধ'রে গিয়েছে ।

(রেণুকা ও সুমুখার প্রবেশ)

রেণুকা । তাই ত কি হ'ল, এখনও রাম আসিল না ঘরে ?
কে মা তুই ? কেন মা—বাঁচালি মোরে ?

ঘোর ভাবনার দূরে ছিনু সংজ্ঞাহীন,
হইত অতীত নিশিদিন।
হীনবেশ বৈধব্য-মূরতি—বিষম দুর্গতি—
কেহ না দেখিত রেণুকার।
ঘরে রাম আসিলে আমার,
ডাকিত সে মা মা ব'লে,
নিয়ে কোলে দেখাতাম পৃষ্ঠের প্রহার।
কহিতাম—রাম! হবে না কি এর প্রতিকার?
শুনে কথা তার—স্বামীপদ বুকে ধরি,
চিতা'পরি করিতাম মহাসুখে পরম শয়ন!
রাম! রাম! কৈ রাম, এখন এলো না?

সুমুখা। ধরি গো চরণ, ওমা কর ক্রোধ সম্বরণ,
তোর সম এই দুঃখিনীও কৌমার বয়সে—
প্রতিহিংসা বিষে, জ্বলেছিল একদিন।
তাহে ওমা, বিষ উথলিল, কেঁদে কেঁদে গেল দিন—
শেষে দেবীকৃপা পেনু, রোষে জলাঞ্জলি দিনু—
প্রায়শ্চিত্তে দিল দেবী বিধি—
"নিরবধি পর-অশ্রু পরের বেদনা নিবি বুক পেতে।"
সেই হ'তে মম এই মহাব্রত দেবি।

রেণুকা। আমি যে মা, পারিব না তাহা,
জ্বলে ক্রোধ—জ্বালামুখ।
না—না—রাম নাই ঘরে দেখাইব কারে,

কি জ্বালায় যেতেছি জ্বলিয়া!
ব্রহ্মডিম্ব যাইবে ফাটিয়া,
দণ্ড পল আর যদি রহে পাপিনী ধরায়!

২য় ব্রাহ্মণ। ঐ মা তোর রাম এলো,
শোন্ শোন্ ধনুর টঙ্কার!

রেণুকা। রাম এল! পোহাল কি কাল নিশা?
কৈ রাম, কৈ রাম!

(মঞ্জুষা ও রামের প্রবেশ)

মঞ্জুষা। এস দয়াময়! না হ'য়ে অধীর,
ধীর আঁখি চাহি হের আশ্রম তোমার?

রাম। কে করিল বিধ্বস্ত আশ্রম!
মরিবার কার হইল বাসনা?
সুনিশ্চয় ঘটিয়াছে প্রলয়-ঘটনা,
মা—মা—একি নীরব কেনরে বীণা? মা—মা—

সকলে। এস রাম, আজ আশ্রমের কি দুর্দ্দশা হ'য়েছে দেখ!

রেণুকা। রাম—রাম—

রাম। একি মা আনন্দরাণি!
ম্লান করি মুখ আকুলনয়নে রাম ব'লে,
নীরব হইলে ত্যজি দীর্ঘশ্বাস!
অকস্মাৎ ঘটে কি ঘটন?
এ কি মাগো—এ কি আয়োজন?

এ যে অনুমৃতা সামগ্রীসম্ভার !
সম্মুখে তোমার জলে চিতা কার ?
বসনে আবৃত কার তনু ?
কোথায় জনক গুরু ?
কেন মা আশ্রম-তরু ছিন্ন ভিন্ন হয়েছে সকল ?
বল্ মাগো, বল্ হ'য়েছি চঞ্চল ।

১ম ব্রাহ্মণ । রাম, মা আর কি বলবেন ? দুর্বৃত্ত ক্ষত্রিয়ের অত্যাচারে আজ আমাদের এই অবস্থা ।

২য় ব্রাহ্মণ । মাহারাজ কার্ত্তবীর্য্য অন্যান্য ক্ষত্রিয়রাজগণ সসৈন্যে আমাদের মহাগুরু মহামুনি জমদগ্নির আশ্রমের অতিথি হন । গুরু আমাদের মাতা নন্দার দয়ায় রীতিমতভাবে আতিথ্য সৎকার করেছিলেন ।

রাম । কাঁপিল অন্তর ! তারপর, তারপর—

৩য় ব্রাহ্মণ । মহারাজের সেই নন্দার উপর নজর পড়্‌ল । প্রভাতে উঠেই গুরুর বন্দনা করা দূরে থাক্, একেবারেই বল্লেন, আমরা নন্দা চাই ।

৪র্থ ব্রাহ্মণ । তখন গুরুও আপত্তি কর্‌লেন, মাও আপত্তি কর্‌লেন ।

রেণুকা । দেখ রাম, তার পরিণাম,
একে একে নেরে গুণে পৃষ্ঠের প্রহার ।
দুরাচার রাজা, নয় একবার—
তিন সাতবার করিল সবেগে চরণ প্রহার ।

তবু মিটিলনা দুরাকাঙ্ক্ষা কঠোর নৃপের—
রাজ-অস্ত্র ঋষিনাশে হইল উদ্যত !

রাম । অহো, স্থির হও মাতঃ !
তাই মৃত জগন্মান্য জনক আমার !
আরেরে কুঠার ! শুনিলি, শুনিলি তুই !
তারপর—তারপর—
শুনি অমরবন্দিতা মাতা নন্দার কাহিনী !

১ম ব্রাহ্মণ । নন্দামা আর কি করবেন, না যাওয়াতে দুরাচার অস্ত্রাঘাত করলে, অমনি মা নন্দিনীগণসঙ্গে দিব্যমূর্ত্তি ধ'রে স্বর্গে চলে গেলেন ।

রাম । পিতা নাই, মাতা নন্দা নাই !
জননী আমার ক্ষত ক্ষত্রের প্রহারে !
আরেরে কুঠার ! কি ভাবিস্ নীরব ধেয়ানে ?

মঞ্জুষা । গম্ভীর প্রকৃতি ছাইল তিমিরে, প্রলয়ের পূর্ব্ব ভাব !
আবৃত তিমিরমাঝে বাজে বাজে প্রলয়-বাজনা,
উত্তুঙ্গে শিখর নড়ে— রুদ্রতেজে বজ্র পড়ে,
নবগ্রহে লাগিল ঝঞ্জনা ।

রাম । শোন্ শোন্ কুঠার আমার,
নিতে হবে—নিতে হবে প্রতিশোধ তার,
দে মা, পদধূলি, পুত্র বলি কর মা আশীষ,
যাও মা মন্দারধাম সুরভিবেষ্টিত—
দেবভোগ্য যোগ্য সুরধামে জনকের সহ ।

শুনে যাও মাতঃ, রামের প্রতিজ্ঞা—
স্বর্গে থাকি শোন দেবকুল,
পিতৃলোক হ'তে শোন পিতৃগণ—
সাক্ষী হও স্থাবর-জঙ্গম-জীব—
আব্রহ্ম-স্তম্ভ সৌর বসুন্ধরা !
মাতারে আমার একবিংশবার—
ক্ষত্র করিয়াছে চরণ-প্রহার,
তাই রাম একবিংশবার নিঃক্ষত্রিয়া করিবে ধরণী।

রেণুকা। এবে রাম স্বর্গদ্বার মম হ'ল উন্মোচন !
শ্রবণ সার্থক হলো, আর বার বল প্রতিজ্ঞার বাণী,
'তাই, রাম একবিংশবার নিঃক্ষত্রিয়া করিবে ধরণী'
যাই শুনি পিতাসহ তোর অমর-আলয়।

(অগ্নিতে পতন)

রাম। আরে রাম ! শুন পুনঃ মাতৃবাণী—
কর প্রতিধ্বনি মাতৃবাণী, কর্ণে মোর ধ্বনি হোক অহরহ—
বেদনা দুঃসহ জাগাতে হৃদয়মাঝে !
ক্ষত্র-অত্যাচারে মরিয়াছে জনকজননী,
তাই রাম একবিংশবার নিঃক্ষত্রিয়া করিবে ধরণী।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বল্লরীর বাটীর সম্মুখস্থ পথ।

(গুণমণির প্রবেশ)

গুণমণি। রাজার কি ছিষ্টি মা! পোড়া রাজ্যিতে কি একটা বামুন রেখেছে যে, কুমার দাদামণির চোখে একটু বামুনের পা ধোয়ান জল নিয়ে গিয়ে দোব। তাই এ হতচ্ছাড়া বামুনটার বাড়ীতে একবার এলুম। যাক্, বামুন ত বটে! বলি, ও বামুন-ঠাকুর! বাড়ীতে আছ? বলি—ও ঠাকুর মশায়!

(যষ্টিহস্তে ক্ষীণকায় বল্লরীর প্রবেশ)

বল্লরী। কে! গুণ, কি মনে ক'রে দিদি?

গুণমণি। কি ঠাকুর! তোমার অমন দশা কেন? এ যে ঘাটে যেতে বসেছ।

বল্লরী। আর দিদি! মাগীটাও আমায় এমন অসময়ে ছেড়ে পালিয়ে গেল। এতেই বলে বোন,—বেশ্যার পীরিত বালির বাঁধ। উঃ, যাই—যাই—গেলুম—গেলুম। (উপবেশন)

গুণমণি। কি হয়েছে ঠাকুর!

বল্লরী। উদরাময়—উদরাময়।

গুণমণি। উদোময়রা? তা উদোময়রার কি করেছিলে? তার ছিরি লোক্‌কে কিছু ব'লে ছিলে নাকি?

বল্লরী। না দিদি, তা নয়! শুননি রাজার সঙ্গে মদমত্ত হ'য়ে মৃগয়ায় গেছ্‌নু। ঋষি-আশ্রমে অতিথি হওয়া গেল। ঋষি খুব খাইয়েছিল, তাতেই অত্যধিক গুরু আহারেই উদরাময়।

গুণমণি। দুঃখ ক'রো না ঠাকুর। এ তোমার পূর্ব্বজন্মের লিখন। কি ক'রবে? দাও, এখন একটু পায়ের জল দাও।

(পাদোদক গ্রহণোদ্যত)

বল্লরী। কেন গুণ, আমার পায়ের জলে তুই কি কর্‌বি? আমার ন্যায় মহাপাপী,—দুরাচারী বামুনের ছেলের উপরে তোদের এখনও বিশ্বাস আছে?

গুণমণি। মিন্‌সের কথা শুন, বামুনের ছেলেকে আবার বিশ্বাস কর্‌বে না! রাজকুমারকে তুমি সেদিন পায়ের জল দিতে চাওনি, তাতে রাজকুমার কত দুঃখ কর্‌তে লাগলেন, বল্লেন—বল্লরী দাদাও আমাকে বাম হয়েছেন।

বল্লরী। উঃ, যাই—গুণ, আমার উপর রাজকুমার আর রাণীমার এখনও অগাধ ভক্তি, তা আমি জানি; কিন্তু আমি নরাধম—অহো এতদিন বুঝ্‌তে পারিনি, আমি এতদিন লোকের কি সর্ব্বনাশ কর্‌ছিলুম। ভগবান আছেন, এখন বিশ্বাস হচ্ছে—ভগবান আছেন। তাই এতদিনে তাঁর সাজা পাচ্চি। যাই গুণ—বুঝি এ যাত্রা আর নয়। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা।

(গড়াগড়ি দেওন)

গুণ। আহা তাইতো গো, দাদাঠাকুর যে কাটা ছাগলের মত গড়াগড়ি দিতে লাগ্‌লে।

বল্লরী। গুণ, মহাপাতকী আমি, অনাচারী, ঈশ্বর-বিদ্বেষী আমি। আমার পাদোদকে কিছু হবে না। তুই যা—কোন নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণের পাদোদক নিয়ে যা, রাজকুমার নিশ্চয়ই ভাল হবেন, নিশ্চয়ই তাঁর নষ্ট চক্ষু পুনর্জ্যোতি লাভ কর্‌বে। ব্রহ্মনিন্দক চণ্ডালের পাদোদকে কোন কাজ হবে না। তার চেয়ে সেই শিশু-কোমল ভক্তিপ্রাণ রাজকুমার মণিমান অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ।

গুণ। হা আমার পোড়াকপাল! রাজ্যে কি ঠাকুর, বামুন রেখেছ যে, তাঁর কাছে যাব? সে কথা রাজকুমারকে বলা হয়েছিল, তিনি অপর কোন বামুনের কাছে যেতে বলেন নি, তিনি তোমারই পায়ের জল চান।

বল্লরী। হে ব্রহ্মণ্যদেব! ধন্য তোমার মহিমা! তুমি এখনও আমাকে ত্যাগ করনি? এখনও এ দুরাত্মার ব্রাহ্মণ-সম্মান অটুট রেখেছ? গুণ, বুঝলুম ব্রাহ্মণের প্রতি ব্রহ্মণ্যদেবের অপার দয়া। যা, যা, নেয়ে যা, এই আমি পাদোদক দিচ্চি। তার ভক্তিপ্রাণে আর আমি আঘাত দোবনি। আমিত গেছি, আর কেন?

(পাদোদক দান)

গুণ। আশীর্ব্বাদ কর দাদাঠাকুর, তোমার এই পাদোদকেই যেন আমার দাদামণির যাওয়া চোখ আবার ফিরে আসে। সাবধানে থেকো দাদাঠাকুর, আমি এখন চল্লুম।

(প্রস্থান)

বল্লরী। মৃত্যু এস, আর যন্ত্রণা সয় না।

(কিষণলালের প্রবেশ)

কিষণ। কেমন আছ ঠাকুর! খবর রাখ? রাজ্যে কি হুলস্থুল পড়েছে? কে একটা রাম বলে বামুন—ক্ষত্রি দেখ্‌ছে আর সাব্‌ড়াচ্চে।

বল্লরী। নূতন কিছুই নয় কিষণলাল! যে বিষতরু রোপণ করেছিলুম, এতদিনে তার ফল ফল্‌ছে। এখন আত্মপ্রাণ দিয়ে সেই বিষতরু নষ্ট না কর্‌লে আর উপায় নেই।

কিষণ। কি বল্‌ছ দাদাঠাকুর, রোগে ভুগে ভুগে তোমার মাথার ঠিক নেই বুঝি?

বল্লরী। বল্‌ছি ঠিক ভাই! আর না, তোমাকেও বল্‌ছি, সব ছেড়ে দাও। কিষণলাল, বুঝে দেখ, মাথা ঠাণ্ডা ক'রে বোঝ। আমাদের কার্য্যে আজ দেশের ও সমাজের কি দুর্দ্দশা! মহারাজের সাম্যনীতি প্রচার ও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য নাশের পরিণাম হাতে হাতে দেখ্‌ছ না? দেশে আর উচ্চ নীচ নেই, কেউ কারেও ভয় রাখে না, ঘোর অশান্তি; এমন কি একটা মজুর মেলাও ভার হয়েছে, এর চেয়ে আর কি দুরবস্থা দেখ্‌তে চাও? যে দেশে বা সমাজে ভয়-ভক্তি দূর হয়েছে, সে দেশের বা সে সমাজের আর আছে কি কিষণলাল! উঃ—আর না। যাই ভাই—

কিষণ। তা বুঝেছি, তোমাদের বামুন জাতকে কখনও বিশ্বাস কর্‌তে নেই বাবা! তোমরা সব কর্‌তে পার। এরি নাম গাছে

তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া। তা বাবা, কিষণলাল তাতে পেছপাও হবে না। তুমি স্বজাতিস্নেহে যাই বল, আমার মাথায় যা ঢুকেছে—তা করবই করব। রামের ভয় আমি করিনি, বামুন আবার কর্‌বে কি? এখন ত তপোদেব ঠাকুরকে নিষ্ঠা ছাড়াই, তারপর অন্য কথা। দাদাঠাকুর! এখনও মাথা ঠিক কর।

(প্রস্থান)

(ভিখারী ও ভিখারিণীর প্রবেশ)

গীত

উভয়।

ফিরি ফিত্তি খেল্‌না আমার মন।

হেরে গেছিস্ বেশ করেছিস্ (তোর) মলিন কেন চাঁদবদন॥

খেল্‌তে জানে যে, হারা জেতা দুইই জানে সে,

হেরে গেলে আবার খেলে, (ভোলা মন) হেরে হেরে জিতেও সে জন॥

রুয়া ক্ষেতে সকল চাষা, বানে ডুব্‌লোও রাখে আশা,

হ'লেও শূন্য আসা আবার বীজ বুনে,

বছর গেলেও আসে বছর, আবার মোরাই বাঁধে মনের মতন॥

(উভয়ের প্রস্থান)

বল্লরী। হে ব্রহ্মণ্যদেব! কি শুনালে, কি শুনালে! আবার ফিরি ফিত্তি, আবার ফিরি ফিত্তি—কর্ম্ম কর্‌লে—সে কর্ম্মের

ফল—সুধাময় হবে? তবে—তবে—আবার ফিরি ফিত্তি—আবার ফিরি ফিত্তি খেল্‌ব। এ ব্যাধিতে মৃত্যু হ'লেও আমার ফিরি ফিত্তি খেলার বিরাম থাক্‌বে না। আবার ফিরি ফিত্তি—আবার ফিরি ফিত্তি।

(প্রস্থান)

—০—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ।

(রামভীত ক্ষত্রিয়গণ, ত্বদীয় পুত্রকন্যা ও নারীগণের প্রবেশ)

৩য় ক্ষত্রিয়। ঝোপে ঝাপে সব লুকিয়ে পড়।

১ম নারী। ওগো কি হবে গো! কেন এমন বামুনের সঙ্গে লাগ্‌লে গো? কি হবে? কোথা যাব?

(নেপথ্যে) রাম। আরেরে কুঠার!

হের ক্ষত্র—সংহার বিক্রমে!

২য় ক্ষত্রিয়। ও দাদা! হাঁকার শুন্‌ছ?

নারীগণ। ওমা, ওমা, যাই কোথা গো?

সকলে। ওরে কোথা যাই?

(সকলের বেগে প্রস্থান)

(বেগে মঞ্জুষার প্রবেশ)

মঞ্জুষা । শিবশক্তি বজ্রবেগে হও বিচ্ছুরিত,
অক্রান্ত করহ রাম-দেহ ।
অত্যাচারী ক্ষত্রকুল করহ নির্ম্মূল !
নাচ নাচ রণরঙ্গে রস-অবতার !
অই আসে ক্ষিপ্তবৎ ক্ষত্ররাজগণ,
যাই প্রোৎসাহিত করি গিয়া রামে ।

(বেগে প্রস্থান)

(সৌবিরাধিপতি ও সৌরাষ্ট্রাধিপতির প্রবেশ)

সৌবিরা । অদ্ভুত সমরশিক্ষা, অদ্ভুত কুঠার,
অদ্ভুত অদ্ভুত শরক্ষেপণ-প্রণালী,
দেয় জলাঞ্জলি শত শত প্রাণ এককালে ।

সৌরাষ্ট্রা । মৃতক্ষত্র অনীকিনী ঠাট,
ঘাট বাট রুদ্ধ করি করেছে শয়ন,
চরণ বিক্ষেপ করা দায়,
বুঝি হায় ক্ষত্রিয়ের ভাগ্যরবি হয় অস্তমিত !

সৌবিরা । মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য নীরব সমরে,
কারণ না বুঝি কিছু এর, যাও তুমি সৌরাষ্ট্র-অধিপ,
বল গিয়া এ সব বারতা, কার্য্যনেতা তিনি—

ব্রাহ্মণপ্রাধান্য নাশে। হেন কালে নহেক বিহিত—
নীরব নিশ্চিন্ত থাকা তাঁর,
বিপ্রদাপে নির্ম্মূল হইল ক্ষত্রকুল।

সৌরাষ্ট্রা। আসি আমি সৌবির-রাজন্!
লয়ে সৈন্যগণ কর রণ ততক্ষণ!
যাব আমি রাজার গোচর, বুঝিব অন্তর তাঁর,
পরে যাহা হয় করিব বিহিত।

(প্রস্থান)

সৌবিরা। সাধ্যমত করিব না ত্রুটী,
কিন্তু রাম সাক্ষাৎ শমন!
অই আসে কালান্তক কাল!

(ক্ষত্রিয়রাজ সহ যুদ্ধ করিতে করিতে পরশুরামের প্রবেশ)

আয় আয় ব্রহ্মকুলাঙ্গার,
মার মার দুরাচারে॥

রাম। আয় পিতৃরিপু ব্রহ্ম-অরি ক্ষত্রবিষতরু-শাখা,
অগ্রে বাহুদর্প টুটাব তোদের,
পরে মূলতরু কার্ত্তবীর্য্যে করিব সংহার।
দেখাইব ক্ষত্রকুল করিয়া নির্ম্মূল—
ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ। (যুদ্ধ)

ক্ষত্রিয়রাজগণ। প্রাণ যায় সাক্ষাৎ শমন।

সৌবিরা । পালাও পালাও সব ।

রাজগণ । রক্ষা নাই রামের কুঠারে ।

(সকলের প্রস্থান)

(নেপথ্যে) রাম । যাও শঠ ধূর্ত্তগণ, যাও যমদ্বার !
আয়রে কুঠার, কর কর প্রতিজ্ঞা স্মরণ,
ক্ষত্রমেধ মহাযজ্ঞ নিষ্ঠুরতাময়,
যদি হয় পূর্ব্বভানু পশ্চিমে উদয়,
তবু তার না হবে অন্যথা,
শম্ভু বিষ্ণু বিরিঞ্চির না মানিও অনুরোধ ।

(গর্ভবতী রমণীগণ ও রামের পুনঃ প্রবেশ)

রমণীগণ । গীত

রাম ! অবধ্য অবলা, ব'ধোনা ব'ধোনা ।
গর্ভের সন্তান, করিব প্রদান, কঠোর হ'য়োনা ॥
রক্তপিণ্ড তারা কি দোষ করেছে বলনা তোমার চরণে,
বীরের চরিত্র এ নহে কখন ভাবিয়া দেখনা মনে,
ক্রোধ-আবেগে আপন ধর্ম্ম কখন হে ভুল'না ॥

রাম । প্রতিজ্ঞা আমার, প্রতিজ্ঞা আমার—অযোগ্য ক্ষমার,
আরেরে কুঠার ! দয়া কর' পিতৃনাশী কুলে ?

(রমণীগণের ভয়ে পলায়ন, আঘাতোদ্যত হইয়া তৎপশ্চাৎ রামের বেগে প্রস্থান)

(সুমুখার প্রবেশ)

সুমুখা। মম কর্ম্মে বহে আজ ক্ষত্ররক্ত-প্রবাহিনী!
হাহাকারে গর্ভবতী ক্ষত্রিয়-রমণী—
শিশুকন্যা করি কোলে ভাসি অশ্রুজলে—
ছুটিছে চৌদিকে, রামকরে ত্যজিছে পরাণ!
প্রতিদান দেয় অভিশাপ,
তুলেছি যে রাম-ক্রোধানল,
সেই তপ্ত অভিশাপে জ্বলিছে সুমুখা—
কুলকলঙ্কিনী, প্রায়শ্চিত্ত নাই তার।
জ্বলে যাই, পুড়ে যাই, হ'য়ে যাই ক্ষার,
পাপিনীর তবু মৃত্যু নাহি ঘটে!
যাও চক্ষু অন্ধ হ'য়ে যাও, যাও স্মৃতি হ'য়ে ভস্মরেণু,
প্রলয় কৃশানু দহ দহ মোরে,
নয়, এস রাম—অগ্রে লও
ব্রাহ্মণদ্বেষিণী দুরন্তা সর্পীরে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কারাগার

তপোদেব আসীন।

গীত

তপো। শিবশঙ্কর হর হর ববম্ ববম্ ত্রিপুরারি।
ব্রহ্মপরাৎপর, অশেষ গুণধর, জয় জয় শূলপিনাকধারি।
শিরে জটাজুট, কণ্ঠে কালকূট, ভালে শশী-অনল জ্বলে ;
অরুণ নয়ন, বিভূতিভূষণ, শোভে ধুস্তুর ফুল ফলে,
অঙ্গে ফং ফং গর্জ্জে ফণি, শিরে কুল কুল বহে গঙ্গাবারি॥

(জপ)

(মদ্যমাংস হস্তে কিষণলাল এবং সৈনিকের প্রবেশ)

কিষণলাল। তুই বেটা ত মহা ছাঁচ্ড়ারে! এততেও নিষ্ঠা ছাড়ছিস্ না? আচ্ছা কিন্তু বুকের পাটা বাবা! এবার বুঝ্লাম তোর নেহাত মরণ ঘুনিয়ে এসেছে। তবু আর একবার বলি শোন্, ভালয় ভালয় ও নিষ্ঠা ফিষ্টা ছেড়ে দে।

তপো। না, তা কিছুতেই পারব্ না কিষণলাল! প্রাণ যাক্, তবু ব্রাহ্মণের নিষ্ঠা ত্যাগ কর্তে পার্ব না। এক নিষ্ঠাই ব্রাহ্মণের সম্পত্তি। তোদের জন্য জীবনের অর্দ্ধ রাজত্বের অধিকারী বাছা মণি-মধুর চাঁদ মুখ ভুলিছি, বাবা অনাথনাথের অনিন্দ্য সুন্দর

মোহন মূর্ত্তি দর্শনে বঞ্চিত হইছি, তোরা যা' বলেছিস্, তাই করেছি; কিন্তু এ আর তা নয়! এ নিষ্ঠা আমৃত্যু সম্বন্ধ—জীবনের সাথী।

কিষণ। ওরে কিছুতে যখন হ'ল না, তখন এক কাজ কর; তোরা দু'হাত দু'জনে বেশ ক'রে ধর; আমি মুখে মদ ঢেলে দি, দেখি বাম্‌নার নিষ্ঠা ছাড়াতে পারি কিনা?

তপো। এখন বুঝ্‌লুম, আজ আমার মৃত্যুর দিন উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু কিষণলাল, একটি কাজ কর্। তা'হলে আমি মৃত্যুকালে তোকে আশীর্ব্বাদ ক'রে মর্‌বো।

কিষণ। আরে মর ব্যাটা মূর্খ! তোর আশীর্ব্বাদের আমি ভিখিরী কিনা! মার বেটাকে, মার বেটাকে।

তপো। বাবা শিবশম্ভু, তোমার মনে এই ছিল বাবা!

কিষণ। ওরে বেটা, মদ খা, তারপর এই মাংস খেয়ে খুব মজা ক'রে শিবশম্ভু ব'লে ডাক্‌বি এখন। তা নাহ'লে দেখ্‌ছিস্‌ত, এতক্ষণ মারের চোটে পিট ফেটে, রক্তারক্তি হ'য়ে যেত। শেষে কি অপঘাতে মর্‌বি? এখনও যা বলি তা শোন্, কারাগার হ'তেও ছাড়ান্ পাবি।

তপো। হাঁ বাবা ভোলানাথ! কর্ণ কি বধির করেছ? আশুতোষ নাম কি ত্যাগ করেছ? শিবময়! তোমার শিব নামের মাহাত্ম্য কি এই বাবা!

কিষণ। ওরে এ বাম্‌না বড় সহজ নয়। অনেক ক'রে দেখলুম, যখন কিছুতেই না, তখন—কিষণে বাবা বাপের দুষমণ,

কিছুতেই ছাড়্‌বে না। ধর্ ত হাত দুটো। দেখিস্ শালারা, খুব জোর ক’রে ধরবি। (প্রহরীকর্ত্তৃক হস্ত ধারণ)

এখন লাগাও বাবা, চোঁচাঁ দম ! এই দেখ্ না, আমিও একটু টান্‌ছি।

(মদ্যপান ও মদ্যপ্রদান এবং মদ্য দুগ্ধে পরিণত হওন)

তপোদেব। গঙ্গাধর ! কৃপা কর, কৃপা কর।

কিষণ। ওরে শালারা, এত দুধের ছড়াছড়ি কোথা থেকে হ’ল ! এ শালার বামুন কি এমন যাদুও জানে ! না শালার শুঁড়ির পো—মদের বদলে পাত্রে বাবা দুধ ঢেলে দিয়েছিল ! ভারি আশ্চর্য্য ত ? দেখ্ দেখ্ ! (প্রহরীদ্বয়ের চমৎকৃত হওন)

তপো। করুণাময়ের অপার করুণার ধারা এবার বয়েছে বাবা ! বল শিবশম্ভু ! কিষণলাল আর বৃথা চেষ্টা কর্‌বি, তুই কিছুতেই আমার নিষ্ঠা ত্যাগ করাতে পারবি না। তোর কোন চেষ্টা কোনরূপে পূর্ণ হবে না। আমি বুঝেছি, যিনি নিষ্ঠায় বাধ্য হ’য়ে ব্যাঘ্রের মুখ হ’তে শিশু ধ্রুবকে রক্ষা করেছেন, বালক প্রহ্লাদকে হস্তিপদতলে, মশানে, আগুণে, সাগরজলে বাঁচিয়েছেন, সেই দেব ভব্য বিষ্ণুর আরাধ্য ধন স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব আজ আমাকে রক্ষা করতে উদয় হয়েছেন। ঐ যে বাবা আমার ধবল রজতগিরির মত দাঁড়িয়ে। ওহো দেব ! কি দয়া, কি দয়া ! হর হর ব্যোম ব্যোম, হর হর ব্যোম ব্যোম !

কিষণ। দয়া এইবার দেখাচ্চি। বেশ ক’রে ধরিস, এ মেষ-মাংস বাবা, এ আমার স্বহস্তে বানান, এ আর শুঁড়ি বেটার কারসাজি নয়, এবার যাদু কর দেখি চাঁদ ! ধরিস্ খপরদার। (পাত্রোন্মোচন)

একিরে—একিরে এ যে ধূতরোফুল। বাবা, ভেড়ার মাংস হ'য়ে গেল ধূতরোফুল। যাদুর ওস্তাদ বটে! এ বেটাকে নিয়ে বেশ দু পয়সা রোজগার করা যায়। এখন কি করি? নিষ্ঠা ত কিছুতেই ছাড়াতে পারলুম না। বেটার বুজরুকিও আর ছাড়াতে পারা যাবে না, এখন এক কাজ কর, পৈতে ছিঁড়ে নিয়ে গলধাক্কা দিতে দিতে এঁদো পুকুরের জলে ডুবিয়ে রাখ্‌গে। গায়ের কুট্‌কুটনিতে বাবা আপনা হ'তে নিষ্ঠা ছাড়্‌বে! আমি একবার রামের খপরটা নি গে। বল্লরী দাদাঠাকুরই সর্ব্বনাশটা কর্‌বে দেখ্‌ছি।

(প্রস্থান)

প্রহরীদ্বয়। চল্‌ বদ্‌মাস্‌। (গলাধাক্কা)

তপো। বাবা শিবশঙ্কর! এত দয়া যার, তার ভক্তের আবার বিপদ কি ঠাকুর!

প্রহরীদ্বয়। চল্‌ শালা।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

অন্ধ মণিমান ও অন্ধ মধুমতি।

মধু। অন্ধ, বাবা ব'লেছিলেন, ভগবান অন্ধকারে সৃষ্টি রচনা ক'রেছিলেন।

মণি। সত্যই অন্ধা, তাই ভগবানের তয়েরী প্রাণী প্রায় সকলেই অন্ধ। অন্ধকারে তয়েরী ব'লেই সব অন্ধ।.

মধু। আরো ব'লেছিলেন, ভগবান অন্ধকারে ব'সেই তারও চেয়ে আর একটা অন্ধকার তয়েরী ক'রেছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম্, বাবা! অন্ধকারের চেয়েও আবার অন্ধকার কি? তিনি বল্লেন, এখন তুমি তা বুঝ্‌তে পারবে না। তবে সে অন্ধকারের নাম শিখে রাখ, নাম মায়া।

মণি। কেন বুঝ্‌তে পার্‌ব না? এই রূপের মায়া, মায়ের মায়া, ভাই বোনের—তাই বা কেন, যে কোন একটা লোকের বা জীবের মায়া। এই তোমাতে আমাতে যে ভাব, এওতো মায়া?

মধু। এর নামও মায়া কেমন ক'রে হয় অন্ধ! বাবা বল্‌তেন, বালকবালিকার যে আত্মীয়তা—তার নাম ভালবাসা।

মণি। ঐ মায়ারই আর একটা নাম ভালবাসা।

(কার্ত্তবীর্য্য ও মনোরমার প্রবেশ)

কার্ত্ত। পুত্রভাগ্য রাণি! বিধিলিপি অন্ধত্ব—

পুত্রের! তা না হ'লে গাভী চাহিলাম, ঋষি দিল প্রাণ,
স্বর্গে গাভী করিল প্রয়াণ,
সম্মান হইল দূর মম,
তবু কেন নারিলাম উদ্দেশ্য সাধিতে?

মনো। হায় নাথ তার চেয়ে যদি ঋষির সমীপে—
বিন্দু দুগ্ধ করিতে প্রার্থনা,
ঘটিত না হেন বিড়ম্বনা—

লাগিত না পুনঃ ব্রহ্মহত্যা-পাপ,
মনস্তাপ হ'ত না পাইতে,
ঘুচিতও অন্ধত্ব পুত্রের।

কার্ত্ত। জানি রাণি, ভিক্ষাবৃত্তি নহে রাজধর্ম্ম কভু।
তা না হ'লে পুত্রের কারণ,
ব্রাহ্মণের কেন, চণ্ডাল-চরণ—
সেবিতাম কায়মনে, গলে বস্ত্র ধরি দন্তে তৃণ করি—
থাকিতাম তাঁর পদতলে।
হায় মণি—কেন জন্মেছিলি বাপ, রাক্ষস-ঔরসে।

মণি। না বাবা, আমার জন্যে ধর্ম্ম নষ্ট কর নি, ভালই করেছ। নেই তুধ হ'ল বাবা, ব্রাহ্মণের পাদোদকেই হবে। ছোটমা ত ব'লে গেলেন —ব্রাহ্মণের পাদোদকেও চোখ ভাল হয়।

কার্ত্ত। হায় পুত্রস্নেহ! তাতেও সম্মতি করেছি প্রদান,
জ্বলিতাম যে ব্রাহ্মণ-নামে,
আজ সে ব্রাহ্মণ-পাদোদক—
আনিবারে করেছি প্রেরণ!
কিন্তু রাজ্যে ব্রাহ্মণ কোথায়?

মণি। বল্লরী দাদা আছেন, ব্রাহ্মণের ভাল মন্দ নেই বাবা, সকলেই আমাদের শিরোমণি, চণ্ডালের বাড়ীতে শালগ্রাম থাক্‌লে তিনিও নারায়ণ। তেমনি ব্রাহ্মণ পতিতাবস্থায় থাকলেও ব্রাহ্মণ। তাই আমি গুণদিদিকে তাঁরই পাদোদক আন্‌তে পাঠিয়েছি। দেখ' বাবা, তাতেই আমাদের চোখ ভাল হ'য়ে যাবে।

মধু। মণির কথা মিথ্যে নয় বাবা, ও যা বলে তাই হয়।

কার্ত্ত। বিশ্বাস না হয়, অসম্ভব বাণী !

মনো। নরমণি ! অবিশ্বাস ক'রোনা ব্রাহ্মণে,
ব্রাহ্মণ-আশীষে সব হয়,
বন্ধ্যা পুত্র পায়, মৃতপুত্র লভে পুত্রবান্ !

(বিপ্র-পাদোদক-হস্তে গুণমণির প্রবেশ)

গুণি, এনেছিস্ মহোষধি ?
যা আছে অদৃষ্টে হবে—দে এখন বিপ্র-পাদোদক।
দেখুন প্রত্যক্ষ রাজা, ব্রাহ্মণ কি দুর্ল্লভ রতন।

মণি। দাও মা আমায়—সে দুর্ল্লভ নিধি,
আগে করি পান—তপ্ত প্রাণ করিগো শীতল।
এস মধুমতি, লও ব্রাহ্মণের পাদোদক, কর পান,
চক্ষে দাও, গাত্রে করহ লেপন।

(উভয়ে পান ও গাত্রে লেপন)

গীত

আহা জুড়াল জুড়াল সর্ব্বাঙ্গ আমার।
হে ব্রাহ্মণ কর দয়া, ঘুচাও ঘুচাও দুঃখভার।
তোমায় যমে পায় ভয়, দেবে দেয় জয়,
স্বয়ং হরি দয়াময় নিলেন বক্ষে চরণ তোমার॥
(পদের মাহাত্ম্য দেখে)
(পদে ইন্দ্রত্ব বিভব তুচ্ছ যে করেছ)

(হেলায় বিলাস দলেছ)

(সে চরণ কি পাব না হে)

(আমি অধম ব'লে কি দিবে না হে)

এখন যা দিয়েছ কৃপা করে, তাই রাখি শিরে ধ'রে

ডাক্‌লে তোমায় ভক্তিভরে, কোথায় বল রবে আর।

(দাও, দাও, দাও হে এসে, এই অন্ধ-অন্ধার অন্ধনয়ন,

তুমি যে সবই পার হে ও দয়াময়,

তুমি লোকের দিব্যনয়ন দান করেছ,

তোমাতে যে সব সম্ভবে।)

মণি ও মধু। দেখ, দেখ মা, আমাদের চোখ ভাল হয়ে গেছে। দেখ বাবা, আমরা সব দেখ্‌তে পাচ্ছি।

(প্রণাম)

মধু। হাঁ মা, তুমি আমাদের ভাবনা ভেবে ভেবে এত রোগা হ'য়ে গেছ!

মনো। হে ব্রাহ্মণ! ধন্য তব দয়া! হের মহারাজ!

মা, মা, বাবা—বাবা—বাবারে আমার!

(ধারণ)

কার্ত্ত। একি একি জাগ্রত স্বপন!

সত্যই কি পাইল নয়ন বিপ্র-পাদোদকে?

নহে এত ইন্দ্রজাল—কিম্বা ভৌতিক ঘটন,

সত্য সত্য সব অসম্ভব সম্ভব হইল!

নিজকরে যে নয়ন উৎপাটন করিয়াছি আমি,

কত রক্ত বহিয়াছে যাহে—
ক্ষতে যার বহুল যাতনা,
সে নয়ন সুস্থ এবে দিব্য পরিষ্কার !
কোন চিহ্ন নাই তার—
মরি মরি ধন্য ধন্য ভূদেব ব্রাহ্মণ !
ধন্য মরি মহিমা তোমার,
নিষ্ঠা ব্যবহার তব নাহি বুঝিবার ।
ক্ষমা কর নর-অবতার,
অজ্ঞানে বলেছি কত কুবচন,
করিয়াছি কত মন্দ আচরণ,
সে দোষের কর' ক্ষমা ।
কর কর সবে ভক্তি-ভাবে—
ব্রাহ্মণের চরণ-বন্দনা ।
এস বিশ্ব, দেখে যাও ব্রাহ্মণ-মহিমা ।

(সকলের প্রণাম)

গুণমণি । ও গো আমাদের দাদাঠাকুর কে গো ! তাঁর পায়ের জলে আমার দাদামণির দিদিমণির চোখ হ'য়ে গেল ! না, না, কে তোমায় তুষ্ট ব'লে নিন্দে করে দাদাঠাকুর, তুমি সামান্যি নও ! যে তোমার নিন্দে করবে, সে তোমার মন্যিতে পড়ে জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে । আহা দাদাঠাকুর, তোমার পায়ের এত গুণ ? না জানি তুমি কোন্ দেবতা ! প্রভু অপরাধ নিওনি, আমি তোমাকে এখানে থেকে পেরনাম করছি । (উদ্দেশে প্রণাম)

(বেগে উন্মত্ত বল্লরীর প্রবেশ)

বল্লরী। আবার ফিরি ফিত্তি, আবার ফিরি ফিত্তি। প্রণাম কর্‌ছিস্ কর্, সকলে মিলে কর্। রাজা, রাজা, ভুল হয়েছে, হায়—হায়, বৃথায় গেল। জনম খুইয়ে ফেল্‌লুম! ভাবলুম এক, হ'য়ে গেল আর! যাই—যাই—রাজা, আর তুমি ভুল কোরো না। যা যাবার গেছে। আবার খেল্‌তে হবে, ফিরি ফিত্তি, ফিরি ফিত্তি! এতদিন যা করেছি, যা করেছ, সব ভুল, সব ভুল! বল রাজা, আর ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বেষ করবে না? বল রাজা, আর সাম্যনীতি প্রচার করবে না? বল রাজা, আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে ব্যাঘাত দিবে না? ফিরি ফিত্তি—ফিরি ফিত্তি! যাই—যাই রাজা! (উপবেশন)

কার্ত্ত। হে ব্রাহ্মণ, যা বলিছ সব সত্য তব,
কিন্তু মোরে—করেছ ছলনা,
বুঝিতে দেও না প্রভু, কেবা তুমি দুর্ল্লভ রতন?
প্রণাম, প্রণাম!
হে ব্রাহ্মণ! যা বলিলে তাই হবে,
এত দিনে ফুটেছে নয়ন।

বল্লরী। তবে ভয় নেই, ভগবানের অবতার রাম এসেছে, ক্ষত্র দেখ্‌ছে আর মার্‌ছে, আমি ক্ষত্র ব'লে পরিচয় দিয়ে ভগবানের হাতে ম'রে ফিরি ফিত্তি আস্‌ছি। (প্রস্থান)

(কিষণলালের প্রবেশ)

কিষণ। মহারাজ! দাদাঠাকুরই সর্ব্বনাশ কর্‌লে, সব

জাতকে ভয় দেখাচ্চে! এদিকে পরশুরাম বামুন ক্ষত্রিয়ের উপর অত্যাচার কর্‌ছে।

কার্ত্ত। বাহিরেছে সত্যের আলোক—
ব্রাহ্মণ-সেবক হও সবে,
নয় ইহকাল, পরকাল যাবে,
দাও দাও নগরে ঘোষণা,
ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু—দ্বিজরূপে অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠের নাথ!
এস রাণি, চল—নিজ কর্ম্ম চিন্তা করি গিয়া।

(সকলের প্রস্থান)

কিষণ। একি বাবা, এ আবার কি ব্যায়রাম লাগ্‌ল! রাজা আবার কি বলে! তবে কি আমিও সব ভুল কর্‌ছি? দেখাই যাক্‌।

(প্রস্থান)

——()——

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

নদী-পুলিন

(দ্রুতপদে ভীত ক্ষত্রিয়গণের প্রবেশ)

সকলে। শিগ্‌গির এস, শিগ্‌গির এস।

১ম ক্ষত্রিয়। হা অদৃষ্ট, সম্মুখেই যে নদী!

২য় ক্ষত্রিয়। নদী পারে—মহাঋষি গৌতম-আশ্রম
শরণ লইব তাঁর, সত্বরণে এস হই নদী পার।

(লুক্কাইত হওন)

(বেগে পরশুরাম ও মঞ্জুষার প্রবেশ)

মঞ্জুষা। এই পথে—এই পথে—পত্নীপুত্রসাথে
ক্ষত্রগণ করিয়াছে পলায়ন।

রাম। সব ব্যর্থ হ'ল—সম্মুখে যে খরস্রোতা বহিছে তটিনী,
শক্তি! শক্তি! কেমনে হইব পার?

মঞ্জুষা। চিন্তা কিবা তার সারাৎসার,
শক্তি যার পশ্চাতে ভ্রমিছে!
এখনি তটিনী শুষ্ক হবে, প্রভু কার্য্যে—
বিঘ্ন দিবে হেন শক্তি কার? রে তটিনি! ত্বরা শুষ্ক হও,
পথ দাও—যাবে হরি প্রতিজ্ঞা সাধিতে।

(প্রস্থান)

(সহসা নদী শুষ্ক হওন ও রাজপথ প্রকাশ)

রাম। ধন্য রে তটিনি! তোর উপকার রহিবে স্মরণ মোর।
কোথা শক্তি, এস সাথে করি প্রতিজ্ঞা পালন।

(গমনোদ্যত)

(বেগে সুমুখার প্রবেশ)

সুমুখা। প্রতিজ্ঞা সাধিবে যদি হে পরশুপাণি, তবে
ব্যাধিস্বরূপিণী ক্ষত্রিয়সমাজ-দেহে আমি,
নাশ এরে, দেহনাশে কিবা প্রয়োজন।
তরুমূল না করি ছেদন, শাখানাশে
বৃথাশ্রম কেন করিছ শ্রীনাথ!

রাম। ভদ্রে ! হও তুমি বিপ্রবিদ্বেষিণী—প্রবুদ্ধা তাহার,
কিন্তু অবধ্য অবলাজাতি
বধ্য নহ পরশুরামের ।

সুমুখা। তবে ভগবন্ ! কোন্ পাপে গর্ভবতী—
বালার জীবন, করিছ হরণ দেব !

রাম। প্রতিজ্ঞা সাধিতে, রামের প্রতিজ্ঞা সতি,
নিঃক্ষত্রিয়া করিবে ধরণী ; তাহে ক্ষত্রভ্রূণ—
কিম্বা ক্ষত্রশিশুবীর না রবে বিচার ।

সুমুখা। অভাগীর তবে নাহি কি উপায় ? দয়াময় !
অন্তর্য্যামি ! জানত আপনি—স্বামীর বিনাশে—
অতি রোষে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বেলেছিনু,
প্রতিফল পেনু তাহে । অগতির গতি,
শেষ গতি কর, আর জ্বালা নারি হে সহিতে ।

রাম। অনুতাপ প্রায়শ্চিত্ত সতি ! আরো যদি
প্রায়শ্চিত্ত চাও, তনুত্যাগে বাসনা ঘুচাও,
ব্রতী হও ব্রাহ্মণ সেবায় ।

(প্রস্থান)

সুমুখা। পাপ তনু নাহি নিল হরি ! জ্বলি—
জ্বলি অনুক্ষণ ! চারিদিকে কাতর রোদন,
পরাণ কাঁদিয়ে তুলে, অহো
আমিই কারণ এর ! মর্ মর্ পোড়ামুখি
আত্মহত্যা মহাপাপ-ভয়ে মরিতে নারিলি,

এবে চল্ চলি বিশ্ববিনাশিনি,
ল'য়ে হরির আদেশ।

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

অরণ্য

বৃক্ষাবদ্ধ ছিন্ন-শির-ক্ষত্রিয়গণ ও বৃক্ষগাত্রে
ক্ষত্রশির দোদুল্যমান।

**(বল্লরীকে ধৃত করিয়া কতিপয়
নবশাকের প্রবেশ)**

বল্লরী। ফিরি ফিত্তি বাবা, ধর্‌বে কেন, আমি নিজেই হাজির হচ্চি, তোমাদের রামকে ডাক। আমি একজন জাঁদ্‌রেল ক্ষত্রি! শীগ্‌গির এসে কাটুক, আবার আমি ফিরি ফিত্তি খেল্‌ব। তাই রামের হাতে মর্‌তে চাচ্চি।

১ম নবশাক। বুঝেছি বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না, আমরা সব নবশাকের দল। এখন একজন যা, সেই ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে খপর দে। একটা জাঁদ্‌রেল ক্ষত্রি ধরা পড়েছে। তাঁর সুধার পরশু যা হয় এসে করুক।

(রামের প্রবেশ)

রাম। তোমরা নবশাক, আজ ব্রাহ্মণের সহায়তা কর্‌তে

স্বেচ্ছায় এই ক্ষত্রিয় বিদ্বেষানলে ঝাঁপ দিয়েছ? সন্তুষ্ট হলুম, মাত্র সন্তুষ্ট নয়, আমি সন্তুষ্ট হ'য়ে তোমাদের নবশ্রেণীকে এই বর প্রদান কর্‌ছি, তোমরা যেমন আজ ব্রাহ্মণের কার্য্যে সহায় হয়েছ, তার পুরস্কার স্বরূপ তোমরা শূদ্র হ'লেও আজ হ'তে তোমাদের স্পর্শিত জল সমগ্র ব্রাহ্মণজাতি গ্রহণ করিবেন।

সকলে। ঠাকুর, ঠাকুর, প্রণাম করি।

(প্রণাম)

১ম নবশাক। ঠাকুর, সত্যি বল্‌ছেন, আমাদের জল ব্রাহ্মণ-ঠাকুরা গ্রহণ কর্‌বেন?

২য় নবশাক। নিশ্চয় নিশ্চয়—ঠাকুরের কথা কি মিথ্যে হয়?

(সাহ্লাদে প্রস্থান)

বল্লরী। (স্বগতঃ) মূর্ত্তিমান ব্রহ্মণ্যাবতার আগত। চক্ষু, সার্থক হও।

রাম। কি তুমি ক্ষত্রিয়?

বল্লরী। হাঁ আমি ক্ষত্রিয়।

রাম। যুদ্ধ কর্‌তে চাও? তাহালে অস্ত্র গ্রহণ কর।

বল্লরী। না আমি স্বেচ্ছায় প্রাণ দোব।

রাম। তবে যাও, নরকপূর্ণ করগে।

(অস্ত্রাঘাত)

বল্লরী। না, না, হল না, ঠাকুর পার্‌লে না? আমাকেও ফিরি ফিত্তি খেলতে দিলে না।

রাম। আবার বল, তুমি ক্ষত্রিয় ?

বলরী। হাঁ, হাঁ, আমি—আমি—

রাম। না, তুমি কখন ক্ষত্রিয় নও, তুমি ক্ষত্রিয় নও, বৈশ্য নও, শূদ্রও নও। তা হলে রামের অব্যর্থ পরশু কখন ব্যর্থ হত না। কে তুমি, সত্য পরিচয় দাও।

বল্লরী। এই ধর্‌লে—এই ধর্‌লে! ফিরি ফিত্তি—ফিরি ফিত্তি খেল্‌তে দিলে না ? রাম, রাম, আমি—আমি কি বল্‌ব, তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

রাম। তুমি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ না হলে পরশুরামের অস্ত্র ব্যর্থ কর্‌তে অপর কেউ পারে না। ব্রাহ্মণ। কই তোমার যজ্ঞোপবীত ?

বল্লরী। যজ্ঞোপবীত, তাকি আর আছে ঠাকুর! অনেক দিন তা জলাঞ্জলি দিয়েছি।

রাম। ব্রাহ্মণ হ'য়ে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করেছ ? ধর ব্রাহ্মণ, রামের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ কর।

(গলে যজ্ঞসূত্র প্রদান ও বন্ধন মোচন)

বল্লরী। তারপর তারপর কি হবে ? দয়াময় রাম, আমি ঘোর নাস্তিক, এই ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষাগ্নি জ্বালাবার আমিই একমাত্র মূল কারণ। আগে বুঝিনি, এখন বুঝ্‌ছি, কি অমৃতে কি গরল ঢেলেছি! তাই ক্ষত্রিয় ব'লে পরিচয় দিয়ে প্রভুর হস্তে নিহত হ'ব ব'লে এসে-ছিলাম। ভেবেছিলাম—ইহ জন্ম ত এই ভাবে গেল—যদি পর জন্মের কিছু কর্‌তে পারি। তাও, হল না, হরি, পায়ে পড়ি, আমার

উপায় কর। অহো! একে রোগের—যন্ত্রণা, তারপর অনুতাপের বৃশ্চিকদংশনজ্বালা। আর সহ্য হয় না। (পদে পতন)

রাম। কেন ব্রাহ্মণ! অনুতপ্ত হচ্চ? ব্রাহ্মণের আবার পাতিত্য কি, ব্রাহ্মণের আবার ব্যাধি কি? ব্রাহ্মণ যত পতিত হোক, সে একবার দিনান্তে বেদমাতা গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ কর্‌লে তার সর্ব্ব পাতিত্য দূর হয়, সর্ব্ব ব্যাধি নিরাময় হয়। ব্রাহ্মণ সেই সর্ব্ব-শক্তি-ধারিণী পবিত্রতাময়ী বেদমাতা গায়ত্রীর বন্দনা কর কি? কর, সেই বেদমাতা মহাবীজস্বরূপিণী গায়ত্রী মাতার মহামন্ত্র উচ্চারণ কর। সর্ব্ব পাতক নাশ হবে, সর্ব্ব ব্যাধি দূর হবে।

বল্লরী। প্রভু, তাও কি আর মনে আছে! সর্ব্বদা কুসঙ্গে ভ্রমণ করেছি, নিষ্ঠা ত্যাগ ক'রে অনাচারে সব হারিয়েছি, ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ সাধনের জন্য ব্রহ্মণ্যদেবকেও বিস্মৃত হয়েছি; এ পতিতের আর উদ্ধারের উপায় নেই। হায়, হায় কি করেছি, কি করেছি!

রাম। করেছ কি ব্রাহ্মণ! আত্মগ্লানি দূর কর। এস, নিকটে এস, বেদমন্ত্র অভ্যাস কর (কর্ণে কথন), দশবার জপ কর। দেখ্‌বে, তোমার অনাচার-পাংশু-আচ্ছাদিত ব্রহ্মতেজ মূর্ত্তিমান হ'য়ে তোমার হৃদয়ে এসে বিহার কর্‌বেন।

(সহসা অন্তর্দ্ধান ও ব্রহ্মতেজের আবির্ভাব)

বল্লরী। হে ব্রহ্মণ্যদেব! কর কৃপা কাতর কিঙ্করে। (প্রণাম)

ঐকতান বাদন।

——0——

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শিবমন্দির, পূজার ষোড়ষোপচার সুসজ্জিত, মণিমান ও মধুমতি পূজায় নিবিষ্ট, পূজান্তে প্রণামান্তর গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক করযোড়ে।

গীত

মণিমান ও মধুমতি।

নমঃ নমঃ সদাশিব আশুতোষ নিরঞ্জন।
যোগীবর-যোগীশ্বর সতীশ্বর সনাতন॥
ব্যোম ব্যোম নাদে বিশ্ব পুলকিত,
নীলকণ্ঠ হেরি জীবে বিমোহিত,
প্রসীদ হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বের মঙ্গল কর,
ব্রাহ্মণমহিমা ব্যাপ্ত হোক্ পুনঃ ত্রিভুবন॥

মধুমতি। তাই ত মণি, আমাদের সব হ'ল, হারা চোখ আবার ফিরে পেলুম, কিন্তু বাবাকে পেলুম না! বাবার জন্যে আমার মন যে কি করে, তা আর বল্‌তে পারি না। থাকি—থাকি মনে হয়, ঐ বাবা এসে আমাকে ডাক্‌ছেন। উঃ! বাবাগো—

(রোদন)

মণি। মধু, তপোদাদার জন্যে আমারও কিছু আর ভাল লাগে না। সর্ব্বদাই তাঁর হাসিভরা মিষ্টি মুখখানি মনে পড়ে। তিনি আমাকে মণি বল্‌তে অজ্ঞান হ'য়ে পড়্‌তেন। বুঝি আর আমাদের ভাগ্যে দেবতার দর্শন পাব না। একি—দাদা—দাদা—দাদাগো— (রোদন)

(তপোদেবের প্রবেশ)

তপোদেব। চুপ্, চুপ্ দাদা, চুপ্ কর মা! দুরাত্মা কিষণলাল জান্‌তে পার্‌লে আমার এ আনন্দের হাট এখনি ভেঙ্গে দিবে। একবার প্রাণপূরে—চক্ষুভরে দেখি।

মণি। কেন দাদা, আমার বাবা ত আর তেমন নেই, তিনিও তোমাকে খুঁজ্‌ছেন। তবে দুষ্ট কিষণলালকে তুমি ভয় ক'র্‌ছ কেন? না, তা হবে না, আর তোমাকে কোথাও যেতে দোব না। দেখি দুষ্টু তোমার কি ক'র্‌তে পারে? দাদা, আমরা যে তোমার ভাবনায় একদিনের জন্যে সুখী হই নি।

মধু। বাবা, আমায় তুমি নিয়ে চল। মণিও যাবে, আমিও যাবো। আর যে থাকতে পারিনা বাবা!

তপোদেব। সব জানি মা, তোদের জন্যে কি আমারও সুখ ছিল? সর্ব্বদাই ভেবেচি, আর কেঁদেচি! আমার বাবা শিবশম্ভু এত দিনের পর মুখ তুলে চেয়েছেন মা! আনন্দে র'হ, আনন্দের র'হ! আবার পূর্ব্বস্মৃতি আনন্দের তুফান এনে দিচ্চে! ভাই মণি, মা মধু, তোমরা দুটিতে আজ হ'তে এক হও। (মণির হস্তে মধুর হস্ত দান)

বড় সাধ ছিল, তোমাদের দুটীকে একটী দেখে যাব। ভগবানের ইচ্ছায় তা আমার অদৃষ্টে হবে না; কিন্তু নিজের ইচ্ছা অসম্পূর্ণ রাখি কেন? তাই আমি গুপ্তভাবে নির্জ্জনে তোমাদের দুটীকে একটি ক'রে দিয়ে যাচ্চি! ভাই মণি, তোর এই বুড়ো তপোদাদার ইচ্ছা পূর্ণ করিস্ ভাই! যেন এই বন্ধন তোদের জীবনের অক্ষয় বন্ধন হয়; এই আশীর্ব্বাদ ক'রে যাচ্চি।

মধু। আবার আমাদের ছেড়ে কোথায় যাবে বাবা!

তপোদেব। জীবনের একটী মহাঋণ আছে মা, সেইটী পরিশোধের চেষ্টায়।

মণি। তুমি থাক দাদা, বাবাকে ব'লে আমরাই তোমার সেই ঋণ পরিশোধ করাব।

তপোদেব। সে ঋণ অর্থে পরিশোধ হবে না দাদা! হয়ত আত্মপ্রাণ বলিদানেও সম্মত হ'তে হবে। বাঁচি ত আবার দেখা হবে। চল্লুম মা! দেখিস্ মণি, আমার সংবাদ যেন মহারাজ না পান। আনন্দে র'হ, আনন্দে র'হ। জয় শিব শম্ভু।

(প্রস্থান)

মধু। মণি, বাবাকে ত কোন কথা ব'লা হ'ল না। বাবা যেন বিদ্যুতের মত এসেই চ'লে গেলেন! তাঁর সুমুখে সাহস ক'রে কোন কথা ব'ল্‌তে পারলুম নি। জেদ ক'রে থাক্‌তেও ব'ল্‌তে পারলুম নি। কেন আমার প্রাণ কাঁদ্‌ছে মণি!

মণি। আমার তপোদাদা যেন সে তপোদাদা নেই! মুখ

থেকে যেন একটা তেজ বেরুচ্চে ! এসেই মধু, তোমায় আমার হাতে হাতে দিয়ে গেলেন। ঐ বাবা আস্‌ছেন !

মধু। মাও পেছুনে।

(কার্ত্তবীর্য্য ও মনোরমার প্রবেশ)

কার্ত্ত। জানি রাণি, ব্রাহ্মণপুত্র পরশুরাম ক্ষত্রিয়ধ্বংসে বদ্ধ-পরিকর হয়ে'ছেন। কিন্তু কি ক'রব, তিনি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা আমার অধিকার নেই। যা হবার তাই হোক্, ক্ষত্রিয়ধ্বংস হোক্, তাই ভগবানের ইচ্ছা। তোমাদের পূজা হ'য়েছে মা !

মধু। হ'য়েছে বাবা !

মনো। মণিকে সঙ্গে নিয়ে কিছু জল খাও গে। ছেলেমানুষ, এত বেলা পর্য্যন্ত তোমাদের পূজা কেন মা ! উপবাসে শেষে আবার অসুখ ক'রে ফেল্‌বে।

(মণিমান ও মধুমতির প্রস্থান)

মনো। ঠাকুরের কোন সন্ধান ক'র্‌লে হোত না ? ছেলেটা—মেয়েটা তাঁর ভাবনা বড়ই ভাবে।

কার্ত্ত। ক'রছি বৈকি। কিন্তু সন্ধান যে পাচ্চি না। আহা প্রভু আমার, আমার জন্য বহু ক্লেশ ক'রেছেন। তবু একটী দিনের জন্যও আমার বিরুদ্ধে তাঁর তপ্ত নিশ্বাস বয়নি ! উঃ ! কি ভ্রমেই পড়েছিলাম ! ভাব্‌তে গেলেও ধিক্কারে প্রাণ ফেটে যায় !

[নেপথ্যে—গেল, গেল, সব গেল !]

মনো। কেন এত জনকোলাহল হচ্ছে ?

(দ্রুতপদে সৌরাষ্ট্রাধিপতির প্রবেশ)

সৌরা। কৈ কোথা মহারাজ ! নমস্কার রাজ্যেশ্বর !
বলিতে অন্তর কাঁপে,
বিপ্রদাপে যায় ক্ষত্রকুল।
ধরণীসম্রাট প্রভু !
হেনকালে নীরব নিশ্চিন্ত রাজধর্ম্ম নহে !

কার্ত্ত। কিরূপ নিশ্চিন্ত কহ সৌরাষ্ট্র-অধিপ ?

সৌরা। জমদগ্নিসুত রাম—
দুরন্ত ব্রাহ্মণ মহাবলশালী—

কার্ত্ত। শুনিয়াছি ক্ষত্রিয়-রাজন্ !
ক্ষত্রধ্বংসে প্রতিজ্ঞা তাঁহার।
ক্ষত্র প্রতি করে অত্যাচার,
হাহাকারে মরে ক্ষত্রকুল,
বাল বৃদ্ধ যুবা কিবা গর্ভস্থিত শিশু !
আর কিছু আছে কি সংবাদ ?

সৌরা। ইহাপেক্ষা শোচনীয় অশ্রুময় নূতন সংবাদ,
চান কি আপনি হ'য়ে ধরণীর নাথ !
মরে নৃপ, স্বজাতি—আত্মীয়—স্থবির—যুবক—শিশু,
পদাশ্রিতরাজ্য-প্রজা ব্রাহ্মণের করে !

কার্ত্ত। আর যবে ব্রাহ্মণেরে সবে
নিদারুণ ক'রেছি পীড়ন,

হে রাজন্, কে তখন তাঁহাদের দুঃখের কাহিনী—
শুনেছিল, কর্ণপাতি ? এনেছিল ভূপতি গোচর ?
নীরবে স'য়েছে তারা।
এক দুঃখহারী হরি বিনা,
তাঁহাদের দুঃসহ বেদনা জানে না অপর কেউ।
আজ তার প্রতিক্রিয়া হ'তেছে সংসারে,
কে ফেরাবে তারে—বিধাতার অখণ্ড নিয়ম !
ভ্রম—ভ্রম—মহাভ্রমে প'ড়েছিনু সবে,
দেখ ভেবে কার্য্য-পরিণাম !
এক ব্রাহ্মণপ্রাধান্য নাশে,
ঘটিয়াছে কত সমাজ লাঞ্ছনা !
কেহ কাহারে মানে না, সবে শ্রেষ্ঠ হ'তে চায় !
হায় ! ব্রহ্মশাপে যাইল সকল !
নৃপ ! নাহি জান ব্রাহ্মণের বল,
ব্রাহ্মণ আপনি ভগবান্,
জীবে পরিত্রাণ হেতু—
উদয় ধরণী'পর।
অজ্ঞ নর তারে করে হেলা,
বৈতরিণী-ভেলা আপনি হারায় !

সৌরা। সম্রাটের বাক্য সত্য হ'তে পারে,
কিন্তু কহিবে অপরে, ব্রাহ্মণ রামের ডরে,
আজ ব্রহ্মদ্বেষী রাজা ব্রাহ্মণ-মহিমা গায় !

কার্ত্ত। বলুক, বলুক, তাহে নাহি ক্ষতি,
দেখেছি যে ব্রাহ্মণের প্রত্যক্ষ মহিমা!
পুত্র অন্ধ ছিল,
পলকে ঘুচিল বিপ্রপাদোদকে সে অন্ধত্ব তার!
এ হ'তে আশ্চর্য্য কিবা?

সৌরা। হে সম্রাট্! যোড় করে আহ্বানে ক্ষত্রিয়গণে,
লভিবারে রাজার আশ্রয়!
সে সবায় কি কহিব, হোক্ অনুমতি।

কার্ত্ত। ক্ষত্রগণে দিও আমার মিনতি,
ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বেষ পরিহর,
ভিক্ষা কর ব্রাহ্মণ-প্রসাদ,
ব্রাহ্মণের সনে বাদ-বিসম্বাদে নাহি প্রয়োজন!

সৌরা। নররায়! হ'য়ে তুমি ধরণীসম্রাট,
হেন কথা বাহিরিলে মুখে?
কেবা ব্রহ্মদ্বেষে সবে নিয়োজিল?
কেবা দিল অগ্রে জ্বলন্ত বহ্নিতে কর?
ভ্রম যদি হইল তখন,
এখন কি সেই ভ্রমফল অপরে দানিতে চাও?

কার্ত্তবীর্য্য। না, না, রাজা,
ভ্রমফল শুদ্ধ কেন অপরে দানিব?
নিজেও করিতে ভোগ রয়েছি প্রস্তুত।
তবে বিভুরূপী ব্রাহ্মণের—

ইচ্ছার বিরুদ্ধ পথে নাহি দাঁড়াইব।
শোন উপদেশ শেষ!
যদি থাকে মম সহায়তা-আশ,
তবে যাও ত্বরা রামের সকাশ,
পদে ধ'রে ক্ষমা ভিক্ষা চাবে,
নাহি পেলে ক্ষমা করুণে বলিবে,
"চল রাম, মহাপাপী কার্ত্তবীর্য্য পাশ,
মনআশ মিটাবে কেশব তিনি!"
যদি চিন্তামণি না শুনেন বাণী,
তবে নরমণি, দিবে বার্ত্তা ক্ষত্রিয় গণেরে,
ক্ষত্রিয় সন্তান কার্ত্তবীর্য্য,
রক্ষিবে সে ক্ষত্রধর্ম্ম,
বক্ষে লয়ে ক্ষত্ররাজগণে—
শেষ রক্ত বিন্দু তার দিবে রামের কুঠারে।
অহো ক্ষত্রধর্ম্ম—রাজধর্ম্ম—
স্বজন পালন আর আর্ত্তের রক্ষণ!

সৌরা। স্বার্থপর বিলাসের দাস,
তবু মম সনে অগ্রে নাহি যাবে রণভূমে?
মৃত্যুর জ্বলন্ত কুণ্ডে হোক্ দগ্ধ ক্ষত্রিয় মণ্ডলী!
রহিবে আপনি নিজে পত্নীপুত্র ল'য়ে?
এ জীবন অমূল্য এতই?
মৃত্যু কি হবে না কভু?

ব্রাহ্মণের সনে নাহি করিলে বিবাদ,
দানিবে কি বিপ্র অমরত্ব বর ?
হায় ধিক রাজা, আগে নাহি জানিতাম—
অন্তঃসারহীন বিষকুম্ভ পয়োমুখ তুমি !
আর কিবা হবে করি অরণ্যে রোদন !
আর কি বলিব, থাক সুখে রাজা,
পত্নীপুত্র ল'য়ে দীর্ঘজীবি হ'য়ে,
হউক ক্ষত্রিয়কুল নিজধর্ম্ম পালি—
নিয়তির সুনীল সলিলে চির নিমজ্জিত !

(প্রস্থান)

কার্ত্ত। কার্ত্তবীর্য্য প্রাণভয়ে নহে ভীত,
ক্ষত্রিয়-কর্ত্তব্য দেখাইব রণাঙ্গনে !

মনো। ভয়ে বুক দুরু দুরু হইতেছিল নাথ !
ভেবেছিনু নৃপ সহ হবে সাথী তুমি।

কার্ত্ত। নিশ্চিন্ত থেকো না প্রিয়ে, থাকহ প্রস্তুত,
আসিছে প্রলয় অগ্নি দিক্‌দাহ করি,
সাক্ষাৎ হইবে অচিরাৎ।
ধ্বংস হ'তে হবে, কেহ নাহি রবে—
ক্ষত্র-নাম-ধারী। ভয়ঙ্করী ব্রাহ্মণের ক্রোধবহ্নি-শিখা,
পান ভয় শম্ভু বিষ্ণু বিরিঞ্চি বাসব !
তাই ভাবি রাণি,
রয়ে গেল অতৃপ্ত বাসনা,

হ'লনা হ'লনা আর !

মনো । ওমা, ওমা, কিবা হবে !
কোন্ আশা প্রভু রেখছ হৃদয়ে ?

কার্ত্ত । একদিন উন্মত্ত দশায়,
মধুমতী দুখিনী বালায়—
করেছিনু ভাবী পুত্রবধূ সম্বোধন,
রাণি, সেই সাধ না হ'ল পূরণ ।

মনো । কেন প্রভু, অপূর্ণ রহিবে ?

কার্ত্ত । সময় সংক্ষেপ প্রিয়ে !
আজি কিম্বা কাল, রাম মহাকাল—
উদয় হবেন পুরে, আমার বিনাশ হেতু !

মনো । হায় ! হায় ! কি শুনালে নাথ !
কোন্ অমঙ্গল আসিল অরাতি বেশে ?
তবে আজি দিব মণির বিবাহ ।
আমার' বাসনা তাই ।
সুধাই রাজন্, করিব কি আয়োজন ?

কার্ত্ত । সময় সংক্ষেপ রাণি, করিও না আড়ম্বর ।
চল যাই প্রণমি শঙ্করে ।

(প্রণাম ও প্রস্থান)

মনো । বাবা ভোলানাথ !
কর মুক্ত নাথে ব্রহ্মকোপানলে ।

(প্রণাম ও প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ

(সাজি হস্তে বল্লরী ও পশ্চাতে চম্‌কাইতে চম্‌কাইতে কিষণলালের প্রবেশ)

বল্লরী। হে ব্রহ্মণ্যদেব! কর কৃপা কাতর কিঙ্করে!
হ'লেও সকল ত্যাগী, যেন নিষ্ঠাত্যাগী না হই কখন,
নিষ্ঠাবান্, মূর্খ আকিঞ্চন,
পুরুষ প্রধান, তার বলে অভাব রহে না আর!

কিষণ। (স্বগত) এই গো—এই সব মন্ত্র আউড়াচ্চে! তাইত কি হবে? সব বামুন এক হ'য়েচে। রাম কুড়ুল ধরেচে। এই বুঝি মার্‌লে!

বল্লরী। হায় কোথা গেল তপোদেব!
হা ভুদেব! এখনও হয় মনে,
সেই হাস্য ফুল্ল প্রশান্ত বদনে তব
আহা কত তাহে সরলতা মাখা!

কিষণ। ও বাবা, আমার যে সর্দ্দিগর্ম্মি হ'ল! কি হ'ল! ভয়ে বুক দুর দুর ক'র্‌ছে! আপ—আপনি কি আমাদের দা-ঠাকুর!

বল্লরী। আমি সেই নরাধম বল্লরী ভাই, নরক হ'তে উঠেচি! ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ ক'রেছিলুম বলে—তাই এ পতিতের উদ্ধার হয়েছে; সে দারুণ ব্যাধির করাল মুখ হ'তে অব্যাহতি পেয়েছি;

হায়! হায়! তা নাহ'লে কি হ'ত? কিষণলাল! তা নাহ'লে আজ তোমার মত আমায় পথে পথে ভয়ে ভয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়াতে হ'ত? ধিক্ আমায়! আমি এ হেন ব্রাহ্মণ জাতির ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হ'য়েছিলুম! দয়াময় ব্রহ্মণ্যদেব! আমায় তুমি রক্ষা করেছ! তুমিই দীনহীনের ভরসা!

কিষণ। এই গো—আবার সেই মন্ত্র! ও বাবা, সব বামুন কেউটের জাত বাবা! এই গো—এইবার বুঝি সাব্ড়ালে!

বল্লরী। এই ত আমি আছি ভাই!

কিষণ। তুমি কে দা-ঠাকুর? সত্য বল্‌বে, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যা বল্‌বে দা-ঠাকুর, আমি তাই করব!

বল্লরী। তোমার কিসের জন্য ভয় হ'চ্ছে ভাই কিষণলাল?

কিষণ। তা আমি জানিনি, দা-ঠাকুর! সেই তপোদেব ঠাকুরকে এঁদো পুকুরের জলে ডুবাবার পর থেকেই আমার যেন কেমন হয়েচে! কোন বামুন দেখ্‌লে, এমন কি বামুনের ছায়া মাড়ালে, বামুনের নাম ক'রলে, বামুনের কথা মনে হ'লেই আমার বুকটা গুর গুর ক'রে উঠে দা-ঠাকুর! তারপর আর একটা কি—রাম—ও বাবারে—

বল্লরী। একি! এমন ক'রে উঠ্‌ছ যে?

কিষণ। ঐ—ঐ—সেই বামুনের নাম ক'র্‌তেই—ঐ গো—ঐ আস্‌ছে, এই সুরু হ'ল—এ—ই—ই—এল—(কম্পন)

রাম। (নেপথ্যে) যদি কেউ থাকহ ক্ষত্রিয়,

ত্বরা আসি করহ সমর।

কিষণ। পালাও, পালাও, এসেচে, এসেচে, অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ!

(পতন ও মৃত্যু)

বল্লরী। বুঝিলাম ঘোর ব্রহ্মশাপে—
ব্রহ্মদ্বেষী হইল নিধন!
নীচ অভাজন, ক্ষুদ্র আত্মা ল'য়ে—
নারিল সহিতে ব্রহ্মতেজ!
নারায়ণ! এ অধম এরি মত—
ছিল ত পাতকী, মাত্র ব্রহ্মকুলে—
জন্ম বলি তারিলে পাতকে!
দেখ প্রভো! দীনহীনে!
আর যেন ভ্রমে,
ব্রহ্মমূর্ত্তি হৃদি হ'তে নাহি টুটে,
অনশনে কিম্বা ব্যাধি-যন্ত্রণায়—
যদি যায় প্রাণ, ভগবান—
তবু যেন স্বধর্ম্ম স্বনিষ্ঠা কভু নাহি ত্যজি!

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুর প্রাঙ্গণ

গুণমণি, আয়তিগণ, মণিমান ও মধুমতী আসীন।

গীত

আয়তিগণ।

ওগো তোরা সব আয় আয়তি ছাঁত্‌লা তলায় এল বর।
আন্‌লো ত্বরা ঘুরিয়ে কনে উলু দিয়ে বর বরণ কর॥
নে বরণ ডালার মনামণি, বর কনের কর কর বাঁধুনি,
ক'নের ঘোমটা খুলে বয়ানখানি বরের মুখের পানে ধর;
(আগে) চোখের হোক্‌ শুভমিলন—মনের মিলন হবে পর॥

(সকলে উলুধ্বনি)

(কার্ত্তবীর্য্য ও মনোরমার প্রবেশ)

কার্ত্ত। গণা দিন যাইল ফুরায়ে,
নিকট হইল কাল জঞ্জাল মিটাতে।
হ'য়েছে ত সব মঙ্গল উৎসব,
নাহি হয় যদি ক্ষত্ররীতি—তবে গান্ধর্ব্ব বিধানে—
যাও ল'য়ে কক্ষে বরবধূ।

২য় আয়তি। হয়নি ত ওমা, গাঁটছড়া বাঁধা,
কে বাঁধিবে, দাও বেঁধে আপনি জননি।

মনো। আমিই বাঁধিব ওমা,
অভাগীর হোক্ সার্থক জীবন ;
মোর মণিধন—অনেক সাধনে,
পেয়েছিনু অমূল্য রতনে,
দেবদেব আশুতোষপাশে !
আজ সব আশা মিটিল আমার।
আয় বাবা—আয় ওমা— (গাঁটছড়া বন্ধন)

কার্ত্ত। এ বন্ধন হউক তোমার রাণি অক্ষয় বন্ধন,
এ জীবনে এই সুন্দর মিলন,
এই মিলন-বন্ধন হ'তে—
আর যেন উন্মুক্ত না হয় বরবধূ—
এই করি আশীর্ব্বাদ।
তুমিও মহিষি,
করহ আশীষ নবদম্পতিরে।

মনো। পিতৃ-আশীর্ব্বাদ রাজা,
পায় দম্পতিরা যেন—
করে অভাগিনী এই আশীর্ব্বাদ।
যাও মা লইয়া বরবধূ,
গৃহ মোর কর গিয়া আলো।

(রাজা রাণী ব্যতীত সকলে সাহ্লাদে
উলুদিয়া বরবধূ লইয়া প্রস্থান)

নেপথ্যে—রণবাদ্য।

কার্ত্ত। অই শোন রাণি, রণবাদ্য বাজে !
ক্ষণেক সম্বর, কহি দুই চারি কথা !
বুঝি ব্যথাহারী হরি আগত হইল দ্বারে,
এবে যুদ্ধ বিনা আর নাহিক উপায় !

মনো। যুদ্ধ বিনা আর নাহি কি উপায়,
যদি দয়াময় ব্রাহ্মণ-চরণে ক্ষমা চাও নাথ !

কার্ত্ত। শত শতবার পারি চাহিবারে ক্ষমা—
ব্রাহ্মণ-চরণে,
কিন্তু সুলোচনে, নাহিক উপায় ;
ক্ষত্রধর্ম্ম নয়—
রণাহ্বানে নীরব নিশ্চিন্ত থাকা !

মনো। কি হইবে রাজা,
ব্রহ্ম অরি, পাই মনে ভয়,
কি জানি কি হয়,—
ব্রাহ্মণের ক্রোধের আগুণে !

কার্ত্ত। কিবা হবে আর,
পাপদেহ ভার যদি লন্ পাপতাপহারী,
প্রাণেশ্বরি, এ হ'তে সৌভাগ্য কিবা ?
ম'রে পুনঃ ধরায় আসিব,
পুনঃ পিতামাতা পাব,
শৈশবে খেলাব হেসে,

নবোৎসাহে নবশিক্ষা ধর্ম্মশিক্ষা লব,—
এই পাপদেহ দিয়ে জলাঞ্জলি !

(পুনঃ রণবাদ্য)

রাম। (নেপথ্যে) কই কোথা নরাধম হৈহয় রাজন্,
দে রে রণ ত্বরা আসি,
পিতৃনাশি !
ব্রাহ্মণ-নন্দন-রাম রণপ্রার্থী আজ।

কার্ত্ত। শুনিছ কি কালের গর্জ্জন,
আগমন ভৃগুরাম করিলেন দ্বারে।
আর কেন অন্তঃপুরে শান্তিনাশ করি !
আসি আসি ক্ষত্রিয়কুমারি,
এই দেখা শেষ দেখা হ'ল,
ফেল' অশ্রু ফেল ;
সহ সহ' যাতনা দুঃসহ,
সতত প্রস্তুত রহ নারীধর্ম্ম পালিবারে রাণি !
নাহি ভেব' ভয়, হোক্ ব্রাহ্মণের জয়,
পরাজয় হোক আমার,
পাইব নিস্তার তাহে।

(প্রস্থান)

মনো। এস নাথ !
হোক্ হোক্ ব্রাহ্মণের জয়,
কেন পাব ভয়,

নারী নয় প্রাণেতে কাতর !
রাজ্যেশ্বর ! বড় জ্বালা পেয়েছ সংসারে,
ব্রাহ্মণের করে—যাও যাও—
কিছুদিন শান্তি লভ গিয়া।
চেয়ো ক্ষমা তাঁর শ্রীচরণে,
রেখো মনে ব্রাহ্মণ-চরণ !
আমার কারণ ভাবিও না নৃপ,
কত দোষ ক'রেছে অধিনী,
নরমণি ! কর' তারে ক্ষমা।
ধৈর্য্য ধর্ মনোরমা !
কার্য্য শেষ কর এই বেলা—
সীমন্তে সিন্দুর যদি চাস্।
ব'স ব'স প্রায়োপবেশনে,
নাথের যাবার আগে চ'লে চল্—ওরে ভাগ্যবতি।
নয় পথে পতি মহাক্লেশ পাবে,
অসন্তুষ্ট হবে তোরে না হেরিয়া তথা ! (উপবেশন)
পতি ব্রহ্মা, পতি বিষ্ণু, পতি দেব মহেশ্বর,
পতি গতি, পতি মুক্তি, পতি ধর্ম্ম পরাৎপর।

(সহসা মনোরমার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ ও জ্যোতির্ব্বিকাশ)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

(রাম ও মঞ্জুষার প্রবেশ)

রাম। নাচ শক্তিময়ি রণোন্মাদিনি মা,
নাচ নাচ সম্মুখে আমার,
হোক্ শক্তির সঞ্চার ক্লান্ত কলেবরে,
এস রাম-মেঘে বিদ্যুৎবরণী দেবি।

মঞ্জুষা। খেল খেল বনমালি,
চতুরালী রাখ এ সময়!
ত্যজ অবসাদ, ধর অস্ত্র—
নিম্ন তরু-শাখা যত ক'রেছ ছেদন,
এবে করহ ছেদন কার্ত্তবীর্য্য মূল তরু।
হোক্ কার্য্য শেষ তব।

(প্রস্থান)

রাম। (উচ্চৈঃস্বরে) ভো—ভো হৈহয়-রাজন্!
কর আগমন,
দ্বারাগত কালরূপী অতিথি তোমার,
করহ সৎকার, রাজা তুমি—
রাজধর্ম্ম পাল।

(কার্ত্তবীর্য্যের প্রবেশ)

কার্ত্ত। স্বাগত হে বাঞ্ছিত অতিথি,
বহু ভাগ্য মম বহু পুণ্যফলে—
পেয়েছি হেথায় অযাচিত অনুগ্রহ তব !
কিন্তু কেন রুদ্রবেশ ?
যা চাহিবে, তাই পাবে,
দেহ কি জীবন, পুত্রপরিজন,
অগণন দাসদাসী—প্রয়োজন যাহা।

রাম। ভণ্ড ধূর্ত্ত কাপুরুষ ভুলিছ কি পূর্ব্বকথা ?
যবে পিতার আশ্রমে,
শান্তভাবে অতিথি হইলে,
রাজোচিত সম্মান পাইলে,
কিবা দিয়েছিলে প্রতিদান তার ?
আরে দুরাচার, হেন ভক্তি আজ কোথা হ'তে এল ?
নাহি কি স্মরণ ?—
আমিও তেমন আজ তোমার অতিথি।
বিনিময়ে প্রতিদান দিয়েছিলে যাহা,
চাই তার প্রতিবিনিময় !

কার্ত্ত। লীলাময় ! কার্ত্তবীর্য্য নহে ধূর্ত্ত কাপুরুষ !
ঘোর মতিভ্রমে সেধেছিনু বটে—
কার্য্য অনর্থের ;
ভগবান্, সৎকার-বিনিময়ে

যে শোণিতপাত ক'রেছিনু পিতার তোমার,
সে শোণিত ধার,
দিব আমি বিনা ক্লেশে তব।
ত্যজ রণবেশ, ত্যজ অস্ত্র,
রণবেশী সশস্ত্র মূরতি নহে ব্রাহ্মণের ;
তাহে বিপ্রধর্ম্ম যাবে,
পুনঃ মোরে নরকে ফেলিবে।
আর পাপে মজাও না পতিতপাবন !
সনাতন ! তার চেয়ে
ত্যজি অস্ত্র ধর পাত্র,
দিব আমি মম রক্ত রক্ত-বিনিময়ে।

(আত্মনাশে উদ্যত)

রাম। ভো নৃপ, ইহাও প্রতিজ্ঞা মম নয়,
স্বেচ্ছায় জীবন কার' নাহি লই দান।
ক্ষাত্রধর্ম্ম—রাজধর্ম্ম পালহ ক্ষত্রিয়-রাজা !

কার্ত্ত। ব্রাহ্মণ-আদেশ।
হে ব্রাহ্মণ্যদেব ! ক্ষমা কর মোরে—
ব্রহ্মগাত্রে অস্ত্র নিক্ষেপণে !
ক্ষত্র আমি, ক্ষত্রধর্ম্ম জানি,
ধর রাম—ধর হরি—ধর প্রহরণ !

রাম। সহ নৃপ ভীষণ আঘাত,
আত্মরক্ষা কর নৃপমণি ! (পরশু উত্তোলন)

(সহসা তপোদেবের প্রবেশ)

তপোদেব। (রাম সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া)
হে ব্রাহ্মণ ! নরহত্যা বিপ্রধর্ম্ম নহে !
রাজা উনি, রাজ্যের জনক—ধরিত্রীপালক,
তাঁরে নাশ বিহিত না হয় কভু।

কার্ত্ত। একি—একি—প্রভু তপোদেব !
বাবা, বাবা, একি দয়া, একি দয়া !
এত দয়া থাকে কি সংসারে ?
সন্তানের এত অত্যাচারে,
তবু দেব, ভোল নাই অধম সন্তানে ?
আসিয়াছ রণাঙ্গনে নিজ প্রাণ দিতে বলিদান !
ভগবান, ক্ষম অপরাধ। (পদধারণ)

রাম। হে ব্রাহ্মণ, কি কর, কি কর,
ব্রাহ্মণ হইয়া কর ব্রাহ্মণ-অরাতি সেবা ?
ব্রাহ্মণ-বিরুদ্ধে আসি দাঁড়াও সম্মুখে ?
যাও বিপ্র, জান নাহি রামের প্রতিজ্ঞা,
শোন নাই বিপ্র রাম—
নিঃক্ষত্রিয় করিতে ধরণী—
ধরিয়াছে পরশু স্বকরে ?

তপোদেব। শুনিয়াছি রাম, প্রভু ভগবান,
ব্রাহ্মণ-পীড়নে ধরাধামে আপনি উদয় !
কিন্তু রাজা নয় বধ্য কভু তাঁর,

রাজায় তাঁহার করুণা অপার,
নিজ অংশ রাজদেহে।

রাম। সর্পদষ্ট অঙ্গুলি ছেদন—
ব্যবস্থা যেমন দ্বিজ,
সেইরূপ রাজায় সংহার আমি করিব নিশ্চয়।

তপোদেব। ক্ষমাপ্রাণ তুমি যে ব্রাহ্মণ,
ক্ষমা কর মহারাজে।
তুমি ভার না সহিলে হরি,
হেন ভার কে সহিবে আর?

কার্ত্ত। প্রভু, পিতা তুমি মম,
শত শতবার, ব্রাহ্মণসমীপে ক্ষমা নিতে পারি,
কিন্তু প্রাণভয়ে ক্ষমা ভিক্ষা—
ক্ষত্রধর্ম্ম নহে। প্রাণ দিব রণাঙ্গনে,
ক্ষত্রবীর্য্য দেখাব জগতে।

তপোদেব। রাজা, তব অগ্রে মম প্রাণ দিব;
তবু রাজহত্যা না দেখিব।

রাম। যাও বিপ্র, প্রতিজ্ঞা-পূরণে ঘটিছে বিলম্ব!

তপোদেব। মম প্রাণ থাকিতে হে রাম,
রাজপ্রাণ দিব না নাশিতে।
আমার শোণিতে কর আচমন—
পবিত্র জাহ্নবী বারি গণি,
পরে কর' পিতার তর্পণ।

রাম। তবে বিপ্র নাহি মম অপরাধ,
আত্মরক্ষা কর।
সতত উন্মুক্ত রহে রামের পরশু। (যুদ্ধ)
একি—একি অস্ত্রাঘাত মম হ'তেছে বিফল !
হা রে বিপ্রবল,
করে ভঙ্গ প্রতিজ্ঞা অটল !
কোথা মা শঙ্করি,
অবতরি পূর্ণ কর বর।

(মঞ্জুষার পুনঃ প্রবেশ)

মঞ্জুষা। ভুলেচ কি সারাৎসার,
ব্রাহ্মণ-দমনে নয় পরশু তোমার,
ক্ষত্রিয় সংহার হেতু !
কহি তাই, ধরি ব্রহ্মবাণ,
নাশ ব্রহ্মতেজ হ'য়ে ব্রহ্মরূপ,
পূর্ণ হবে অভীষ্ট তোমার।

(প্রস্থান)

রাম। জগন্মাতঃ ! ধন্য তোর অদ্ভুত করুণা !
অসময়ে আনিয়ে চেতনা দিলি দান !
ধরি ব্রহ্মবাণ—যেই বাণ পিতৃদত্ত মম।
চিন্তা কর নৃপ, নিকট শমন।

(ব্রহ্মবাণ নিক্ষেপণ, তপোদেব কর্ত্তৃক বক্ষে ধারণ)

কার্ত্ত। ধন্য ধন্য তুমি হে ব্রাহ্মণ,
কি আদর্শ আত্মত্যাগ!
আমা তরে অকাতরে দধীচি সমান,
দিলে নিজ প্রাণ! এ মহান্ দৃষ্টান্ত কোথায়?
হে মহিমময়! তোমার উপমা নাহিক ধরায়,
নমঃ! নমঃ ব্রহ্মরূপ!

(প্রণাম)

রাম। হে ব্রাহ্মণ!
নিষ্কাম মূরতি মূর্ত্তিমান্ দেব অবতার,
ব্রহ্মবাণে মৃত্যু কি তোমার?
সংস্কার মাত্র হইল জীবন।
ওঠ দেব, ওঠ নিষ্কামনা পুণ্যপ্রভ
পবিত্র বিগ্রহ!
হের ঐ দেবরথ সম্মুখে তোমার। (উত্তোলন)
লভ পুরস্কার, কর আরোহণ,
যাও নিত্যধাম—ব্রহ্মলোকে।
(শূন্য হইতে দেবরথের আবির্ভাব, তপোদেবের
আরোহণ ও ঊর্দ্ধে অন্তর্দ্ধান)
হের রাজা, ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য কেমন!
আরে নরাধম, তুই সে ব্রাহ্মণ—
মহামুনি জমদগ্নি করিলি সংহার!
নাহি ভেবেছিলি পরিণাম তার,

ভেবেছিলি—ব্রাহ্মণ আবার আমার করিবে কিবা ?
নাহি ভেবেছিলি ফণি-ফণা কত ভয়ঙ্কর !
ধর্ ধর্ পুনঃ অস্ত্র ধর্ ।

কার্ত্ত । প্রভুর আদেশ প্রভু, পালিছে অধম,
নারায়ণ, এই মিনতি চরণে—
শেষ ক্ষমা ক'র দয়াময় । উভয়ের যুদ্ধ)

রাম । পূর্ণ—পূর্ণ প্রতিজ্ঞা হোক্ ।
যাও পিতৃঘাতী—যাও যমদ্বার । (অস্ত্রাঘাত)

কার্ত্ত । শেষ ক্ষমা ক'র ক্ষমা-অবতার । (পতন ও মৃত্যু)

রাম । (কোষাতে রক্ত গ্রহণ পুর্ব্বক)
তৃপ্ত হও, তৃপ্ত হও, তাপিত ধরণী,
তৃপ্ত হও, তৃপ্ত হও আমার জননী,
প্রতিজ্ঞা পূরেছে রাম ।
পণ—পণ—ক্ষত্রিয়-নিধন !
আয় ক্ষত্রগণ,
আজ করিবে রে রাম পিতার তর্পণ ।

(উন্মত্তবৎ প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কক্ষসম্মুখ

মণিমান ও মধুমতি।

মণিমান। শুন্‌লে ত মধুমতি, পিতা হত হ'য়েছেন, তাই এখন পিতৃহন্তার সহিত যুদ্ধ ক'রতে যাব। আমায় রণসাজে সাজ্‌তে হবে।

মধু। সাজাসাজি কি আর নাথ! আমি সোণার গাড়ুতে ঠাণ্ডা জল নি, আর তুমি অর্ঘ্য নাও; আমি মণিমুক্তার কাজ করা সুন্দর আসন নি, তুমি ক্ষীরসরনবনী দিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে নাও। আপাততঃ এই আমাদের ভক্তিযুদ্ধের আয়োজন। তারপর ব্রাহ্মণকে জয় ক'র্‌তে যে যে অস্ত্রের আবশ্যক হবে, তা আমরা দুজনেই সেখান থেকে যোগাড় ক'রে নিতে পার্‌ব।

মণি। সুন্দর যুক্তি হ'য়েচে; কিন্তু আমি বলি, সে সকলেরই বা আবশ্যক কি? এই সব বাহ্য বস্তু নিয়ে গেলে সাধারণ লোক মনে ক'রবে, মহাবীর কার্ত্তবীর্য্যের পুত্র প্রাণভয়ে এই সকলের আয়োজন ক'রেছে। আমার কলঙ্কে দুঃখিত নই, কিন্তু পিতৃনিন্দা হবে। তার চেয়ে অস্ত্র শস্ত্র নিয়েই যুদ্ধে যাব; আর তুমি যে সকল আয়োজনের কথা ব'ল্‌লে, সে সকল আমাদের সঙ্গেই থাকবে। যুদ্ধস্থলে গিয়েই প্রথম আমরা সেই পিতৃঘাতী রামের শ্রীচরণ চক্ষের জলে ধুয়ে দোব, ভক্তিশ্রদ্ধার অর্ঘ্য অনেকদিন সাজিয়ে রেখেচি; মধুমতি! সেইগুলি তাঁর শ্রীপাদপদ্মে ঢেলে দোব। এমন হৃদয়

পাতা র'য়েচে, প্রভুকে এইখানে বসাব। প্রেমের নবনী খাওয়াব। নাম নিয়ে তাঁর পূজা ক'রব। ব'লব—হে ব্রাহ্মণ! আমাদের রাজ্যৈশ্বর্য্যের গর্ব্ব নেই; দীনের ঠাকুর! দীনের পূজা নেবে নাকি?

রাম। (নেপথ্যে) হৈহয় রাজার কুলে থাক যদি ক্ষত্রিয়সন্তান,
তবে ত্বরা হ'ও আগুয়ান,
বিপ্র রাম দ্বারে রণপ্রার্থী আজ।

মধু। অকস্মাৎ কেন হয় নাথ, মেঘের গর্জ্জন!

মণি। প্রাণাধিকে! মেঘের গর্জ্জন নহে; অকস্মাৎ
সৌভাগ্যের ঘটে সূত্রপাত,
ব্রাহ্মণ পরশুরাম সমাগত দ্বারে।
চল প্রিয়ে! সমাদরে আনি গিয়া তাঁরে!

(রামের প্রবেশ)

রাম। রে বালক! ক্ষত্রিয়সন্তান তুমি,
সমাদর নহে প্রার্থী রাম তব পাশে।
রণপ্রার্থী শুধু। দেহ রণ, দেহ রণ,
নয় আগমন কর সম্মুখে আমার,
লেলিহান কঠোর কুঠার প্রতীক্ষা করিছে!

মণি। হে ব্রাহ্মণ! হেন ভাগ্য হবে কি আমার!
সাক্ষাৎ মাধব তুমি মানবে ভূদেব,
তব বাঞ্ছা পূরাইতে হব ক্ষমবান!

দিব প্রাণ, কার্ত্তবীর্য্য পুত্র আমি,
প্রাণ দিতে নহিক কাতর।
কিন্তু বিপ্রবর,
অগ্রে মম সৌভাগ্য প্রদানি—দেহ পদধুলি।

(প্রণাম)

মধু। বাঞ্ছাকল্পতরু! আরো বলি—
উভে পতি-পত্নী-মোরা,
এই মাত্র হ'য়েছে বিবাহ,
এখনও রক্তপট্টবাসে আছে গাঁট ছড়া বাঁধা,
ক্ষণে ঘটে এ ঘটনা। নাহি মানা—
স'ব বিয়োগ যাতনা,
কিন্তু বাসনা পূরাও দ্বিজ,—
গৃহে করি পানাদি ভোজন,
দেহ পুণ্য আতিথ্যসৎকারে।

রাম। আরে বালা, দুরাশা তোমার,
রক্তবিনা নাহিক আহার,
ধ'রেছি কুঠার করে তাই।
চাই শুধু ক্ষত্র-হৃদয়-শোণিত,
পিতৃনাশদগ্ধ হৃদি করিতে শীতল।

মণি। পিতা হেতু এত ক্ষুব্ধ দ্বিজ!
'তবে মধুমতি, ত্যজ নিজ বাসনা তোমার,
বিকার ভেবোনা মনে।

অতিথি ব্রাহ্মণে তুষ্ট কর—
অভিপ্সিত বস্তু দানি তাঁর।

গীত

এস এস ভগবান।
তোমারি বস্তু লওহে তুমিই, তাহে বাদী হবে না সন্তান ॥
তবে নিবেদন এই হে ব্রাহ্মণ, হ'য়েছ অতিথি যবে,
(আমার) চোখের জলে ধুইতে চরণ, হৃদয়-আসনে বসিতে হবে,
আমি নয়ন মুদিয়ে ধেয়াব মূরতি—অমর হইব তোমার ভাবে,
তখন বাসনা পূরাও হে বিশ্বনাথ, যাহা হয় তোমার বিধান ॥
দেখ বিশ্ববাসি, বিশ্বনাথ আসি অতিথি আমার,
ভবে আমা সম কেবা ভাগ্যবান্ ॥

রাম। আসে অশ্রুবারি—
কর্ত্তব্যের নির্ম্মমতা-গিরি বিদরিয়া ;
কি করিব, আরে রে বালক !
কর্ত্তব্যের দাস আমি।
রহ অশ্রু নয়নের কোণে !
তৃপ্তি হেতু মম তুমি সম্মুখে বালক,
তুমি তৃপ্ত না হইলে ক্ষতি নাহি হবে,
তৃপ্ত কর কর্ত্তব্যে আমার।

(পরশু আঘাত, মণিমানের পতন ও মৃত্যু)

মধু । ক'রেছ কর্ত্তব্য কার্য্য ভূদেব ব্রাহ্মণ !
আর' কিছুক্ষণ সাধ' কর্ত্তব্য তোমার—
বিধবার হেরি পরিণাম !
এখনও বিবাহ বাসর হয়নি মোদের ;
লোকাভাব—ভগবান্ যোগদান করসে বাসরে ।

গীত

তুমি না জাগিলে সাধের বাসরে—কেবা আর জাগিবে বাসর ।
আমোদ-অহ্লাদ সব অবসাদ গান নিরাশার-হাহাস্বর ॥
কার মুখ চেয়ে উথলিবে হিয়া, পুলকে নাচিবে গো,
কার বামে বসি জুড়াব নয়ন আপনা ভুলিব গো,
বোঁটার কুসুম ছিঁড়েচ হে প্রভু, কেমনে রহিব গো,
তারে নিয়েছ চরণে, আমারেও লও, হে ব্রাহ্মণ করুণাসাগর ॥
(রামের পরশু লইয়া আত্মহত্যা)

রাম । ধিক্—ধিক্ কর্ত্তব্যতা ! নব বিবাহিতা বালা,
তিলার্দ্ধও সহিল না স্বামীর বিরহ,
অনায়াসে নিল আমার পরশু খরসান,
চকিতে পরাণ দিল দান !
ধন্য ধন্য ক্ষত্রিয়বালিকা !
ধিক্ ধিক্ কর্ত্তব্যতা !
আজ হ'তে হও দূর তুমি !
যে পরশু স্খলিত করিলা বালা করে,

আর না সে করে ধরিব পরশু।
এই শেষ! এই কার্য্য শেষ!!
ক্ষেত্রমেধ মহাযজ্ঞে—
শেষ নব দম্পতি আহুতি!
আর নাই ক্ষত্র কেহ! প্রাণভীত পলায়িত জনে—
ক্ষত্র বলি নাহি গণি।
এস শক্তি দয়াময়ি,
চল চল রক্ত সরোবরে।
নব বিবাহিত এই শেষ দম্পতির পবিত্র শোণিতে—
সাধি চল গিয়া দেবি, পিতার তর্পণ!

ক্রোড় অঙ্ক

সমন্ত পঞ্চক

ক্ষত্রিয়-শোণিতপূর্ণ পঞ্চসরোবর

পরশুরাম আসীন।

রাম। দেথ বিশ্ব—

একবিংশ বার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া ধরণী,

প্রতিজ্ঞা পালিছে রাম পিতার তর্পণে।

পিতা জমদগ্নি দেবশর্ম্মন্!—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবা।

তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতা মহোদয়ঃ॥

অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।

ময়া দত্তেন রক্তেন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং॥

(রামের পিতামাতার প্রেতাত্মার আবির্ভাব, ও তিনবার রক্ত প্রদান)

পিতা স্বর্গঃ! পিতা ধর্ম্মঃ! পিতা হি পরমন্তপ।

পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥ (প্রণাম)

মঞ্জুষার প্রবেশ।

মঞ্জুষা। আর কেন নরহরি,

রুদ্ররূপ কর অবসান।

অনুষ্ঠান করি অশ্বমেধ যাগ

মহাভাগ, কশ্যপে ধরণী দান।
হিংসাবৃত্তি পরিহরি,
বৈকুণ্ঠের নাথ! চল বৈকুণ্ঠের 'পর—
ত্যজি নর কলেবর ধর রূপ নব নটবর।
ধন্য হরি দেখাইলে ধ্রুব ব্রহ্মতেজ!
আবার কি ভাব হরি!

রাম। ভাবি ওমা, যে ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি করেছি ধারণ,
সে সাধের পূত মূর্ত্তি কভু না ত্যজিব,
রহিব অমর ভাবে, কলিকলযুগে যবে,
সর্ব্ব জাতি হবে উচ্ছৃঙ্খল,
ধর্ম্মে ব্যভিচার ঘটাবে সকল!
তখন মা—এই রুদ্রবেশ ত্যজি—
জন্মি পুনঃ ব্রাহ্মণ-ঔরসে,
ধরি ব্রাহ্মণ শরীর ল'য়ে ব্রহ্মতেজ—
আরোহিয়া অশ্বোপরে,
ভীম খরসান কৃপাণ ধারণে হব'
পুনঃ ভীম রুদ্রমূর্ত্তি কল্কি-অবতার।
করিব সংহার সনাতন ধর্ম্মদ্বেষী অভাজনে।
বিশ্বে সনাতন ধর্ম্ম করিব স্থাপন।
আয় ওমা শক্তিময়ি আমার হৃদয়ে।

(সহসা মঞ্জুষা রামশরীরে লীন হওন, ও রামের কল্কি—
মূর্ত্তি ধারণ; স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি।)

(দেবগণের প্রবেশ)

গীত

জয় জয় ভূভারহারী মুরারি !
মধুনাশকারী মাধব নররূপধারী ॥
যুগে যুগে তব অবতার দর্পীদর্প করিতে সংহার,
দুষ্টপীড়ন শিষ্টপালনকারী ।
জয় জনার্দ্দন, ব্রহ্মমহিমাবর্দ্ধন, যোগীজনহৃদিচারী ॥

যবনিকা পতন ।

প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্র-পাত্রীগণের নাম

১৩২০—১৮ই মাঘ।

পাত্র—

মহাদেব—	শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়
পরশুরাম—	" চুনীলাল দেব
	" ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
	" ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়
চতুর্ব্বেদ	" ননীলাল দাস
	" গণেশচন্দ্র শেঠ
মদন—	শ্রীমতী আজবসুন্দরী দাসী
বসন্ত—	" সত্যবালা দাসী
ব্রহ্মপুত্র—	" কুমুদিনী দাসী
কার্ত্তবীর্য্য—	" মন্মথনাথ পাল
মণিমান—	" হরিমতি দাসী (ছোট)
বল্লরী—	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু
তপোদেব—	" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
কিষণলাল—	" অটলবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
খাণ্ডক্য—	" হরিদাস দে
চেদিরাজ—	" কুমারকৃষ্ণ মিত্র
চন্দ্রকেতু—	" ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়

সৌবিরাধিপতি—	„	গণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সৌরাষ্ট্রাধিপতি—	„	নৃসিংহপ্রসাদ মিত্র
বৈশ্য—	„	হরিদাস দে
শূদ্র—	„	নারায়ণচন্দ্র দাস
ভিখারী—	„	ননীলাল দাস।
জমদগ্নি—	„	গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী

পাত্রী—

মহাশক্তি—	শ্রীমতী	বসন্তকুমারী দাসী
গৌরী—	„	সত্যবালা দাসী
মঞ্জুষা—	„	বসন্তকুমারী দাসী
গায়ত্রী—	„	সোণামণি দাসী
রতি—	„	কুমদিনী দাসী
বাসন্তী—	„	বসন্তকুমারী দাসী
সুমুখা—	„	হরিমতী দাসী (বড়)
মনোরমা—	„	কিরণবালা দাসী
মধুমতী—	„	সন্তোষকুমারী দাসী
রেণুকা—	„	সোণামণি দাসী
গুণমণি—	„	ক্ষান্তকালী দাসী

শিক্ষক— শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব

সহকারী ঐ— " নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব

সঙ্গীত শিক্ষক— " পূর্ণচন্দ্র ঘোষ

নৃত্য শিক্ষক— " নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু

সহকারী ঐ— " ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

স্বত্বাধিকারী ও অধ্যক্ষ—চুণীলাল দেব

গ্রন্থকার প্রণীত

অন্যান্য পুস্তক।

অন্নপূর্ণা (সচিত্র), মহীরাবণ, প্রবীরপতন বা জনা, দাতাকর্ণ, কালকেতু, কালাপাহাড়, রুক্মাঙ্গদ রাজার হরিবাসর (অভয় দাসের যাত্রায় অভিনীত), প্রহ্লাদ চরিত্র (মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত), শুকদেব চরিত্র, লবণ সংহার, অলর্ক, প্রত্যেক মূল্য ১৷০ পাঁচ সিকা।

যদুবংশ ধ্বংস, ভৃগু চরিত্র, পদ্মিনী, চাণক্য, দুর্গাসুর, দীনবন্ধু, তারা, বিদুর, প্রত্যেক ১৷৷০ টাকা।

রগড় (প্রহসন) ।০, পাঁচোয়ার সিং (নক্‌সা) ৵০, সত্য-নারায়ণ ৵০, চালতার অম্বল ⁄০, খাসা দই ⁄০, ছানার পায়েস ⁄০, ক্ষীরের নাড়ু ⁄০ এক আনা।

অলোকচতুরা (উপন্যাস) ৸০, হার (নীতিপূর্ণ গল্পগুচ্ছ) ৸০, খুল্লনা (সচিত্র) ।৵০, জয়দেব (গ্রাণ্ড নাশান্যাল্ থিয়েটারে অভিনীত) ১৲, নীলকণ্ঠ ৷৷০ আনা।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্,

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।